সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺রামগোপাল রায় জ্যোতির্বিনোদ তন্ত্রভূষণ মহাশয় সঙ্কলিত পুস্তকাবলী :—

উডুদায়প্রদীপম্ – সটীক ও সানুবাদ – –মূল্য ১।০

এখানি লঘু পারাশরী নামক বিখ্যাত জ্যোতিষগ্রন্থ, সংজ্ঞা-কারক, মারক ও অন্তর্দ্দশা এই চারি অধ্যায়ে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। ইহাতে লগ্নানুযায়ী গ্রহগণের শুভাশুভত্ব ও চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধ নির্ণয়—সৌভাগ্য অর্থাৎ উন্নতিকাল নির্ণয় নানাবিধ শুভাশুভ যোগ, রিষ্ট ও মৃত্যুকালাদি বিনির্ণয় এবং দশান্তর্দ্দশার ফল বিচার ও অন্যান্য বিবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে। বলা বাহুল্য, কলিযুগে পরাশর প্রোক্ত ফল সর্ব্বাংশে ফলে, যে হেতু ইহার সাহায্য ভিন্ন ফল বিচার নির্ভুল ও নিখুঁৎ হয় না। প্রত্যেক জ্যোতিষীর এই বইখানি সর্ব্বদা কাছে থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই একখানি মাত্র পুস্তকের সাহায্যে গণনার দ্বারা লোকের সন্তুষ্টি সাধন করা অতীব সহজ

জাতকালঙ্কার ঃ - সটীক ও সানুবাদ মূল্য ৸০

এখানি গুর্জ্জররাজ-সভাপণ্ডিত কাহ্নজীর পৌত্র গণেশদৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত। ইহার ছন্দ বিষয়যোজনা ও ভাববিচারাদি অতি সুন্দর। জাতকালঙ্কার না পড়িলে জ্যোতিষী হওয়া যায় না।

চমৎকার চিন্তামণি ঃ—সটীক ও সানুবাদ – মূল্য ॥০

বেণীসংহার নাটক প্রণেতা আচার্য্য ভট্টনারায়ণ কর্ত্তৃক গ্রন্থখানি প্রণীত। জাতকের দ্বাদশভাব বিচারের ইহা একখানি উপাদেয় গ্রন্থ

উপদেশ সূত্রম্—সটীক ও সানুবাদ - মূল্য ১॥০

মহর্ষি জৈমিনী কৃত জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় সূত্রগ্রন্থ এবং "জৈমিনীয়সূত্র" নামে পরিচিত [যন্ত্রস্থ]

সত্যমঙ্গল—মূল্য ।০

সত্যনারায়ণ দেবের ব্রতকথা। ইহাতে গৃহস্থের আবশ্যক মত সর্ব্বদেবদেবীর পূজাপদ্ধতিসহ সত্যনারায়ণ দেবের বিশিষ্ট পূজাপদ্ধতি এবং রেবাখণ্ডীয় সংস্কৃত ব্রতকথা সন্নিবিষ্ট আছে। (পুনর্যন্ত্রস্থ)

উপরোক্ত পুস্তকগুলি প্রকাশকের নিকট এবং বাণী-পীঠ—৫১ (বি) বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা "পাল ব্রাদার্সে" পাওয়া যাইবে।

রামগোপাল রায়।

ভাবকুতূহলম্

(সানুবাদম্)

মিথিলা নিবাসী শম্ভুনাথ গণকাত্মজ জ্যোতি-
র্ব্বিদাম্বর জীবনাথ বিরচিত প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ গ্রন্থ

জ্যোতির্ব্বিনোদ তন্ত্রভূষণ
রামগোপাল রায় সঙ্কলিত

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

সর্ব্ব স্বত্বসংরক্ষিত] ১৩৪২

প্রকাশক—
শ্রীরামরঞ্জন রায়
রিটায়ার্ড পোষ্টমাষ্টার
৭২, কালীঘাট রোড
কলিকাতা।

মুদ্রাকর—
শ্রীচণ্ডীচরণ সাঁতরা
ললিত প্রেস
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ভূমিকা।

"Truth is stranger than fiction."

মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জীবন ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। লোকহিতৈষী ঈশ্বর-কল্প পূর্ব্বতন ঋষিগণ মানবগণকে সেই দুর্ভেদ্য আবরণ উন্মোচন করতঃ ভবিষ্যৎ জীবন প্রত্যক্ষীভূত করাইবার জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রচার করিয়া গিয়াছেন। জ্যোতিষ যে অব্যর্থ এবং প্রত্যক্ষফলপ্রদ শাস্ত্র তাহা প্রমাণ করিবার জন্য স্বধর্ম্মনিষ্ট আর্য্য সন্তানকে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বশিষ্ঠ, নারদ, শক্তি, পরাশর, বাদরায়ণ, দেবল, ময়, যবন, জৈমিনী, মাণ্ডব্য, ভরদ্বাজ, গর্গ, প্রভৃতি ঋষিগণ এই শাস্ত্রের প্রণেতা। ঋষিবিদ্বেষী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানালোকসম্পন্ন উন্নতিশীল বিদ্বজ্জনকে কেবল এইমাত্র বলিতে চাই যে, Hippocrates, Aristotle, Cicero, Socrates, Galen, Pythagoras, Ptolemy, Cæsar, Thales, Democritus, Josephus, Manilius, Justinus, Philip Melancthon, Sir Henry Cornelius Agrippa, Roger Bacon, Guido Bonatus, Cardan, Lord Bacon, Archbishop Usher. Valentine Naibod, Bishop Robert Hall, Henry Coley, George Parker, Michael Nostradamus, Sieur de Soleysell, Dr. Mead (Physician to Charles I) Dr. Ebenezer Sibley, John Worsdale, Mercator, Elias Ashmole. Sir Kenelm Digby, Nicholas Culpeper, George Digby (Earl of Bristol), John Heydon, Sir Christopher Heydon, John Dryden (Poet Laureate), Dr. John Butler, Sir George Wharton, Vincent Wing (the astronomer) George Witchel (astronomer Royal Portsmouth), Mr. Flamstead (first Astronomer, Royal) Tycho Brahe and Kepler (the great astronomers,) Lord Lytton, John of Halifax, King Richard I. Geoffry Chaucer, Duke of Gloucester, Robert Recorde (the first man who wrote Arithmetic and Geometry in English and introduced Algebra into England), Baron Napier (who invented Logarithms), William Lilly, Raphael, Pearce, W.R. Old. Virgil, Horace, Hesiod, Anaximander, Pliny, Anaxagoras, Plato, Porphyry, Herbert of Lorraine, Dr. Goad, Oliver of Malmesbury, Aratus, Ramesey, Arise Evans, Didymus, Picus Mirandola, Lucius Bellantius, Sir David Brewster, Napoleon Bonaparte, Placidus de Titus প্রভৃতি ধরামণ্ডলে

লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বনামধন্য জনগণ এই শাস্ত্রের পক্ষপাতী। ধরণীমণ্ডলে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানাদিতে যে সকল ব্যক্তি বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহারা সকলেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বিশেষ মনোযোগসহ অন্ততঃ কিছুকাল জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া এতৎ শাস্ত্রকে ভ্রান্তিপূর্ণ জ্ঞানে অশ্রদ্ধা বা অবিশ্বাস করতঃ পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায়গণের প্রতি মিথ্যা ও প্রতারণার কলঙ্ক আরোপ করিতে অগ্রসর, তাঁহাদিগকে আমার কিছুই বক্তব্য নাই।

Presumptuous jndgment is the besetting intellectual vice of the time, we live in—*Faraday*.

যত প্রকার শাস্ত্র আছে, তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতির্ব্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ; কিন্তু এই শাস্ত্রদ্বয় এত প্রয়োজনীয় যে সংসারে এমন ব্যক্তিই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের কিছু-না-কিছু অবগত নহেন। কারণ এতৎ শাস্ত্রদ্বয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মনুষ্যকে প্রায়ই তদ্বিষয়ক প্রশ্ন করিতে ও উত্তর প্রদান করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে সকলেরই কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। চিকিৎসা সম্বন্ধে নানাবিধ গার্হস্থ পুস্তক প্রচলিত আছে এবং তাহার শিক্ষার পথও নিষ্কণ্টক, কিন্তু উপযুক্ত পুস্তকাভাব এবং অনেক স্থলে গুরুগণের কার্পণ্য বশতঃ জ্যোতিষ শিক্ষার পথ বিশেষ সুদুর্গম। উক্ত উভয়বিধ বিঘ্ন পরিহার করতঃ সাধারণের জ্যোতিষ শিক্ষার পথের কিঞ্চিৎ সুগমতা করিবার জন্য মিথিলা নিবাসী জ্যোতির্ব্বিদাম্বর জীবনাথ বিরচিত ভাবকুতূহল নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ সানুবাদ প্রকাশিত হইল। এতৎগ্রন্থে জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে বিশদ্‌ভাবে এবং সুমধুর ছন্দে সন্নিবিষ্ট আছে। যাহাতে বিনা গুরূপদেশে গ্রন্থখানি সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হয়, অনুবাদে তদ্বিষয়ে যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বিদ্বজ্জনই তাহার প্রমাণ—"হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপিবা"। ইতি

শকাব্দা ১৮১৮
অগ্রহায়ণ
কলিকাতা।

শ্রীরামগোপাল শর্ম্মা

নির্ঘণ্ট।

সংজ্ঞাধ্যায়।

মঙ্গলাচরণ—ভাবাদি সংজ্ঞা—ক্ষেত্রাদিকথন উচ্চাদি চক্র—মিত্রামিত্র কথন—ক্ষেত্রাদি দশবর্গ—হোরাচক্র,—দৃকানচক্র—সপ্তাংশচক্র, নবাংশচক্র —দশাংশ চক্র,—দ্বাদশাংশ চক্র—ষোড়শাংশ চক্র - ত্রিংশাংশ চক্র—ষষ্ট্যংশ চক্র—পারিজাতাদি সংজ্ঞা—গ্রহদৃষ্টি,—দৃষ্টিখণ্ড—চবাদি সংজ্ঞা—সংজ্ঞা চক্র —সম্বন্ধ বিচার সমাগমাদি নির্ণয়। ১ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা।

লগ্নচিহ্নাধ্যায়।

শিরঃচিহ্ন —বাহুচিহ্ন—পার্শ্বচিহ্ন লিঙ্গচিহ্ন—জঠরচিহ্ন—কটীচিহ্ন—পদচিহ্ন —পায়ু চিহ্ন ইত্যাদি। ৩৬ হইতে—৩৮ পৃষ্ঠা।

বালারিষ্টাধ্যায়।

নানাবিধ বালারিষ্ট যোগ। ৩৯ হইতে—৪৪ পৃষ্ঠা।

পিত্রাদ্যরিষ্টাধ্যায়।

পিতৃরিষ্ট ভ্রাতৃরিষ্ট - পুত্ররিষ্ট --মাতুলরিষ্ট মাতৃরিষ্ট প্রভৃতি। ৪৫ হইতে —৪৭ পৃষ্ঠা।

অরিষ্টভঙ্গাধ্যায়।

রিষ্টভঙ্গ কারক বিবিধযোগ। ৪৮ হইতে - ৫ পৃষ্ঠা

পুত্রভাবাধ্যায়।

পুত্রোৎপত্তি যোগ - পুত্রাদি সংখ্যা—পুত্র যোগ -- কন্যা যোগ—সুতোৎপত্তি বিলম্ব --পুত্রহানি যোগ, পুত্রাভাবযোগ —বংশনাশযোগ---পুত্রোৎপত্তির উপায় প্রভৃতি। ৫১ হইতে—৫৭ পৃষ্ঠা

রাজ যোগাধ্যায়।

সার্ব্বভৌমযোগ—সম্রাট যোগ---রাজ্যপ্রাপ্তি যোগ—সিংহাসন যোগ— চতুশ্চক্র যোগ—একাবলী যোগ—সামান্য রাজ যোগ—শ্রীচ্ছত্র যোগ— প্রকাশ যোগ --চক্র যোগ—অনফাদি যোগ—দারিদ্র্য যোগ—ফণি যোগ— কাক যোগ—হুতাশন যোগ—রাজযোগভঙ্গ প্রভৃতি। ৫৭ হইতে—৭৮ পৃষ্ঠা।

পুংসামুদ্রিকাধ্যায়।

রাজ্যলাভ লক্ষণ—ভূপতি লক্ষণ—অচলালক্ষ্মী লক্ষণ—বংশোজ্জ্বল লক্ষণ —বাহন প্রাপ্তি লক্ষণ প্রভৃতি। ৭৬ হইতে—৭৮ পৃষ্ঠা।

স্ত্রীজাতকাধ্যায়।

ফলপ্রাপ্তি কথন ভাবকারক কথন—সপ্তমভাবফল কথন—অনূঢ়া যোগ —সৌভাগ্য যোগ—রাজমহিষী যোগ—পতিভাবস্থ গ্রহফল—মিশ্র যোগ—

নারীগমন যোগ—সৌন্দর্য্য যোগ—বিদুষী যোগ—দুর্ভাগ্য যোগ—ব্যভিচার যোগ—কুলত্যাগ যোগ—অভিসারিকা যোগ—বৈধব্য যোগ—বৈধব্যশান্তি—ত্রিংশাংশ ফল—পুত্র যোগ—বিষকন্যা যোগ—বিষ যোগভঙ্গ প্রভৃতি। ৭৯ হইতে—৯৫ পৃষ্ঠা।

স্ত্রীসামুদ্রিকাধ্যায়।

শুভলক্ষণ—পদতল লক্ষণ—পদলক্ষণ—পদক্ষেপলক্ষণ—জঙ্ঘালক্ষণ—নিতম্ব লক্ষণ—মুখনাসাদি লক্ষণ—যোনি লক্ষণ—নাভি লক্ষণ—ত্রিবলী লক্ষণ—লোম লক্ষণ—স্কন্ধ লক্ষণ—বাহু লক্ষণ—কর লক্ষণ—কররেখা লক্ষণ—কেশ লক্ষণ—দন্ত লক্ষণ—ওষ্ঠ লক্ষণ—বৈধব্য লক্ষণ—দোষশান্তি প্রভৃতি। ৯৫ হইতে—১২৪ পৃষ্ঠা।

মারক কারকাধ্যায়।

শুভাশুভ গ্রহ—আয়ুর্দ্দায়—মারকস্থাননির্ণয় মারকেশনির্ণয়—রাজযোগ—ধনিক যোগ—দারিদ্র যোগ প্রভৃতি ১২৪ হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠা

ভাবফলবিচারাধ্যায়।

তনু, ধন প্রভৃতি দ্বাদশ ভাব ফল বিচার। ১৩৮ হইতে ১৫৭ পৃষ্ঠা

দশাফলাধ্যায়।

দশাপতি নির্ণয়—দশা নির্ণয় চক্র—অন্তর্দ্দশাদি আনয়ন—দশাবর্ষখণ্ডা—রব্যাদিনবগ্রহদশাফল—তুঙ্গীগ্রহদশাফল—স্বক্ষেত্রী গ্রহদশাফল—মিত্র ক্ষেত্রস্থ—গ্রহদশাফল—রিপুগেহস্থ গ্রহদশাফল—অস্তগত গ্রহদশা ফল—ষষ্ঠেশ দশাফল,—সপ্তমেশ দশাফল—অষ্টমেশ দশাফল—ব্যয়েশ দশাফল—দশা সামান্য ফল। ১৫৭ হইতে—১৭৮ পৃষ্ঠা।

শয়নাদ্যবস্থা বিচারাধ্যায়।

শয়নাদি অবস্থা নির্ণয়—দৃষ্টাদি অবস্থা নির্ণয়——দৃষ্টাদি অবস্থা ফল—উদাহরণ চক্র—সর্ব্বভাব ফল। ১৭৯ হইতে—১৯০ পৃষ্ঠা।

শয়নাদ্যবস্থাফলকথনাধ্যায়।

রবি প্রভৃতি নবগ্রহের শয়নাদি প্রত্যেকাবস্থাফল। ১৯১ হইতে ২১৮ পৃষ্ঠা।

বালাদীপ্তাদ্যবস্থাধ্যায়।

বালাদি পঞ্চাবস্থা—বালাদি অবস্থা ফল—দীপ্তাদি অষ্টাবস্থা—দীপ্তাদি অবস্থা ফল। ২১৮ হইতে—২২১ পৃষ্ঠা।

গর্ব্বিতাদ্যবস্থাধ্যায়।

গর্ব্বিতাদি ষড়বস্থা—ষড়বস্থা ফল—উপসংহার।—২২২ হইতে ২২৬ পৃষ্ঠা।

ধাত্রোদিতং যবন-কর্কশ-শব্দ সঙ্গা
দাধিব্যথা-বিদলিতং পরমং ফলং যৎ।
মৎ-কোমলামলরবাম্বৃত-রাশি ধারা
স্নানং করোতু জগতা মপিমোদ হেতোঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাদি কথিত যে সমস্ত পরম হোরাফল (ভাবী শুভাশুভ ফলজ্ঞাপক চমৎকার জ্যোতিষ গ্রন্থ) যবনদিগের কঠোর ভাষায় এবং আধিব্যথায় বিদলিত হইয়া গিয়াছিল, জগতের আনন্দের নিমিত্ত সেই সমস্ত হোরাফল আজ আমার কোমল এবং নির্ম্মল শব্দরূপ অমৃত রাশিতে (ভাব কুতূহল গ্রন্থে) স্নান করুক। ৩।

তনুকোশ সহোদর বন্ধুসুতা,
রিপু কাম বিনাশ শুভা বিবুধৈঃ।
পিতৃভং তত আপ্তি রপায় ইমে,
ক্রমতঃ কথিতা মিহির প্রমুখৈঃ ॥ ৪ ॥

বরাহ মিহির প্রমুখ বিবুধগণ কহিয়াছেন যে, (লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া) ক্রমশঃ ১ তনু, ২ কোশ, ৩ সহোদর, ৪ বন্ধু, ৫ সুত, ৬ রিপু, ৭ কাম, ৮ বিনাশ, ৯ শুভ, ১০ পিতা, ১১ আপ্তি এবং ১২ অপায় এই দ্বাদশটী ভাব আছে ॥ ৪ ॥

নক্ষত্র চক্র, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর কুম্ভ এবং মীন এই দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত। মেষ বৃষাদি বাচক অন্যান্য শব্দ ও তত্তৎ রাশির জ্ঞাপক। যেমন অজ শব্দে মেষ রাশি, যুবতী শব্দে কন্যা রাশি, মৎস্য শব্দে মীন রাশি ইত্যাদি। জন্মকালে পূর্ব্বদিকে যে রাশির উদয় হইয়া থাকে, সেই রাশিকেই লগ্ন কহে। রাশির ন্যায় তনু কোশাদি বাচক অন্যান্য শব্দেও তত্তৎ ভাব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তন্বাদিভাব বুঝাইবার জন্য জ্যোতিষ গ্রন্থে সাধারণতঃ যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহা এস্থলে লিখিত হইতেছে। যথা—

১। লগ্ন, তনু, মূর্ত্তি, অঙ্গ, উদয়, বপু, আত্ম।

২। কোশ, কোষ, স্ব, অর্থ, কুটুম্ব, ধন।

৩। সহোদর, সহজ, ভ্রাতা, দুশ্চিক্য, বিক্রম।

৪। বন্ধু, অম্ব, পাতাল, মিত্র, সূর্য্য, হিবুক, গৃহ, সুহৃদ্, বাহন, যান, সুখ, অম্বু, জল, নীর।

৫। সুত, তনয়, বুদ্ধি, বিদ্যা, আত্মজ, বাক্‌স্থান, মন্ত্র, ধী।

৬। রিপু, শত্রু, দ্বেষ্য, বৈরি, ক্ষত, ব্রণ, রোগ, মাতুল।

৭। জায়া, যামিত্র, অস্ত, স্মর, মদন, মদ, কাম, দ্যূন, নগ।

৮। বিনাশ, নিধন, রন্ধ্র, আয়ুঃ, ছিদ্র, যাম্য, লয়, মৃত্যু, সংগ্রাম, বিরতি।

৯। শুভ, গুরু, মার্গ, ভাগ্য, ধর্ম্ম, তপঃ।

১০। পিতৃ, রাজ্য, কর্ম্ম, আকাশ, আজ্ঞা, মান, মেষুরণ, ব্যোম, আস্পদ, গগন, নভঃ, মধ্য, ব্যাপার।

১১। আপ্তি, আয়, লাভ, ভব, আগম।

১২। অপায়, ব্যয়, রিপ্‌ফ, প্রান্ত, অন্তিম।

এস্থলে আবশ্যক বোধে আর কয়টী পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

১ম। কেন্দ্র—লগ্ন এবং তাহা হইতে চতুর্থ সপ্তম এবং দশম এই স্থান চতুষ্টয়কে কেন্দ্র কহে। কেন্দ্রের অপর নাম কণ্টক এবং চতুষ্টয়॥

২য়। পণফর—লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম এবং একাদশ এই চারি স্থানকে পণফর কহে॥

৩য়। আপোক্লিম=লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম এবং দ্বাদশ এই চারিটি স্থানকে আপোক্লিম কহে॥

৪র্থ। দুঃস্থান=লগ্ন হইতে ষষ্ঠ, অষ্টম এবং দ্বাদশ স্থানকে দুঃস্থান কহে। ইহার অপর নাম ত্রিক॥

৫ম। উপচয়=লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ স্থানকে উপচয় কহে। তদ্ব্যতীত স্থান অনুপচয় নামে খ্যাত॥

কুজকবী বুধচন্দ্রদিবাকরা বুধসিতা-বণিজা গুরুসূর্য্যজৌ।
শনিগুরু চ পুরাতন পণ্ডিতৈ রজমুখাদুদিতা ভবনাধিপাঃ॥ ৫॥

পূর্ব্বে দ্বাদশটী রাশির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির অধিপতি, তাহাই কথিত হইতেছে। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ,

বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতু সর্ব্বশুদ্ধ এই নয়টী মাত্র গ্রহ। যে গ্রহ যে রাশির অধিপতি সেই রাশিকে সেই গ্রহের ক্ষেত্র কহে। কুজ, শুক্র, বুধ, ইন্দু, অর্ক, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, শনি এবং বৃহস্পতি, এই দ্বাদশটী গ্রহ যথাক্রমে মেষ হইতে দ্বাদশ রাশির অধিপতি। সূর্য্য এবং চন্দ্র ভিন্ন অপর গ্রহ পঞ্চকের দুইটি করিয়া ক্ষেত্র আছে, সাধারণ মতে রাহু ও কেতুর কোন ক্ষেত্রাধিপত্য নাই। মিথুন ও কন্যারাশি রাহুর এবং ধনু ও মীনরাশি কেতুর ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত ॥ ৫ ॥

অঙ্গারকেন্দু গুরবো রবি চন্দ্র পুত্রা
বাদিত্য চন্দ্র গুরবঃ কবি চণ্ডভানূ।
ভৌমার্ক রাত্রি পতয়ো বুধ সূর্য্য পুত্রৌ
শুক্রেন্দুজৌ দিনকরাৎ সুহৃদো ভবন্তি ॥ ৬ ॥

এক্ষণে গ্রহগণের শত্রুমিত্রাদি কথিত হইতেছে। অঙ্গারক (মঙ্গল), ইন্দু ও গুরু; রবি ও চন্দ্রপুত্র (বুধ); আদিত্য, চন্দ্র ও গুরু; কবি (শুক্র) ও চণ্ডভানু (সূর্য্য); ভৌম (মঙ্গল), অর্ক ও রাত্রিপতি; বুধ ও সূর্য্য পুত্র; এবং শুক্র ও বুধ, সূর্য্য হইতে যথাক্রমে সপ্তগ্রহের মিত্র। গ্রন্থান্তরে লিখিত আছে যে, শুক্র ও শনি রাহুর এবং রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল কেতুর মিত্র।

সৌম্যঃ সমা হি সকলাঃ কবি ভানুপুত্রৌ
মন্দেজ্য ভূমিতনয়া রবিজঃ ক্রমেণ।
ভৌমেজ্যকৌ সুরগুরূ রিপবোঽবশিষ্টা
স্তাৎকালিকা ব্যয়ধনায় দশত্রিবন্ধৌ ॥ ৭ ॥

রবির সম সৌম্য (বুধ); মিত্রগ্রহ ব্যতীত অন্য সকল গ্রহ অর্থাৎ মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি চন্দ্রের সম; কবি এবং ভানুপুত্র মঙ্গলের সম; মন্দ (শনি) ইজ্য (গুরু) এবং ভূমি সুত বুধের সম, শনি বৃহস্পতির সম। মঙ্গল ও ইজ্য শুক্রের এবং সুরগুরু শনির সম। শাস্ত্রান্তরে বুধ ও বৃহস্পতি রাহুর এবং কেতুর সম বলিয়া উক্ত আছে। মিত্র গ্রহ ও সমগ্রহ ব্যতীত অবশিষ্ট গ্রহগণ শত্রু মধ্যে গণ্য। ইহাই গ্রহগণের নৈসর্গিক শত্রু মিত্রত্ব। সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে গ্রহগণের স্বাভাবিক মিত্রামিত্র চক্র লিখিত হইল ॥

শত্রুতাচরণ করে না, উদাসীন থাকে। নৈসর্গিক সম অর্থাৎ উদাসীন গ্রহ মিত্র হইলে কার্য্যকালে উপকার এবং শত্রু হইলে অনিষ্ট সাধন করে।

পরমোচ্চ মজে দশভির্ঋভে,
শিখিভি র্মকরে গজ যুগ্মলবৈঃ।
তিথিভির্যুবতী ভবনে বিধুভে,
কিল পঞ্চভিরেব ঋষে ত্রিঘনৈঃ ॥ ৮ ॥

কৃতিভিশ্চ তুলাভবনে রবিতঃ,
কথিতং মদনে খলু নীচ মতঃ।
মিথুনেতমসঃ শিখিনো ধনুষি,
প্রথমে বুধভে গুরুভে ভবনং ॥ ৯ ॥

এক্ষণে গ্রহগণের উচ্চরাশি, নীচরাশি, উচ্চাংশ, এবং নীচাংশ কথিত হইতেছে। মেষ, বৃষ, মকর, কন্যা, কর্কট, মীন, তুলা, মিথুন এবং ধনু যথা-ক্রমে সূর্য্যাদি নবগ্রহের উচ্চস্থান। উচ্চ রাশির সপ্তম রাশিই গ্রহের নীচস্থান বলিয়া গণ্য। যেমন, মেষরাশি সূর্য্যের উচ্চ গৃহ, মেষ রাশির সপ্তম রাশি তুলা সূর্য্যের নীচ গৃহ। গ্রহগণের যে উচ্চ রাশি কথিত হইল তাহার সমুদায় স্থান উচ্চ বলিয়া গণ্য নহে। রাশিকে সমান ত্রিশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগকে অংশ কহে। রাশির প্রথম অংশ হইতে আরম্ভ করিয়া মেষের ১০ অংশ পর্য্যন্ত সূর্য্যের, বৃষের ৩ অংশ পর্য্যন্ত চন্দ্রের, মকরের ২৮ অংশ পর্য্যন্ত মঙ্গলের, কন্যার ১৫ অংশ পর্য্যন্ত বুধের, কর্কটের ৫ অংশ পর্য্যন্ত বৃহস্পতির, মীনের ২৭ অংশ পর্য্যন্ত শুক্রের, তুলার ২০ অংশ পর্য্যন্ত শনির, মিথুনের প্রথমাংশ রাহুর এবং ধনুর প্রথমাংশ কেতুর উচ্চ স্থান। যে রাশির যত অংশ যাহার উচ্চস্থান, তাহার সপ্তম রাশির তত অংশ তাহার নীচ স্থান। যেমন, মেষের ১০ অংশ সূর্য্যের উচ্চস্থান, মেষ রাশির সপ্তম তুলা রাশির ১০ অংশ তাঁহার নীচস্থান। পূর্ব্বে মূলে, রাহু এবং কেতুর ক্ষেত্রের কথা উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া এস্থলে লিখিত হইতেছে। বুধের ক্ষেত্রদ্বয় অর্থাৎ মিথুন ও কন্যা রাশি রাহুর ক্ষেত্র এবং বৃহস্পতির ক্ষেত্রদ্বয় ধনু ও মীন রাশি কেতুর ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত আছে।

গ্রহগণের উচ্চাংশে ও নীচাংশে যে অংশ সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অন্তিমাংশকে স্বচ্চাংশ ও স্বনীচাংশ কহে। যেমন মেষ রাশির দশমাংশ সূর্য্যের স্বচ্চাংশ, বৃশ্চিকের তৃতীয়াংশ, চন্দ্রের স্বনীচাংশ ইত্যাদি। সূর্য্য মেষরাশির প্রথম হইতে ১০ অংশের মধ্যে অবস্থিত হইলে উচ্চস্থ বলিয়া গণ্য হইবেন, দশ অংশের পর রবি আর তুঙ্গী নহেন, মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থ মাত্র। বুধ কন্যা রাশির ১৫ অংশ মধ্যে থাকিলে উচ্চস্থ, ১৫ অংশের পর হইতে ২৫ অংশের মধ্যে থাকিলে মূল ত্রিকোণস্থ এবং তৎপরে শেষ ৫ অংশের মধ্যে থাকিলে ক্ষেত্রস্থ বলিয়া গণ্য। অন্যান্য গ্রহেরও এইরূপ।

গ্রহগণের বলানুসারেই তাঁহাদিগের উচ্চাদি স্থান নির্ণীত হইয়াছে। গ্রহগণ স্বনীচাংশে অবস্থিত থাকিলে বলশূন্য এবং স্বচ্চাংশে পূর্ণবলে বলীয়ান্ হন। তুঙ্গস্থানে গ্রহগণের বল ১ রূপ অর্থাৎ ৬০ কলা, মূল ত্রিকোণে ৪৫ কলা, স্বক্ষেত্রে ৩০ কলা, অধিমিত্র ক্ষেত্রে ২০ কলা, মিত্রক্ষেত্রে ১৫ কলা, সমক্ষেত্রে ৮ কলা, শত্রুক্ষেত্রে ৪ কলা, অধিশত্রুক্ষেত্রে ২ কলা এবং নীচস্থানে ০ কলা মাত্র। নিম্নে গ্রহগণের উচ্চাদি বলচক্র লিখিত হইল, তদ্দৃষ্টে কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে কিরূপ বলশালী হন, তাহা সহজেই অনুভূত হইবে।

ক্ষেত্রাদি বলচক্র

উচ্চ	মূল ত্রিকোণ	স্বক্ষেত্র	অধিমিত্র-ক্ষেত্র	মিত্রক্ষেত্র	সমক্ষেত্র	শত্রু-ক্ষেত্র	অধিশত্রু-ক্ষেত্র	নীচ
৬০	৪৫	৩০	২০	১৫	৮	৪	২	০

হোরা রাশি দলং সমে প্রথমতশ্চন্দ্রস্য ভানোরতো
ব্যত্যা স্যাৎ দশমে দৃকাণপতয়ঃ স্বাক্ষাঙ্কভাবাধিপাঃ।
মেষাদাদিমভে বৃষে তু মকরাৎ যুগ্মে ধটাদিন্দুভে
কর্কাদেব নবাংশকা নিগদিতাঃ স্যুর্দ্বাদশাংশাঃ স্বভাৎ ॥১০॥

এক্ষণে গ্রহগণের ষড়বর্গ কথিত হইতেছে। ১ ক্ষেত্র, ২ হোরা, ৩ দৃকাণ,

৪ নবাংশ, ৫ দ্বাদশাংশ, ৬ ত্রিংশাংশ, ৭ সপ্তমাংশ, ৮ দশমাংশ, ৯ ষোড়শাংশ, ১০ ষষ্ট্যংশ এবং এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি বর্গ আছে। ইহার মধ্যে প্রথম হইতে ছয়টী ষড়বর্গ, সাতটী সপ্তবর্গ এবং দশটি দশবর্গ নামে খ্যাত। যদিচ গ্রন্থকার ভাবকুতুহলে কেবল ষড়বর্গেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থ মধ্যে এমন কয়টি পারিভাষিক শব্দ আছে যে, দশবর্গ না জানিলে সে সকল শব্দের সম্যক্ অর্থ বোধ হয় না। গ্রহগণের ষড়বল সাধন করিতে সপ্ত বর্গের প্রয়োজন হয়। এজন্য আবশ্যক বোধে গ্রন্থান্তর হইতে এস্থলে দশবর্গেরই বিবরণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ ক্ষেত্র বর্গ। রাশি চক্র মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত। উহার এক-একটি রাশি এক-এক গ্রহের ক্ষেত্র। কোন্ রাশি কোন্ গ্রহের ক্ষেত্র, তাহা পূর্ব্বে পঞ্চম শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। এস্থলে তদ্বিষয় পুনঃ প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ হোরা বর্গ। "হোরা রাশি দলং সমে প্রথমতশ্চন্দ্রস্য ভানো রতো ব্যত্যা স্যাৎ।" দল শব্দে অর্দ্ধ। রাশির অর্দ্ধেককে হোরা কহে। ত্রিশ অংশে এক রাশি হয়, সুতরাং এক এক হোরার পরিমাণ ১৫ অংশ মাত্র। ৬০ দণ্ডে অর্থাৎ এক অহোরাত্রে দ্বাদশটী রাশির উদয় হয়; অতএব সময়ের হিসাবে আড়াই দণ্ড বা এক ঘণ্টা সময়কে এক হোরা কহে। মেষাদি দ্বাদশ রাশি যথাক্রমে ১।২ ইত্যাদি সংখ্যায় প্রকাশ করা যায়। ইহার মধ্যে ১, ৩, ৫ ইত্যাদি সংখ্যক রাশি বিষম এবং ২, ৪, ৬ ইত্যাদি সংখ্যোক্ত রাশি সম বলিয়া গণ্য। সমরাশির প্রথম ১৫ অংশের অধিপতি চন্দ্র এবং দ্বিতীয় ১৫ অংশের অধিপতি সূর্য্য। বিষম রাশিতে ইহার বিপরীত অর্থাৎ মেষ, মিথুন ইত্যাদি ক্রমস্থ বিষম রাশির, প্রথম দল সূর্য্যের হোরা এবং দ্বিতীয় দল চন্দ্রের হোরা। সহজে বোধগম্য হইবার জন্য পরপৃষ্ঠায় হোরা চক্র প্রদত্ত হইল।

সপ্তাংশ চক্র।

সংখ্যা	রাশ্যংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	৪।১৭।৮।৩৪	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১	৬
২য়	৮।৩৪।১৭।৮	২	৯	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭
৩য়	১২।৫১।২৫।৪৩	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮
৪র্থ	১৭।৮।৩৪	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯
৫ম	২১।২৫।৪২।৫১	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০
৬ষ্ঠ	২৫।৪২।৫১।২৫	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২	৭	২	৯	৪	১১
৭ম	৩০।০।০।০	৭	২	৯	৪	১১	৬	১	৮	৩	১০	৫	১২

পঞ্চম নবাংশ চক্র। কোন রাশিকে সমান নয় ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক ভাগকে এক এক নবাংশ কহে। এক নবাংশের পরিমাণ সুতরাং ৩ অংশ ২০ কলা মাত্র। রাশি চক্র ২৭ নক্ষত্রে বিভক্ত। নক্ষত্র সংখ্যা ২৭ কে রাশি সংখ্যা ১২ দ্বারা ভাগ করিলে সওয়া দুই অর্থাৎ ৯ পাদ নক্ষত্রে এক এক রাশি হয়। অতএব নবাংশ এবং নক্ষত্র পাদ একই পদার্থ।

দশমাংশ চক্র।

সংখ্যা	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	৩।০	১	১০	৩	১২	৫	২	৭	৪	৯	৬	১১	৮
২য়	৬।০	২	১১	৪	১	৬	৩	৮	৫	১০	৭	১২	৯
৩য়	৯।০	৩	১২	৫	২	৭	৪	৯	৬	১১	৮	১	১০
৪র্থ	১২।০	৪	১	৬	৩	৮	৫	১০	৭	১২	৯	২	১১
৫ম	১৫।০	৫	২	৭	৪	৯	৬	১১	৮	১	১০	৩	১২
৬ষ্ঠ	১৮।০	৬	৩	৮	৫	১০	৭	১২	৯	২	১১	৪	১
৭ম	২১।০	৭	৪	৯	৬	১১	৮	১	১০	৩	১২	৫	২
৮ম	২৪।০	৮	৫	১০	৭	১২	৯	২	১১	৪	১	৬	৩
৯ম	২৭।০	৯	৬	১১	৮	১	১০	৩	১২	৫	২	৭	৪
১০ম	৩০।০	১০	৭	১২	৯	২	১১	৪	১	৬	৩	৮	৫

সপ্তম দ্বাদশাংশ বর্গ।—রাশিকে সমান দ্বাদশাংশে বিভাগ করিলে ২ অংশ ৩০ কলা পরিমিত এক এক দ্বাদশাংশ হয়। "স্ব্যর্দ্বাদশাংশাঃ স্বভাৎ" স্বরাশি হইতেই দ্বাদশাংশপতি গৃহীত হইবে, অর্থাৎ যে রাশির দ্বাদশাংশ নির্ণয় করিতে হইবে, সেই রাশির অধিপতিই সেই রাশির প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি হইবে এবং পর পর রাশির অধিপতি যথাক্রমে পর পর দ্বাদশাংশের অধিপতি হইবে। যেমন সিংহ রাশির প্রথম দ্বাদশাংশের অধিপতি সূর্য্য, ২য় দ্বাদশাংশের অধিপতি বুধ ইত্যাদি। সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে দ্বাদশাংশ চক্র অঙ্কিত হইল, ইহাতে অধিপতির প্রথমাক্ষর এবং রাশির সংখ্যা উভয়ই প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

দ্বাদশাংশ চক্র।

সংখ্যা	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	১।৩০	ম১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২
২য়	৫।০	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১
৩য়	৭।৩০	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২
৪র্থ	১০।০	চ৪	ব৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩
৫ম	১২।৩০	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪
৬ষ্ঠ	১৫।০	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	ব৫
৭ম	১৭।৩০	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	ব৫	বু৬
৮ম	২০।০	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	ব৫	বু৬	শু৭
৯ম	২২।৩০	বৃ৯	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	ব৫	বু৬	শু৭	ম৮
১০ম	২৫।০	শ১০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	ব৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯
১১শ	২৭।৩০	শ১১	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	ব৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০
১২শ	৩০।০	বৃ১২	ম১	শু২	বু৩	চ৪	র৫	বু৬	শু৭	ম৮	বৃ৯	শ১০	শ১১

অষ্টম ষোড়শাংশ বর্গ।—এক্ষণে শাস্ত্রান্তরীয় ষোড়শাংশ বর্গ লিখিত হইতেছে। রাশির সমান ১৬ ভাগের এক এক ভাগের নাম এক এক ষোড়শাংশ, উহার পরিমাণ ১ অংশ ৫২ কলা ৩০ বিকলা মাত্র। মেষ, কর্কট, তুলা, ও মকর রাশিকে চররাশি কহে। চর রাশির পরবর্ত্তী রাশি চতুষ্টয়কে স্থির এবং তাহার পরবর্ত্তী রাশি চতুষ্টয়কে দ্ব্যাত্মক বা দ্বিস্বভাব রাশি কহে। পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ শ্লোকে চর স্থিরাদির বিবরণ লিখিত আছে। "চর স্থির দ্বিস্বভাবে মেষ সিংহ ধনু ক্রমাৎ।" চর রাশির ষোড়শাংশ গণনা মেষ হইতে, স্থির রাশির ষোড়শাংশ গণনা সিংহ হইতে এবং দ্ব্যাত্মক রাশির ষোড়শাংশ গণনা ধনু হইতে আরম্ভ হইবে। নিম্নে ষোড়শাংশ বর্গ চক্র অঙ্কিত করিয়া এতদ্বিষয় স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

ষোড়শাংশ বর্গ চক্র।

সংখ্যা	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১ম	১।৫২।৩০	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯
২য়	৩।৪৫।০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০
৩য়	৫।৩৭।৩০	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১
৪র্থ	৭।৩০।০	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২
৫ম	৯।২২।৩০	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১
৬ষ্ঠ	১১।১৫।০	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২
৭ম	১৩।৭।৩০	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩
৮ম	১৫।০।০	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪
৯ম	১৬।৫২।৩০	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫
১০ম	১৮।৪৫।০	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬
১১শ	২০।৩৭।৩০	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭
১২শ	২২।৩০।০	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮
১৩শ	২৪।২২।৩০	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯	১	৫	৯
১৪শ	২৬।১৫।০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০	২	৬	১০
১৫শ	২৮।৭।৩০	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১	৩	৭	১১
১৬শ	৩০।০।০	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২	৪	৮	১২

পঞ্চপঞ্চাষ্ট শৈলাক্ষা স্ত্রিংশাংশা বিষমে ক্রমাৎ।

ভৌমজ্ঞানুজ্ঞজীবজ্ঞ শুক্রাণামুৎক্রমাৎ সমে ॥ ১১ ॥

ষষ্ট্যংশ চক্র

ওজরাশি	সমরাশি	ষষ্ট্যংশের নাম।	অংশ	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
১	৬০	ঘোর*	০।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২	৫৯	রাক্ষস*	১।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
৩	৫৮	দেবভাগ	১।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
৪	৫৭	কুবের	২।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
৫	৫৬	যক্ষ (রক্ষ)	২।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৬	৫৫	কিন্নর	৩।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
৭	৫৪	ভ্রষ্ট*	৩।৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
৮	৫৩	কুলঘ্ন*	৪।০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯	৫২	গরল*	৪।৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	৫১	অগ্নি*	৫।০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১১	৫০	মায়া*	৫।৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১২	৪৯	পুরীষক*	৬।০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৩	৪৮	অপাম্পতি	৬।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৪	৪৭	মরুত্বান	৭।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
১৫	৪৬	কাল*	৭।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
১৬	৪৫	অহি*	৮।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
১৭	৪৪	অমৃত	৮।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
১৮	৪৩	চন্দ্র	৯।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫
১৯	৪২	মৃদু	৯।৩০	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬
২০	৪১	কোমল	১০।০	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২১	৪০	হেরম্ব	১০।৩০	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২	৩৯	ব্রহ্মা, লক্ষ্মীশ	১১।০	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২৩	৩৮	বিষ্ণু, বাগীশ	১১।৩০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৪	৩৭	মহেশ্বর	১২।০	১২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২৫	৩৬	দেব	১২।৩০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৬	৩৫	আর্দ্র	১৩।০	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১
২৭	৩৪	কলিনাশ	১৩।৩০	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২
২৮	৩৩	ক্ষিতীশ্বর	১৪।০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩
২৯	৩২	কমলাকর	১৪।৩০	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪
৩০	৩১	মন্দাত্মজ*	১৫।০	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১	২	৩	৪	৫

"স্থিরে তন্নবমাৎ" স্থির রাশির নবম রাশি হইতে নবাংশ গণনা করিতে হয়। অতএব বৃশ্চিকের নবম, কর্কটের দ্বিতীয় রাশি সিংহে, বৃহস্পতিকে স্থাপিত করা হইল। রাহু দ্বিস্বভাব রাশি মীনের ৩ অংশ ১৩ কলায় প্রথম নবাংশেই অবস্থিত আছেন। "দ্বিস্বভাবে তৎ পঞ্চমাৎ"। সুতরাং রাহুকে মীনের পঞ্চম কর্কট রাশিতে স্থাপিত করা হইল। এইরূপে লগ্ন ও অন্যান্য গ্রহকে স্ব স্ব নবাংশ রাশিতে স্থাপিত করিতে হয়। এই নবাংশ কুণ্ডলীতে যেরূপে গ্রহ বিন্যাস করা গেল, সেইরূপে হোরা দৃকাণাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গ্রহ বিন্যাস করিতে হইবে।

আবশ্যকমত ষড়বর্গ সপ্তবর্গ বা দশবর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া তাহা হইতে একটি সংক্ষিপ্ত বর্গচক্র প্রস্তুত করা বিধেয়। সংক্ষিপ্ত বর্গচক্র প্রস্তুত না করিলে কার্য্যের অনেক অসুবিধা ঘটে। পূর্ব্বোক্ত জন্ম কুণ্ডলী হইতে নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত দশবর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুত করা হইল। ইহা দৃষ্টে গ্রহগণের দশ

সংক্ষিপ্ত দশবর্গ কুণ্ডলী।

	ত্রিকোণ ও মূল	ক্ষেত্র	হোরা	দ্রেকাণ	সপ্তাংশ	নবাংশ	দশাংশ	দ্বাদশাংশ	ষোড়শাংশ	ত্রিংশাংশ	ষষ্ট্যংশ
রবি	০	চ	চ	ম	ম	ম	চ	বৃ	ম	বৃ	শ
চন্দ্র	০	শু	চ	বু	বৃ	শু	শু	চ	ম	বু	বু
মঙ্গল	০	চ	র	ম	শু	বৃ	বু	শ	শ	বৃ	শু
বুধ	০	চ	চ	ম	ম	শু	চ	বৃ	শু	বৃ	শু
গুরু	০	ম	চ	ম	শু	র	র	বৃ	শু	শু	বৃ
শুক্র	০	বু	চ	শু	শু	বৃ	বৃ	শ	বু	বু	বু
শনি	মূ ত্রি	শ	চ	বু	শু	শ	চ	র	শু	বৃ	শু
লগ্ন	০	র	চ	ম	শ	বৃ	শু	চ	ম	শু	বু

বর্গজ বিবরণ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং আবশ্যক হইলে শিক্ষার্থীগণ ইহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্গ কুণ্ডলীতে গ্রহ সন্নিবেশপূর্ব্বক, বর্গ কুণ্ডলী প্রস্তুতের প্রণালীও বুঝিতে পারিবেন। উক্ত বর্গ চক্র এইরূপে বুঝিতে হইবে। যথা রবি, তুঙ্গী বা মূল ত্রিকোণস্থ নন, তিনি চন্দ্রের ক্ষেত্রে এবং হোরায়, মঙ্গলের দ্রেকাণ, সপ্তাংশ, নবাংশ এবং ষোড়শাংশে এবং বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে, ও ত্রিংশাংশে এবং শনির ষষ্ট্যংশে অবস্থিত। লগ্ন, রবির ক্ষেত্রে, চন্দ্রের হোরায় ও দ্বাদশাংশে, মঙ্গলের দ্রেকাণে ও ষোড়শাংশে, শনির সপ্তাংশে ইত্যাদি। অন্যান্য গ্রহ সম্বন্ধেও এইরূপ।

আপন আপন বর্গে থাকিলেই গ্রহগণকে স্ববর্গস্থ কহা যায়। পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডলীতে রবি ক্ষেত্রাদি কোন বর্গেই স্ববর্গস্থ নহেন। চন্দ্র কেবল হোরা ও দ্বাদশাংশ কুণ্ডলীতে স্ববর্গস্থ। মঙ্গল দ্রেকাণ কুণ্ডলীতে স্ববর্গস্থ ইত্যাদি। বর্গ কুণ্ডলীতে গ্রহগণ যত অধিক স্ববর্গস্থ হন, ততই বলশালী বলিয়া গণ্য। এই বলের পরিমাণ বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে, যথা—

"পারিজাতং ভবেদ্দ্বাভ্যা মুত্তমং ত্রিভিরুচ্যতে।
চতুর্ভির্গোপুরাখ্যং স্যাৎ শরৈঃ সিংহাসনং তথা॥
পারাবতং ভবেৎ ষড়্ভি র্দেবলোকং চ সপ্তভিঃ।
বসুভির্ব্রহ্মলোকাখ্যং নবভিঃ শক্রবাহনম্॥
দিগ্ভিঃ শ্রীধাম যোগঃ স্যাদথৈতান্ দশবর্গকে॥"

ইতি বৃহৎ পারাশরী।

কোন গ্রহ ক্ষেত্র হোরাদি দশবর্গ কুণ্ডলীতে, দুইবর্গে স্ববর্গস্থ হইলে তাহাকে পারিজাত বর্গ কহে। সেইরূপ তিন বর্গের যোগে উত্তম, চারি বর্গের যোগে গোপুর, পঞ্চ বর্গের যোগে সিংহাসন, ছয় বর্গের যোগে পারাবত, সাত বর্গের যোগে দেবলোক, আট বর্গ যোগে ব্রহ্মলোক (দেবলোক) নয় বর্গ যোগে শক্রবাহন (ঐরাবত) এবং দশ বর্গ যোগে শ্রীধাম (বৈশেষিক) কহে। সর্ব্বার্থচিন্তামণি নামক গ্রন্থে, দেবলোক এবং ব্রহ্মলোককে দেবলোকাংশ

গ্রহাণাং দৃষ্টিখণ্ডা ২য়

দৃশ্যস্ফুট হইতে দ্রষ্টাস্ফুট বিয়োগ

রাশি	রব্যাদি		মঙ্গল		গুরু		শনি	
১	॥	০ +	॥	০ +	॥	০ +	২	০ +
২	১	১৫ +	১॥	১৫ +	১	১৫ +	॥	৬০ —
৩	॥	৪৫ —	২	৬০ —	॥	৪৫ +	॥	৪৫ —
৪	১	৩০ —	১	৩০ —	২	৬০ —	১	৩০ —
৫	২	০ +	২	০ +	২	০ +	২	০ +
৬	॥	৬০ —	০	৬০ +	॥	৬০ —	॥	৬০ —
৭	॥	৪৫ —	১॥	৬০ —	॥	৪৫ +	॥	৪৫ —
৮	॥	৩০ —	॥	৩০ —	১॥	৬০ —	১	৩০ +
৯	॥	১৫ —	॥	১৫ —	॥	১৫ —	২	৬০ —

যে গ্রহ দৃষ্টি করেন, তাঁহাকে দ্রষ্টা আর যাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, তাহাকে দৃশ্য গ্রহ কহা যায়। রবি চন্দ্রকে দৃষ্টি করিতেছেন, এ স্থলে রবি দ্রষ্টা এবং চন্দ্র দৃশ্য। উপরে যে দুইটী খণ্ডা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রথম খণ্ডা হইতে দৃষ্টি নিষ্কাশিত করিতে হইলে, দ্রষ্টা গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি হইতে দৃশ্যগ্রহের স্ফুটরাশ্যাদি বিয়োগ করিতে হইবে এবং ২য় খণ্ডা হইতে দৃষ্টি বাহির করিতে হইলে দৃশ্যস্ফুট হইতে দ্রষ্টাস্ফুট বিয়োজ্য। বিয়োগকালে স্ফুটের রাশি অংশ এবং কলা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেই চলিবে, বিকলা গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিয়োগ করিবার সময় শোধ্য (যাহাকে বিয়োগ করা যায়) রাশ্যাদি হইতে শুদ্ধ (যাহা হইতে বিয়োগ করা যায়) ন্যূন হইলে, শুদ্ধ

রাশ্যাদিতে ১২ রাশি যোগ করিয়া বিয়োগ করিবে। বিয়োগ করিলে যে রাশ্যাদি অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার অংশাদিই দৃষ্টির কলা বিকলার পরিমাণ। উক্ত খণ্ডায় ৫টী স্তম্ভ আছে; প্রথম স্তম্ভে রাশি, ২য় স্তম্ভে রব্যাদি, ৩য় স্তম্ভে মঙ্গল, ৪র্থ স্তম্ভে গুরু এবং ৫ম স্তম্ভে শনি লিখিত আছে। রব্যাদি লিখিত ২য় স্তম্ভ হইতে রবি, চন্দ্র, বুধ ও শুক্রের দৃষ্টি বাহির করিতে হইবে এবং অপর স্তম্ভত্রয় হইতে তন্নামোক্ত গ্রহের দৃষ্টি বাহির হইবে। প্রত্যেক স্তম্ভ দুইভাগে বিভক্ত আছে, তাহার প্রথমভাগে গুণকাঙ্ক এবং দ্বিতীয়ভাবে যোগ বা বিয়োগাঙ্ক। দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের অন্তর করিলে যে রাশ্যাদি হইবে, তাহার রাশি বাদ দিবে এবং খণ্ডাতে রাশির নিম্নে লিখিত সেই সংখ্যা গ্রহণ করিবে। পরে অংশাদিকে সেই রাশিসংখ্যার সমশ্রেণীস্থ গুণকদ্বারা গুণ করিয়া গুণফলে পরভাগস্থিত অংশ ধন ঋণ চিহ্নানুসারে যোগ বা বিয়োগ করিবে। এই যোগ বা বিয়োগ করিলে যত অংশাদি হইবে, তত কলাদি দৃষ্টি।

উদাহরণ।—দ্রষ্টা রবি স্ফুট ৩।১৪।৫০ এবং দৃশ্য চন্দ্র স্ফুট ৬।২৩।৩৮। রবি স্পষ্ট হইতে চন্দ্র স্পষ্ট বিয়োগ করিলে রাশ্যাদি ৮।২১।১২ হয়। ৮ রাশি ত্যাগ করিলে ২১ অংশ ১২ কলা থাকে। ১ম খণ্ডার রাশির নিম্নস্থ ৮ সংখ্যার সমান্তরালে রবির নিম্নে গুণ খণ্ডা। অর্দ্ধ এবং যোগাঙ্ক ৩০ অংশ আছে; অতএব উক্ত ২১ অংশ ১২ কলার অর্দ্ধ ১০ অংশ ৩৬ কলার সহ ৩০ অংশ যোগ করিলে ৪০ অংশ ৩৬ কলা হইল; সুতরাং চন্দ্রের প্রতি রবির ৪০ কলা ৩৬ বিকলা দৃষ্টি।

পুনঃ রবি স্পষ্ট হইতে চন্দ্র স্পষ্ট বাদ দিয়া রাশ্যাদি ৮।২১।১২ হইয়াছে। এস্থলে রবি দ্রষ্টা এবং চন্দ্র দৃশ্য। রবিকে দৃশ্য এবং চন্দ্রকে দ্রষ্টা মনে করিলে দৃশ্য হইতে দ্রষ্টা স্ফুট বিয়োগ করা হইয়াছে। অতএব ২য় খণ্ডানুসারে রাশির নিম্নে ৮ সংখ্যার সমান্তরালে গুণকাঙ্ক। অর্দ্ধ এবং যুক্তাঙ্ক ৩০ আছে। ৩০ অংশ হইতে ২১ অংশ ১২ কলার অর্দ্ধ বিয়োগ করিলে ১৯।২৪ হয়। সুতরাং রবির প্রতি চন্দ্রের দৃষ্টি ১৯ কলা ২৪ বিকলা। এইরূপে প্রত্যেক গ্রহ ও ভাবের প্রতি গ্রহগণের দৃষ্টি গণিত করিয়া বাহির করিতে হয়।

রাশি সংজ্ঞা চক্র।

সংজ্ঞা	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
চরাদি	চর	স্থির	দ্ব্যাত্মক	চর	স্থির	দ্ব্যাত্মক	চর	স্থির	দ্ব্যাত্মক	চর	স্থির	দ্ব্যাত্মক
ক্রূরাদি	ক্রূর	সৌম্য	ক্রূর	সৌম্য	ক্রূর	সৌম্য	ক্রূর	সৌম্য	ক্রূর	সৌম্য	ক্রূর	সৌম্য
স্ত্রীপুমাদি	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
বিষমাদি	বিষম	সম	বিষম	সম	বিষম	সম	বিষম	সম	বিষম	সম	বিষম	সম
ওজাদি	ওজঃ	যুগ্ম	ওজঃ	যুগ্ম	ওজঃ	যুগ্ম	ওজঃ	যুগ্ম	ওজঃ	যুগ্ম	ওজঃ	যুগ্ম
দিবাদি	দিবা	নিশা	দিবা	নিশা	দিবা	নিশা	দিবা	নিশা	দিবা	নিশা	দিবা	নিশা
দ্বিপদাদি	চতুষ্পদ	চতুষ্পদ	দ্বিপদ	কীট	চতুষ্পদ	দ্বিপদ	দ্বিপদ	কীট	দ্বিঃ। চতুঃ	চতুঃজল	দ্বিপদ	জলচর
অগ্ন্যাদি	অগ্নি	পৃথ্বী	বায়ু	জল	অগ্নি	পৃথ্বী	বায়ু	জল	অগ্নি	পৃথ্বী	বায়ু	জল
বর্ণ, জাতি	বৈশ্য	শূদ্র	বৈশ্য	বিপ্র	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	ক্ষত্রিয়	বিপ্র	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	বৈশ্য	বিপ্র
বর্ণ, রং	অরুণ	শুক্ল	অরুণ	পাটল	পাণ্ডু	বিচিত্র	কৃষ্ণ	পিশঙ্গ	পিঙ্গল	কর্ব্বুর	বভ্রু	মলিন
দিক্	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম	উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম	উত্তর
দীর্ঘাদি	হ্রস্ব	হ্রস্ব	সম	সম	দীর্ঘ	দীর্ঘ	দীর্ঘ	দীর্ঘ	সম	সম	হ্রস্ব	হ্রস্ব
অঙ্গুরব	শির	কণ্ঠ	বাহু	হৃদয়	উদর	কটি	বস্তি	গুহ্য	উরু	জানু	জঙ্ঘা	পাদ
রব	অতিরব	অতিরব	সরব	নীরব	অতিরব	সরব	সরব	নীরব	সরব, অতি	অতিরব	সরব	নীরব
বীজাদি	সমবীজ	মধ্যবীজ	নির্বীজ	বহুবীজ	নির্বীজ	নির্বীজ	মধ্যবীজ	বহুবীজ	মধ্যবীজ	মধ্যবীজ	সমবীজ	বহুবীজ

এক্ষণে গ্রন্থান্তর হইতে আর কয়েকটি পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ করিয়া সংজ্ঞাধ্যায় সমাপ্ত করা যাইতেছে।

গ্রহগণের সম্বন্ধ বিচার।

গ্রহগণ পরস্পর চারিপ্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। যথা—

"প্রথমঃ স্থানসম্বন্ধো দৃষ্টিজস্তু দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়স্ত্বেকতো দৃষ্টিস্থিত্যেকত্র চতুর্থকঃ॥"

ইতি বৃহৎ পারাশর।

১ম স্থানসম্বন্ধ, ২য় দৃষ্টি সম্বন্ধ, ৩য় একতর দৃষ্টি সম্বন্ধ এবং ৪র্থ একত্র স্থিতি সম্বন্ধ।

১ম স্থান সম্বন্ধ, ইহাকে অন্যোন্য ক্ষেত্রস্থিতি সম্বন্ধ, বিনিময় সম্বন্ধ এবং মুখ্য সম্বন্ধও কহিয়া থাকে। এই মুখ্য সম্বন্ধ সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। গ্রহদ্বয় পরস্পরের ভাবে অথবা ক্ষেত্রে থাকিলেই এই সম্বন্ধ হইয়া থাকে। মেষ লগ্নে, বৃহস্পতি মকরে এবং শনি ধনু রাশিতে অবস্থিত। এস্থলে নবম ভাবপতি দশম ভাবে এবং দশম ভাবপতি নবম ভাবে অবস্থিত হওয়ায় বিনিময় বা মুখ্য সম্বন্ধ হইল। বৃহস্পতি কুম্ভে এবং শনি মীনে থাকিলেও বিনিময় সম্বন্ধ হয়, কারণ গ্রহদ্বয় পরস্পরের ক্ষেত্রে অবস্থিত; কিন্তু পূর্ব্ব সম্বন্ধাপেক্ষা ইহার তত প্রবলতা নাই। গ্রহদ্বয় পরস্পরের ক্ষেত্রস্থ না হইয়া পরস্পরের বর্গস্থ হইলেও এই মুখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া গণ্য করা যায়।

২য় দৃষ্টিজ সম্বন্ধ। ইহাকে অন্যোন্য দৃষ্টি সম্বন্ধ বা পূর্ণেক্ষণ সম্বন্ধ কহে। গ্রহদ্বয় পরস্পরকে পূর্ণদৃষ্টিতে দৃষ্টি করিলে অর্থাৎ পরস্পর সপ্তমস্থ হইলেই এই যোগ হয়। মঙ্গলের চতুর্থে শনি থাকিলেও শনি মঙ্গলে পূর্ণেক্ষণ সম্বন্ধ হয়; কারণ মঙ্গলের চতুর্থ স্থানে এবং শনির দশম স্থানে পূর্ণদৃষ্টি আছে।

৩য় একতর দৃষ্টি সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধে গ্রহদ্বয়ের মধ্যে একটি অপরকে দেখিবেন, কিন্তু তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইবেন না; কিন্তু এই সম্বন্ধে একটি গ্রহ অপরের ক্ষেত্রস্থ হইবেন। অর্থাৎ গ্রহদ্বয়ের মধ্যে একটি অপরের ক্ষেত্রস্থ হইয়া

ভার্গবে জনুরঙ্গস্থে চাষ্টমে সিংহিকা সুতে।
মস্তকে বাম কর্ণে বা চিহ্ন দর্শন মাদিশেৎ ॥ ৩ ॥

জন্ম-কুণ্ডলীতে ভার্গব লগ্নস্থ এবং সিংহিকা সুত রাহু অষ্টমস্থ হইলে জাতকের মস্তকে অথবা বাম কর্ণে চিহ্ন নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৩ ॥

মদন সদন মধ্যে সিংহিকা নন্দনে বা
স্থরপতি গুরুণা চেদঙ্গরাশৌ যুতে সুঃ।
প্রকথিত মিহ চিহ্নং চাষ্টমে পাপখেটে
কবিরপি গুরুরঙ্গে বাম বাহৌ মুনীন্দ্রৈঃ ॥ ৪ ॥

মুনিপুঙ্গবগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, জন্মকালে রাহুযুক্ত অথবা রাহুর সপ্তমস্থ বৃহস্পতি লগ্নস্থ হইলে, জাতকের বাম বাহুতে চিহ্ন হইয়া থাকে। লগ্নে শুক্র ও বৃহস্পতি এবং অষ্টম স্থানে কোন পাপগ্রহ অবস্থিত হইলেও বাম বাহুতে চিহ্ন হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

লাভারি সহজে ভৌমে ব্যয়ে বা শুক্র সংযুতে।
বামপার্শ্বগতং চিহ্নং বিজ্ঞেয়ং ব্রণজং বুধৈঃ ॥ ৫ ॥

বুধগণ পরিজ্ঞাত আছেন যে, শুক্র সংযুক্ত ভৌম, লাভ (১১) অরি (৬) সহজ (৩) কিম্বা ব্যয় (১২) ভাবস্থ হইলে, জাতকের বাম পার্শ্বে চিহ্ন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

লগ্নে ক্ষিতিসুতে মন্দে শুক্রদৃষ্টে ত্রিকোণভে।
লিঙ্গে গুদসমীপে বা তিলকং সন্দিশেৎ বুধঃ ॥ ৬ ॥

ক্ষিতিসুত মঙ্গল লগ্নস্থ এবং মন্দ (শনি) তাহার ত্রিকোণে অর্থাৎ পঞ্চম কিম্বা নবমস্থানে অবস্থিত হইয়া শুক্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পণ্ডিতগণ জাতকের লিঙ্গে বা গুদ (মলদ্বার) সমীপে তিলক চিহ্ন নির্দ্দেশ করিবেন ॥ ৬ ॥

সুতালয়ে ভাগ্য নিকেতনে বা, কবির্যদা চাষ্টমগৌ জজীবৌ।
শুনৌ চতুর্থে তনুভাবগে বা, তদা সচিহ্নং জঠরং নরস্য ॥ ৭ ॥

শুক্র পঞ্চম কিম্বা নবমস্থানে, বুধ এবং বৃহস্পতি একত্রে অষ্টম স্থানে এবং শনি লগ্নে কিম্বা বন্ধুভাবে অবস্থিত হইলে মনুষ্যের উদর প্রদেশে চিহ্ন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ধনে কবাবষ্টম লগ্নভে বা, দিবাকরে মন্দকুজৌ তৃতীয়ে।
কটিপ্রদেশে প্রবদেন্নরাণাং চিহ্নং বিশেষাদিহ জাতকজ্ঞঃ ॥ ৮ ॥

ধনস্থানে শুক্র এবং তৃতীয় স্থানে শনি ও মঙ্গল অবস্থিত হইলে, জাতক-শাস্ত্রজ্ঞগণ, মনুষ্যের কটি প্রদেশে চিহ্ন বিনির্দ্দেশ করিবেন। দিবাকর অষ্টম ভাবস্থ কিম্বা লগ্নস্থ এবং শনি ও মঙ্গল ঐরূপ সহজস্থ হইলেও জাতকের কটি দেশে চিহ্ন হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পাতালস্থৌ রাহু শুক্রৌ লগ্নে মন্দঃ কুজোঽপি বা।
পাদমূলেঽথবা পাদে বামে চিহ্নং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ৯ ॥

যাহার জন্মকালে রাহু এবং শুক্র পাতালস্থ (চতুর্থভাবগত) এবং শনি কিম্বা মঙ্গল লগ্নস্থ হন, তাহার পাদমূলে অথবা পাদের বাম ভাগে চিহ্ন হইয়া থাকে। কোন কোন পণ্ডিত (পাদে বামে) শব্দে বাম পাদে এই অর্থ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ব্যয়ে গুরৌ বিধৌভাগ্যে লাভারি সহজে বুধে।
গোলকং গুদমধ্যস্থং ব্রণং বা প্রবদেদ্ বুধঃ ॥ ১০ ॥

বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, বৃহস্পতি ব্যয়স্থ, বিধু ভাগ্যস্থ এবং বুধ, লাভ (১১) অরি (৬) কিম্বা সহজ (৩) ভাবস্থ হইলে মানুষের পায়ু (মলদ্বার) মধ্যে গোলক (বাত গোলক, কুল আঁটির ন্যায় রোগ বিশেষ) কিম্বা ব্রণের উৎপত্তি হয় ॥ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

শীতাংশাবরি বিরতিস্থিতে বিনাশঃ
পাপৈঃ স্যাৎ সপদি যুতেক্ষিতেঽপি জন্তোঃ।
অষ্টাব্দৈঃ শুভ খচরৈশ্চ মিশ্রখেটৈঃ
বেদাব্দৈরপি মুনিভির্নিরুক্ত মেতৎ ॥ ৫ ॥

শীতাংশু (চন্দ্র), অরি (৬) কিম্বা বিরতি (৮) স্থান গত হইলে, বালকের মৃত্যু হয়। উক্ত ষষ্ঠস্থ কিম্বা অষ্টম ভাবগত চন্দ্র, কেবল পাপগ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত ও দৃষ্ট হইলে বালক অচিরাৎ প্রাণত্যাগ করিবে। উক্ত চন্দ্র কেবলমাত্র শুভগ্রহ কর্ত্তৃক যুতেক্ষিত হইলে ৮ আট বৎসর কাল জীবিত থাকিবে মাত্র। শুভ এবং পাপ উভয় প্রকার গ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত বা বীক্ষিত চন্দ্র, চারি বৎসরে বালকের বিনাশ সাধন করেন ॥ ৫ ॥

অরি বিরতি গতে শুভে চ দৃষ্টে
বলসহিতেন খলেন মাস মায়ুঃ।
মদন সদনগেঽপি লগ্ননাথে,
খল বিজিতে ধ্রুবমস্য মাসমায়ুঃ ॥ ৬ ॥

যদি কোন শুভগ্রহও কোন পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া (লক্ষণায় যুক্তও বুঝিতে হইবে) জন্ম কুণ্ডলীতে অরি (৬) কিম্বা বিরতি (৮) স্থান গত হন, তাহা হইলে মাস মধ্যে বালকের মৃত্যু হইবে। লগ্নেশ্বর কোন পাপগ্রহ সহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মদন (৭ম) ভাবগত হইলেও বালকের মাস মাত্র আয়ুঃ নির্ণয় করিবে।

উক্ত পাপ পীড়িত সপ্তম ভাবগত লগ্ননাথ, পুনঃ দুর্ব্বল কিম্বা নীচস্থ হইলে বালক নিশ্চয়ই মাসমধ্যে প্রাণত্যাগ করিবে ॥ ৬ ॥

কৃশ শশিনি তনৌ খলেঽষ্টকেন্দ্রে,
মৃতিরথ শীতরুচৌ খলান্তরালে।
মুনিহিবুক লয়স্থিতেঽপি লগ্নে,
মুনিলয়গৈশ্চ সহাম্বয়া খলৈঃ স্যাৎ ॥ ৭ ॥

(৮) স্থান গত হইলে অর্থাৎ শনি দ্বাদশে, রবি ভাগ্যে, চন্দ্র লগ্নে এবং মঙ্গল অষ্টমে থাকিলে, বালকের মৃত্যু হইবে। মুনীন্দ্রগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, এই মৃত্যুযোগে বলবান্ সুরপুরোহিতের (গুরুর) দৃষ্টি থাকিলে জাতকের মৃত্যু হইবে না। উপলক্ষণে এই বুঝিতে পারা যায় যে, উক্ত যোগে কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে কেবল পীড়াকর হয় মাত্র, নিশ্চয় মৃত্যু নহে। এইরূপ স্থলে শান্তি কার্য্যা ॥ ১১ ॥

লয়-মার-লগ্ন-নব-ধী-ব্যয়গঃ,
খলখেচরেণ সহিতঃ সিতগুঃ।
অবলোকিতো ন হি যুতশ্চ শুভৈ-
র্নিয়তং ভবেৎ স মরণায় তদা ॥ ১২ ॥

কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগবিহীন সিতগু (চন্দ্র) খল খেচর (পাপ-গ্রহ) সহ সংযুক্ত হইয়া, লয় (৮) মার (৭) লগ্ন, নব, ধী (৫) কিম্বা ব্যয় ভাবগত হইলে জাতকের শীঘ্র-মৃত্যুর নিমিত্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

বলি-যোগ-কারক-খগাশ্রিতভে,
জনিভে তনাবপি যদাস্তিবিধুঃ।
বলসংযুতঃ খলজ-দৃক্-সহিতঃ
শরদন্ত এব মৃতিদঃ স তদা ॥ ১৩ ॥

উপরে যে সমস্ত অরিষ্ট যোগ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রায়ই মৃত্যুর কোন নির্দ্দিষ্ট সময় লিখিত হয় নাই। এই শ্লোকে সেই অরিষ্ট যোগজাত মৃত্যুর সময় কিয়ৎপরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

বলবান্ অরিষ্ট-যোগ-কারক-গ্রহ জন্ম কুণ্ডলীতে যে যে রাশিতে অবস্থিত থাকেন, চন্দ্র যখন ঘুরিতে ঘুরিতে সেই রাশিতে, জন্ম রাশিতে (জনিভে) কিম্বা জন্মলগ্নে আসিয়া উপস্থিত হইবেন এবং তথায় কোন বলবান্ পাপ-গ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিবে, এক বৎসরের মধ্যে সেই সময়েই জাতক অরিষ্ট ফল ভোগ করিবে ॥ ১৩ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ পিত্রাদ্যরিষ্টাধ্যায়শ্চতুর্থঃ।

আদিত্যাৎ দশমে পাপঃ পীড়িতো দশমাধিপঃ।
তদা পিতুর্মহাকষ্টং নিধনং বেতি কীর্ত্তিতম্॥ ১॥

জন্ম কুণ্ডলীতে যে রাশিতে রবি আছেন, তাহার দশম স্থানে যদি কোন পাপগ্রহ থাকেন এবং জন্ম লগ্নের দশমাধিপতি যদি কোন পাপগ্রহ সহ সংযুক্ত (পীড়িত) থাকেন, তাহা হইলে জাতকের পিতা মহাকষ্ট প্রাপ্ত হইবে। এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে॥ ১॥

দিনপতৌ নবমে হরিভে যদা
সহজহানিরবশ্য মিহাঙ্গিনাম্।
ধনগতে রবিজে তনুগে গুরা-
বগুরুগে জননী ন হি জীবতি॥ ২॥

দিনপতি যদি সিংহরাশিস্থ (হরিভে) হইয়া জন্ম লগ্নের নবমস্থ হন, তাহা হইলে জাতকের অবশ্যই সহজ (সহোদর) হানি হইবে। ধনু লগ্ন জাতকেরই কেবল সিংহস্থ সূর্য্য নবমভাবস্থ হইতে পারেন। রবিজ (শনি) ধনভাব গত এবং অগুরুগ (অর্থাৎ নীচস্থ, দুর্ব্বল, অস্তগত পাপপীড়িত কিম্বা শত্রু বর্গস্থ) বৃহস্পতি লগ্নগত হইলে জাতকের মাতা জীবিত রহে না॥ ২॥

সুরগুরৌ ধনভাবগতে যদা
কুজযুতে শনিনাপি চ জন্মিনাম্।
অগুযুতে সহজে সহজাসুখং
নিগদিতং যবনৈঃ প্রথমোদিতম্॥ ৩॥

কুজ এবং শনি যুক্ত সুরগুরু (বৃহস্পতি) ধনভাব গত এবং সহজ ভাব রাহু (অগু) যুক্ত হইলে ভ্রাতৃ সম্বন্ধীয় অসুখের উৎপত্তি হয়; যবনাচার্য্য

গণও পূর্ব্ব ঋষিগণের এই মত (প্রথমোদিতং) সমর্থন করিয়াছেন। প্রত্যেক যোগেই গ্রহগণের বলাবল দেখিয়া ফল নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই যোগে শনি বা মঙ্গল অষ্টমেশত্ব দোষে দূষিত হইলে ভ্রাতৃগণের বিনাশ বুঝিতে হইবে। শনির পূর্ণদৃষ্ট ভ্রাতৃভাবস্থ রাহু ভ্রাতৃগণের কখনই শুভ সাধন করিতে পারেন না, এটি নিশ্চয় ॥ ৩ ॥

অরিনিকেতনগেহবনিনন্দনে
ভবতি রাহুযুতে নিধনে শনৌ।
নিগদিতং সহজো জনিমাত্রতো
যমপুরং ব্রজতীতি-পুরাতনৈঃ ॥ ৪ ॥

পুরাতন পণ্ডিতগণ কহিয়া গিয়াছেন যে, অবনি-নন্দন (মঙ্গল) অরিনি-কেতন গত (ষষ্ঠস্থ) এবং রাহুযুক্ত শনি নিধন স্থানে অবস্থিত হইলে জন্মিবা-মাত্রই জাতকের সহজ যমপুরে গমন করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ভবতি যদি শশাঙ্কঃ পাপয়ো রন্তরালে
জন্তুষি সুখনগস্থৈঃ পাপখেটৈঃ শশাঙ্কাৎ।
বিধুরপি বলহীনো নষ্টকান্তির্জনন্যা
নিধনমপি বিশেষাদাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বতন আচার্য্য পুঙ্গবগণ বিশেষরূপে কহিয়া গিয়াছেন যে, শশাঙ্ক যদি পাপগ্রহদ্বয়ের অন্তরালে অবস্থিত, বলহীন এবং নষ্টকান্তি (ক্ষীণ) হন এবং তাঁহা হইতে (চন্দ্র হইতে) চতুর্থ (সুখ) এবং সপ্তম (নগ) ভাব, পাপগ্রহ যুক্ত হয়, তাহা হইলে জাতকের মাতার নিধন নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৫ ॥

যদা পাপখেচারিণো জন্মকালে
ধরানন্দনাক্রান্তভাবাৎ সহোত্থে।
তদৈবাস্য নাশং সহোত্থস্য ধীরা
মণিত্থাদয়ঃ প্রাহুরাচার্য্যমুখ্যাঃ ॥ ৬ ॥

মণিত্থ প্রভৃতি মুখ্য আচার্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, জন্ম কুণ্ডলীতে ধরানন্দন-মঙ্গল যে ভাবে অবস্থিতি করেন, সেই ভাব হইতে সহোত্থ অর্থাৎ তৃতীয় রাশিতে যদি পাপ খেচরগণ অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে জাতকের সহোদরের (সহোত্থ) জীবন (অসু) বিনষ্ট হইবে ॥ ৬ ॥

বুধরাতিভাবে তু পাপাভবন্তি
বৃতং জ্ঞোঽপি নীচাশ্রিতো নষ্টবীর্য্যঃ।
তদা মাতুলানাং বিনাশো বিশেষা-
দিতি প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যা নরাণাম্ ॥ ৭ ॥

আচার্য্যবর্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, বুধ হইতে অরাতিভাবে অর্থাৎ বুধাধিষ্ঠিত রাশি হইতে ৬ষ্ঠ স্থানে যদি পাপগ্রহ থাকেন এবং বুধ স্বয়ং যদি নষ্টবীর্য্য (বলহীন) পাপমধ্যগত (অথবা পাপযুক্ত) কিম্বা নীচাশ্রিত (নীচ রাশি বা নীচ নবাংশগত) অর্থাৎ মীন রাশিস্থ বা মীন রাশির নবাংশগত হন, তাহা হইলে বিশেষতঃ মনুষ্যের মাতুলের বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বৃহস্পতেঃ পঞ্চমভাবসংস্থা মহীজমন্দাগুদিবাকরাশ্চেৎ।
গুরোরপত্যাধিপতিঃ সপাপস্তদাত্মজানাংবিরতিং বদন্তি ॥ ৮ ॥

বৃহস্পতির পঞ্চম স্থানে যদি মহীজ, (মঙ্গল) মন্দ (শনি) অগু (রাহু) কিম্বা দিবাকর অবস্থিতি করেন, এবং বৃহস্পতির পঞ্চম স্থানপতি পাপান্বিত (পাপগ্রহ যুক্ত) হন, তাহা হইলে মনুষ্যের পুত্রগণের বিরতি (গ্রহগণের অবস্থানুসারে মৃত্যু অথবা পুত্রহীনতা) নির্দ্দেশ করিবে ॥ ৮ ॥

চেৎ কবে রন্ধ্রনাগারগামীকুজাতো
বিনাশোঽঙ্গনায়াঃ সপাপো নিরুক্তঃ।
নৈধনে মন্দতঃ পাপখেটা বলিষ্ঠা
নৃণাং নৈধনং সত্বরং সন্দিশন্তি ॥ ৯ ॥

পাপযুক্ত কুজাত (মঙ্গল) যদি কবির অঙ্গনাগামী অর্থাৎ শুক্রাধিষ্ঠিত

রাশি হইতে সপ্তম ভাবগত হন, তাহা হইলে জাতকের অঙ্গনাবিনাশ কীর্ত্তন করিবে। শনি হইতে নৈধনে অর্থাৎ অষ্টম স্থানে বলিষ্ঠ পাপগ্রহ থাকিলে মনুষ্যের সত্বরই নিধন হইবে জানিবে ॥ ৯ ॥

চতুর্থাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথারিষ্টভঙ্গাধ্যায়ঃ পঞ্চমঃ।

ভবতীন্দুরথো শুভান্তরালে পরিপূর্ণঃ কিরণৈশ্চ জন্মকালে।
বিনিহন্তি তথাশু দোষসঙ্ঘানিভসঙ্ঘানিব কেশরীবলিষ্ঠঃ ॥ ১ ॥

বলিষ্ঠ কেশরী যে প্রকারে করিকুম্ভ বিমর্দ্দিত করিয়া থাকে, সেইরূপ শুভগ্রহ মধ্যবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্রও অরিষ্ট দোষ সমূহের বিনাশ সাধন করেন ॥ ১ ॥

যদি জন্মুষি নিশাকরোঽরিভাবে
গুরু-কবিচন্দ্রজ-বর্গগো বিশেষাৎ।
শময়তিবহুকষ্টজালমদ্ধা
মুরহরনাম যথাঽঘ-সঙ্ঘ-তাপম্ ॥ ২ ॥

মুরনামক দৈত্যের নিধন কর্ত্তা মধুসূদনের মুরহর নামে যেরূপ অঘ-সঙ্ঘ-সন্তাপ প্রশমিত হয়, সেইরূপ বৃহস্পতি, শুক্র কিম্বা চন্দ্রপুত্রের দ্রেক্কাণ নবাংশ প্রভৃতি বর্গস্থিত চন্দ্র, জন্ম-কুণ্ডলীতে ৬ষ্ঠ ভাবগত হইলেও অরিষ্ট জাত কষ্ট সমূহ প্রশমন করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

যদি সকলনভোগবীক্ষমাণো
লসিততনুর্জ্জনুরিন্দুরেব সদ্যঃ।
দিবচরজনিতং নিহন্তিদোষং
খগপতিরাশু যথা ভুজঙ্গজালম্ ॥ ৩ ॥

খগপতি গরুড় ক্ষণ মধ্যে যে রূপ ভুজঙ্গ সমূহকে (জাল) বিনাশ করিয়া,

হন, তাহা হইলে গঙ্গাজলে যেরূপ পাপ রাশি (অঘজাল) বিনষ্ট হয়, সেই-রূপ সমুদায় অরিষ্ট মালা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ভবতি হি জন্তুরঙ্গপো বলিষ্ঠঃ
সকলশুভৈরবলোকিতোঽপি ন পাপৈঃ ॥
ইহমৃতিমপহায় দীর্ঘমায়ু-
র্বিতরতি বিত্তসমুন্নতিং বিশেষাৎ ॥ ৭ ॥

যদি জন্মলগ্নপতি (জন্তুরঙ্গপো) বলিষ্ঠ এবং সকল শুভগ্রহ কর্ত্তৃক অব-লোকিত হন এবং তদুপরি যদি কোন পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে তিনি জাতকের মৃত্যু অপহার করিয়া বিশেষ রূপে ধন সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

সুরপতিগুরুরঙ্গধামগামী
নিজপদগোঽপি চ তুঙ্গতামুপেতঃ।
বহুতরখগজং নিহন্তিদোষং
হরিরিভযূথমুপাগতং হি যদ্বৎ ॥ ৮ ॥

সিংহ (হরি) যেরূপ সমাগত হস্তী (ইভ) যূথকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, সেইরূপ তনুভাব গত (অঙ্গধামগামী) ইন্দ্রগুরু বৃহস্পতি, স্বক্ষেত্রস্থ স্বনবাংশ গত, উচ্চ রাশিগত কিম্বা উচ্চ নবাংশ গত হইলে গ্রহজনিত সমুদায় দোষ বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

গুরুসিতবুধবর্গগা হি পাপাঃ
সকলশুভৈরবলোকিতা যদি স্যুঃ।
খগকৃতমপি বারয়ন্তি রিষ্টং
তৃণরাশীনিব বহ্নিবিন্দুরেকঃ ॥ ৯ ॥

যেরূপ একবিন্দু অগ্নিকণায় তৃণরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ বৃহস্পতি শুক্র কিম্বা বুধের দৃকাণাদি বর্গ গত পাপ গ্রহগণও কেবল মাত্র শুভগ্রহ কর্ত্তৃক অবলোকিত হইলে গ্রহকৃত সমুদায় রিষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

(৩শ) সহজস্থ, লগ্নস্থ, ধনস্থ, ব্যয়স্থ, কিম্বা সুতস্থ হইলে মনুষ্যের পুত্র হানি করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

শুক্রাঙ্গারনিশাকরা দ্বিতনুগাঃ সন্তানসৌখ্যং নৃণা-
মাদৌ সংজনয়ন্তি জন্মসময়ে চাপং বিনাপ্রায়শঃ।
মীনে বা ধনুষি প্রমাণপটবঃ সন্তান ভাবে যদা
সন্তানং ন তদামনন্তি বিবুধাঃ পুংসাং বিশেষাদিহ ॥ ৫ ॥

জন্ম সময়ে শুক্র, অঙ্গার (মঙ্গল), এবং নিশাকর ধনুরাশি (চাপ) ব্যতীত অন্য দ্বিস্বভাব (দ্বিতনু) রাশিগত হইলে অল্প বয়সেই মনুষ্যের সন্তানের মুখ সন্দর্শন সুখ উপস্থিত হয়। প্রমাণপটু বিবুধগণ বলিয়া থাকেন যে, পঞ্চম ভাব, বৃহস্পতির ক্ষেত্র ধনু কিম্বা মীন রাশিগত হইলে, জাতক পুত্রোৎপত্তি সুখ প্রাপ্ত হয় না ॥ ৫ ॥

অর্কে কর্কগতে হরৌ ভৃগুসুতে মন্দে তুলায়ামজে
চন্দ্রে যস্য নরস্য জন্মসময়ে বীর্য্যচ্যুতোঽসৌ ভবেৎ।
লগ্নে চন্দ্রযুতে গুরৌ রবিসুতে পুত্রেঽপি বীর্য্যচ্যুতো
জীবেঽঙ্গে সরবৌ মৃতাবপি কুজে ক্লীবর্ক্ষগে কণ্টকে ॥৬॥

এই শ্লোকে মনুষ্যের পুত্রোৎপত্তি বাধক তিনটি যোগ বর্ণিত হইয়াছে। ১ম, জন্মকালে সূর্য্য কর্কট রাশিতে, ভৃগুসুত (শুক্র) সিংহ (হরি) রাশিতে শনি (মন্দ) তুলা রাশিতে এবং চন্দ্র মেষ (অজ) রাশিতে অবস্থিত হইলে মনুষ্য বীর্য্যচ্যুত (ক্লীব কিম্বা স্বল্পরেতাঃ) হইয়া থাকে। ২য়, চন্দ্রযুক্ত বৃহস্পতি জন্মকুণ্ডলীতে লগ্নস্থ এবং সূর্য্যসুত শনি সন্তান ভাবগত হইলে, মনুষ্য বীর্য্য হীন হয়। ৩য়, বৃহস্পতি সূর্য্যসহ সংযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ (অঙ্গ) এবং কুজ অষ্টম (মৃতি) ভাবগত হইলেও পুরুষ শুক্রবিহীন হইয়া থাকে। এই কয় যোগে শুক্র-ক্ষীণতাবশতঃ মনুষ্যের সন্তান হয় না ॥ ৬ ॥

কন্যারাশি গতে লগ্নে বুধমন্দাবলোকিতে।
শনিক্ষেত্র গতে শুক্রে বীর্য্যহীনো নরো ভবেৎ ॥ ৭ ॥

১ম, অঙ্গাধিপ অর্থাৎ লগ্নেশ্বর শত্রু গৃহস্থ কিম্বা শত্রু গ্রহের সহিত সংযুক্ত হইয়া শনি এবং চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মনুষ্য বিপুত্র হইবে। ২য়, শনি ষষ্ঠ ভাবস্থ হইয়া বুধ সূর্য্য এবং চন্দ্র এই গ্রহত্রয় কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক অপুত্রক হইবে। ৩য়, শনি কোন পাপগ্রহ কর্ত্তৃক সংদৃষ্ট হইয়া লগ্নস্থ হইলেও মনুষ্য পুত্র বর্জ্জিত হইবে॥ ১২॥

মন্দালয়েঽর্কে খলদৃষ্টি যুক্তে লগ্নেঽপি বা পাপখগস্য বর্গে।
অপত্যহানিঃ কুলদেবকোপাৎ পুরাতনৈ রঙ্গভৃতাং নিরুক্তা॥ ১৩॥

পুরাতন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, সূর্য্য কোন পাপগ্রহের দৃষ্টিযুক্ত হইয়া মন্দালয়ে অর্থাৎ শনির ক্ষেত্র মকর কিম্বা কুম্ভ রাশিতে অবস্থিত হইলে কুল-দেবতার কোপে মনুষ্যের অপত্যহানি হইয়া থাকে। সূর্য্য, কোন পাপগ্রহের ক্ষেত্র দৃকাণাদি ষড়বর্গের কোন বর্গস্থ হইয়া লগ্নগত হইলেও জাতক উক্ত ফল প্রাপ্ত হয়॥ ১৩॥

অপত্যভাবে যদি মঙ্গলস্যাদপত্যরাশিং বিনিহন্তি সদ্যঃ।
অস্তাংশগে পাপযুতে সুতেশে তদা ন সন্তান সুখং বদন্তি॥ ১৪॥

জন্ম সময়ে মঙ্গল অপত্য ভাবস্থ হইলে মনুষ্যের সমুদায় সন্তানই বিনষ্ট করিয়া থাকেন। সুতেশ অর্থাৎ পঞ্চম ভাবপতি, পাপগ্রহ সহ সংযুক্ত হইয়া অস্তাংশের মধ্যবর্ত্তী হইলেও মনুষ্য সন্তানসুখ প্রাপ্ত হয় না। (গ্রহগণের অস্তমন সংজ্ঞাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে)। পঞ্চমেশ অস্তগত এবং পাপযুক্ত হইলেই মনুষ্য পুত্রোৎপত্তি সুখে বঞ্চিত হয়॥ ১৪॥

গুরোঃ সুতাগারপতিঃ সপাপো বলেন হীনো মনুজো বিপুত্রঃ।
অরাবপায়ে নিধনে তদীশঃ সুতেন হীনো মনুজস্তদানীম্॥ ১৫॥

বৃহস্পতি যে রাশিতে অবস্থিত আছেন, তাহা হইতে পঞ্চম রাশির অধিপতি বলহীন এবং পাপসংযুক্ত হইলে মনুষ্য বিপুত্রক হইয়া থাকে। তদীশ্বর অর্থাৎ উক্ত পঞ্চমরাশির অধিপতি যে রাশিতে অবস্থিত, তদ্রাশিপতি অরি (৬) অপায় (১২) কিম্বা নিধন (৮) ভাবে অবস্থিত হইলেও মনুষ্য পুত্রহীন হইয়া থাকে॥ ১৫॥

যদি জন্মকালে তুঙ্গী অর্থাৎ কর্কট রাশিস্থ বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থ হন অর্থাৎ লগ্নে কিম্বা তাহা হইতে ৪।৭।১০ গৃহে অবস্থিতি করেন এবং দানবগুরু শুক্র যদি দশম ভাবগত হন, তাহা হইলে জাতকের নামাঙ্কিত মুদ্রা, আসমুদ্র ক্রীড়া করিয়া বেড়াইবে। (লগ্ন, চর রাশিগত হইলেই এই রাজযোগ সম্ভব হইতে পারে)। চন্দ্রযুক্ত বৃহস্পতি কর্কটস্থ কিম্বা ধনুরাশিগত হইলে এবং দিনমণি কিম্বা বুধ তুঙ্গী হইলে অথবা কোন বলবান্ গ্রহ লগ্নস্থ হইলে মনুষ্য রাজ পদ প্রাপ্ত হইবে॥ ২ ॥

গুরাবঙ্গে কর্কে মদন সুখভাবে দিনমণেঃ
সুতে শুক্রে বক্রে প্রভবতি জনের্যস্য সময়ঃ।
মহাম্ভোধের্নীরং গমনসময়ে তস্য করিণাং
চলদ্ ঘণ্টানাদাদ্ ব্রজতি চপলত্বং হি পরিতঃ॥ ৩ ॥

যাহার জন্ম সময়ে কর্কট রাশিগত (উচ্চস্থ) বৃহস্পতি লগ্নে অবস্থিতি করেন, সূর্য্যপুত্র শনি লগ্ন হইতে সপ্তম (মদন) কিম্বা চতুর্থ (সুখ) স্থানে অবস্থিতি করেন এবং শুক্রাচার্য্য বক্রগামী থাকেন, তাহার হস্তীযূথের গমন সময়ে তাহাদিগের গলদেশে দোদুল্যমান ঘণ্টারণৎকারে মহাসাগরের সলিল পর্য্যন্তও চতুর্দ্দিকে বিচলিত হইয়া উঠে॥ ৩ ॥

অজে জীবাদিত্যৌ দশমভবনে ভূমিতনয়
স্তপঃ স্থানে শুক্রো বুধবিধুযুতো যস্য জননে।
গজানামালীর্ভির্বিজয়গমনে তস্য সহসা
সমাক্রান্তা পৃথ্বী ব্রজতি চকিতা মোহপদবীম্॥ ৪ ॥

যাহার জন্মসময়ে বৃহস্পতি ও সূর্য্য মেষ রাশিতে, মঙ্গল জন্ম লগ্ন হইতে দশম স্থানে এবং শুক্র, বুধ ও চন্দ্রসহ সংযুক্ত হইয়া তপঃস্থানে (৯মে) অবস্থিতি করেন, শত্রু বিজয়ার্থ গমনকালীন তাহার হস্তীযূথ কর্ত্তৃক সমাক্রান্তা পৃথিবী চকিত হইয়া মোহপদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৪ ॥

কন্যাঙ্গে সবুধে ঝসে সুরগুরৌ ভূপুত্রসূর্য্যাবলৌ
মন্দে কর্কগতে শরাসন গতে শুক্রে বদীয়া জনিঃ।
তস্যালং শিরসা বহন্তি বসুধাধীশাঃ সদা শাসন
মানন্দাদ্ বিকচারবিন্দ-কলিকা-মালামিব প্রায়সঃ ॥ ৫ ॥

যাহার কন্যালগ্নে জন্ম হয়, যদি তাহার লগ্নে বুধ, মীন রাশিতে (ঝসে) অর্থাৎ লগ্নের সপ্তমে সুরগুরু, কর্কট রাশিতে (একাদশে) শনি, ও ধনু (শরাসন) রাশিতে (চতুর্থে) শুক্র অবস্থিতি করেন এবং মঙ্গল ও সূর্য্য (বৃশ্চিক রাশিতে) অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে বসুধাধিপগণ বিকচ-কমল-কলিকাগ্রথিত মালার ন্যায় তাহার আদেশ (অলং) সর্ব্বদা মস্তকে বহন করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

ভাগ্যে ভানুসুতো মৃগে ধরণিজো জীবজ্ঞশুক্রাঃ সুতে
তিষ্ঠন্তিপ্রবলা দিবাকরকরব্যাসঙ্গমুক্তা যদা।
তত্রোদ্ভূতজনস্য যান সময়ে প্রোত্তুঙ্গবাজিব্রজ
ব্যস্তন্যস্ত পদপ্রচার রজসাচ্ছন্নো নভোমণ্ডলম্ ॥ ৬ ॥

যদি জন্ম লগ্ন হইতে ভাগ্যে অর্থাৎ নবম স্থানে শনি, সুতে অর্থাৎ পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতি বুধ এবং শুক্র, এবং মকর রাশিতে (উচ্চ) মঙ্গল অবস্থিত থাকেন এবং তাহারা যদি বলবান্ ও উদিতাবস্থায় থাকেন. (অর্থাৎ অস্তগত না হন) তাহা হইলে এই যোগ জাত ব্যক্তির গমন সময়ে, প্রোত্তুঙ্গ দেহ অশ্বগণের দ্রুতগমন কালীন পদ প্রক্ষেপোদ্ভূত ধূলিরাশিতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইবে।

যদি তুলামকরাজকুলীরভে রবিমুখাঃ সকলা বিলসন্তি চেৎ।
ইহ চতুষ্কমহোদধি সংজ্ঞকঃ সুরপতেঃ সমতাং তনুতে নৃণাম্ ॥ ৭ ॥

জন্মকালে রবি প্রভৃতি সপ্তগ্রহই তুলা, মকর, মেষ (অজ) এবং কর্কটে অবস্থিত থাকিলে, অর্থাৎ সমুদায় গ্রহ চর রাশিগত হইলে, জাতক চারি সমুদ্রান্ত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইবে এবং পৃথিবীতে দেবরাজের তুল্যতা লাভ করিবে ॥ ৭ ॥

ধিরাজ হইবে এবং গর্জ্জনকারী কুঞ্জর এবং অশ্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ স্থানে উপবেশন করিবে॥ ১২॥

অজে সিংহে কন্যা কলস মিথুনান্ত্যালিতুরগে
সমাজঃ খেটানামিহভবতি জন্মন্যপি নরঃ।
চতুশ্চক্রে যোগে সকলসুখভোগেন মিলিতো
মহীপালামালী মুকুটমণিপালী বিজয়তে॥ ১৩॥

জন্মকালে খেট সমাজ (সমুদায় গ্রহ), মেষ, সিংহ, কন্যা, কুম্ভ, (কলস) মীন (অন্ত্য), বৃশ্চিক (অলি) এবং ধনু (তুরগ) রাশিতে অবস্থান করিলে তাহাকে চতুশ্চক্র যোগ কহে। এই চতুশ্চক্র যোগে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্য সকল প্রকার সুখ ভোগের সহ মিলিত হইয়া মহীপতি বৃন্দের মুকুটমণি শ্রেণী (পালী) জয় করিয়া লইবে॥ ১৩॥

একৈকেন খগেন জন্মসময়ে সৈকাবলীকীর্ত্তিতা
মুক্তালীব সমস্তভূপ মুকুটালঙ্কারচূড়ামণিঃ।
তজ্জাতো রিপুপুঞ্জ ভঞ্জনকরী গন্ধর্ব্বদিব্যাঙ্গনা-
বৃন্দানন্দপরো গুণব্রজধরো বিদ্যাকরো মানবঃ॥ ১৪॥

মুক্তামালার ন্যায় পর পর নয়টী রাশিতে নয়টী গ্রহ অবস্থান করিলে তাহাকে একাবলী যোগ কহে। এই যোগ জাত মানব, সমস্ত রাজন্যবর্গের মুকুটালঙ্কার চূড়ামণি স্বরূপ, রিপুবৃন্দ বিনাশক, গন্ধর্ব্বকন্যা এবং দিব্যাঙ্গনা গণের আনন্দদায়ক, নানাবিধ গুণশালী এবং বিদ্যার আকর হইয়া থাকেন। (আট কিম্বা সাত গ্রহ ক্রমান্বয়ে পর পর রাশিতে মালাকারে গ্রথিত থাকিলেও একাবলী যোগ হইয়া থাকে॥ ১৪॥

কুলীরে কন্যায়ামনিমিষধনুর্যুগ্মভবনে
জন্তুঃকালে যস্য প্রভবতি নভোগো রবিমুখঃ।
প্রচণ্ডপ্রোত্তুঙ্গপ্রবলরিপুহন্তা ক্ষিতিপতিঃ
সমন্তাদাধিক্যং ব্রজতি ধনদানেন মহতাম্॥ ১৫॥

বলীপুণ্যস্বামী দশমভবনাধীশভবনে
তপঃ স্বাম্যাগারে ভবতি দশমেশোঽপি ভবিনাম ।
তদা গর্জ্জদ্দন্তাবল নিকরঘণ্টা ঘনরবৈ·
র্দ্দিগন্তং বিত্রস্তা বিজয়গমনে যাত্যরিগণাঃ ॥ ১৮ ॥

যাহার জন্ম কুণ্ডলীতে বলশালী নবমেশ্বর দশমেশ্বরের গৃহে এবং দশমেশ্বর নবমেশ্বরের (তপঃস্বামী) গৃহে অবস্থান করেন, শত্রু বিজয়ার্থ গমন কালে তাহার দন্তীযূথের ঘন ঘন ঘণ্টারবে বিত্রস্ত হইয়া অরিগণ দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করে। দশমেশ নবমে এবং নবমেশ দশমে থাকিলেই এই যোগের প্রবলতা ঘটে। রবি ও চন্দ্র ব্যতীত প্রত্যেক গ্রহের দুই দুই ক্ষেত্র আছে। সুতরাং যোগ কারক গ্রহদ্বয় নবম ও দশম স্থান ব্যতীত নবমেশ্বর ও দশমেশ্বরের অপর গৃহে অবস্থিতি করিলেও, এই যোগ সংঘটিত হয়। কিন্তু যোগের ততদূর প্রবলতা থাকে না ॥ ১৮ ॥

ভবেদঙ্গাধীশো জনন সময়ে পুণ্যভবনে
তথা কর্ম্মস্বামী ভবতি চ বিলগ্নে জনিমতাম্ ।
তদা গর্জ্জদ্দন্তাবল কলভবাজি ব্রজপদৈঃ
সমাক্রান্তা পৃথ্বী ব্রজতি গমনে মোহপদবীম্ ॥ ১৯ ॥

যাহার জন্মকালে অঙ্গাধীশ (লগ্নপতি) পুণ্যভবনে (৯ম), এবং কর্ম্মেশ্বর (১০ম) লগ্নে অবস্থিতি করেন, তাহার গমন সময়ে গর্জ্জনকারী হস্তী করভ এবং বাজিবৃন্দের পদভরে সমাক্রান্ত হইয়া পৃথিবী মোহ পদ প্রাপ্ত হন্ ॥ ১৯ ॥

যদা রাজ্যস্বামী নবমসুত কেন্দ্রেঽর্থভবনে
বলাক্রান্তো যস্য প্রভবতি স বীরো নরবরঃ ।
সদা কাব্যালাপী নবমণিকলাপী বহুবলী
তুরঙ্গালী দন্তাবল কলভগন্তা ধনপতিঃ ॥ ২০ ॥

জন্মকালে রাজ্যেশ্বর, নবমে, সুত (৫) স্থানে, কেন্দ্রে অথবা অর্থভবনে

পতি, চন্দ্রের কান্তি প্রাপ্ত হইয়া দেব লোকাংশগত হইলে মনুষ্য গো; গজ তুরঙ্গ শ্রেণীতে সুশোভিত এবং রত্ন পরিপূর্ণ পৃথ্বীশ্বর হইবে ॥ ২৩ ॥

যদা যানে মানে ভবতি মদনে বাসবগুরৌ
স্বতুঙ্গে বা পঙ্কেরুহনিকর বন্ধাবপি ভৃশম্।
ভয়ত্রাতা দাতা নিগমবিহিতাচারচতুরো
গুণব্রাতৈর্নম্রো ধনপতিসমানো বিজয়তে ॥ ২৪ ॥

বাসবগুরু (বৃহস্পতি) তুঙ্গস্থ হইয়া জন্মলগ্ন হইতে চতুর্থ, দশম কিম্বা সপ্তম রাশিতে অবস্থিত হইলে এবং চন্দ্র তৎসহ সংযুক্ত থাকিলে জাতক, ভয়ত্রাতা, নিগমাদি শাস্ত্রবিহিত আচার নিরত, নানাবিধ গুণে নম্র এবং ধনে কুবের সদৃশ হইয়া বিজয় লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥

সামান্য রাজযোগাঃ।

এতেষু যোগেষু নরো নৃপালো ভবেদলং নীচকুলপ্রজাতঃ।
নৃপালবালোঽপি চ বক্ষমাণৈঃ সুযোগজাতৈ রিতি সংপ্রবক্ষ্যে ॥২৫॥

পূর্ব্বে যে চতুর্ব্বিংশতি রাজযোগ কথিত হইল, নীচকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে নরপাল হইবে। রাজপুত্রগণ পশ্চাল্লিখিত সুযোগে জন্মগ্রহণ করিলে রাজত্ব লাভ করিবে। (সাধারণ মনুষ্য সৌভাগ্য-শালী হইবে মাত্র)। ২৫ ॥

মৃগে বিলগ্নে রবিজে কুলীরে দিবাকরে চন্দ্রযুতে প্রসূতৌ।
কুজে যদায়ে ভৃগুজেঽষ্টমস্থে ভবেন্নৃপালো নৃপবংশজাতঃ ॥২৬॥

মকর (মৃগ) লগ্ন জাতকের জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কর্কটরাশিস্থ, সূর্য্য চন্দ্রমা সহ সংযুক্ত, মঙ্গল আয় অর্থাৎ বৃশ্চিক রাশিস্থ এবং শুক্র অষ্টমস্থ (সিংহরাশি) হইলে নৃপ বংশজাত বালক নরপাল হইবে ॥ ২৬ ॥

যোগে জন্মগ্রহণ করে। এই যোগ-জাত ব্যক্তি রাজশ্রী এবং রাজছত্র প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩ ॥

যদা জীবো লগ্নে মকরমপহায় প্রবসতি
তদালং ভূপালং নৃপতিকুলবালং জনয়তি।
ভবত্যেবং চন্দ্রো জনুষি জনুরঙ্গং চ কলয়া
পরিক্রান্তঃ কেন্দ্রে নরপতিসুতং ভূপতিবরম্ ॥ ৩৪ ॥

জন্মকালে বৃহস্পতি মকর রাশি ভিন্ন (নীচস্থ না হইয়া) অন্য কোন রাশিতে অবস্থান করিয়া লগ্নস্থ হইলে রাজ কুলোৎপন্ন ব্যক্তি রাজা হইবে। ঐরূপ (অনীচস্থ) চন্দ্র সমুদায় কলাযুক্ত (পূর্ণ) হইয়া লগ্নস্থ কিম্বা অপর কোন কেন্দ্রস্থ হইলে রাজবংশ জাত ব্যক্তি ভূপতি শ্রেষ্ঠ হইবে। অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র বৃশ্চিক ভিন্ন অপর রাশিস্থ হইয়া কেন্দ্রস্থ হইলেই এই রাজযোগ হয় ॥ ৩৪ ॥

সুখাগারস্বামী ভবতি নবমে বাথ দশমে
সুখে বা লগ্নে বা হিতলব গতো বা শুভখগৈঃ।
যুতো দৃষ্টো দন্তাবলতুরগ যানেন নিতরাং
জনানামাগারং কনকমণিসংঘৈঃ পরিবৃতম্ ॥ ৩৫ ॥

সুখাগার স্বামী অর্থাৎ চতুর্থেশ্বর নবমে, দশমে, সুখে (চতুর্থে) কিম্বা লগ্নে অবস্থিত হইয়া মিত্র নবাংশ গত হইলে, অথবা কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইলে, মনুষ্যের আগার হস্তী, তুরঙ্গ প্রভৃতি যানে এবং কনকমণি সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চমে ভবতি কর্ম্মভাবগে কান্তিভাজি গজবাজীজং সুখম্।
সর্ব্বতোঽস্য বিভূতা ততা ভবে দাদিগন্তমতুলা যশোলতা ॥ ৩৬ ॥

কর্ম্মভাব পতি (১০শ) উদিতাবস্থায় থাকিয়া পঞ্চমভাবস্থ হইলে মনুষ্য হস্তী বাজী জনিত সুখ প্রাপ্ত হয়। তাহার বিভূতা এবং অতুল যশোলতা আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

অথ চন্দ্রযোগৌ।

এক্ষণে দুইটী চন্দ্র যোগের কথা উল্লিখিত হইতেছে। জন্মলগ্ন মনুষ্যের দেহ এবং চন্দ্র মনঃ। জন্মলগ্ন দেহ হইতে যেমন জাতকের শুভাশুভ বিচার হইয়া থাকে, চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশি মনঃ হইতেও সেইরূপ শুভাশুভ বিচার করা যায়। এই উভয় লগ্ন হইতে বিচার করিয়া যদি একই প্রকার ফল বুঝিতে পারা যায়, তবে সেই ফল অবশ্যম্ভাবী। এই উভয় লগ্নের হিসাবে যে গ্রহ শুভ ফলদাতা বলিয়া অনুমিত হইবে, সেই গ্রহই জাতকের যথার্থ শুভকারী। নহিলে এক পক্ষে শুভ এবং অপর পক্ষে অশুভ হইলে ফলের তত দার্ঢ্যতা থাকে না এবং গ্রহও বিচার-সঙ্গত সম্পূর্ণ ফল প্রদান করেন না।

ভবতি চন্দ্রমসো দশমাধিপো
জনুষি কেন্দ্রনবদ্বিসুতোপগঃ।
অতি বিচিত্রমণিব্রজমণ্ডিতো
বসুমতৌ বসুভূষণসংযুতঃ ॥ ৩৭ ॥

জন্মকালে চন্দ্রের দশমেশ্বর অর্থাৎ চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশি হইতে গণনায় তাহার দশম স্থানের অধিপতি লগ্নের (বা চন্দ্রের) কেন্দ্রে, নবমে, দ্বিতীয় স্থানে কিম্বা পঞ্চমে অবস্থিতি করিলে মনুষ্য এই পৃথিবীতে বিচিত্র মণিরাজি মণ্ডিত এবং ধন রত্ন সংযুক্ত হইবে ॥ ৩৭ ॥

চন্দ্রাক্রান্তভপঃ সুখালয়গতো দন্তাবলানাং সুখং
মুক্তা স্বর্ণমণিব্রজামল যশঃ পুঞ্জং বিচিত্রালয়ম্।
ভৃত্যাপত্য কলত্র মিত্রপটলী বিদ্যাবিনোদং তথা
পুণ্যং সন্ততনুতে মুদং নরপতে রর্থং নরানামিহ ॥ ৩৮ ॥

চন্দ্রাধিষ্ঠিত রাশির অধিপতি, সুখালয়গত অর্থাৎ লগ্ন হইতে চতুর্থস্থ হইলে, মনুষ্য দন্তীযুথ জনিত সুখ, মুক্তা, স্বর্ণ, মণিরাজি, নির্ম্মল যশঃ, বিচিত্র মন্দির, ভৃত্য, অপত্য, কলত্র, মিত্র সমূহ, বিদ্যাজনিত আনন্দ, পুণ্য এবং রাজা হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৮ ॥

জাতক বর্গের গৌরব স্বরূপ খনকা যোগ জন্ম সময়ে সংঘটিত হইলে মনুষ্য ভুজবলে নিজালয় লক্ষ্মীর আবাস স্থান করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি নানাবিধ যান, ভূসম্পত্তি এবং ঐশ্বর্য্যশালিনী অদ্ভুত রূপবতী পবিত্রস্বভাবা কামিনীগণ হইতে পরম সুখপ্রাপ্ত হয়॥ ৪২॥

দুরুধরা বহুধা বসুধাবসু-
ব্রজ সুবারণ বাজি সুখং নৃণাং।
বিতসুতে নৃপতে রতুলং যশো
গুণকলাপ পটুত্বমিহাদ্ভুতং॥ ৪৩॥

দুরুধরা যোগ মনুষ্যকে ভূমিসম্পত্তি, ধনরাজি, গজ ও বাজী জনিত সুখ, নৃপতি হইতে অতুলনীয় যশঃ এবং নানাবিধ গুণ জনিত পটুতা প্রদান করিয়া থাকে॥ ৪৩॥

কেমদ্রুমে সুরপতে রপি নন্দনোঽয়ং
দেশান্তরং ব্রজতি পুত্র-কলত্রহীনঃ।
ধর্ম্মচ্যুতো বিকলিতো গদসংঘভীতো
নানাধিতাপ সহিতো মহিতোষহীনঃ॥ ৪৪॥

কেমদ্রুম যোগ-জাত ব্যক্তি ইন্দ্রপুত্র হইলেও পুত্র-কলত্রহীন হইয়া দেশান্তরে ভ্রমণ করে। সে ব্যক্তি ধর্ম্মচ্যুত, বিকলিত, রোগ পীড়িত, নানাবিধ মানসিক সন্তাপ সমন্বিত এবং সংসারে সন্তোষ বর্জ্জিত হইয়া থাকে॥ ৪৪॥

শুক্রেজ্য সৌম্য সহিতোঽপি চ কণ্টকস্থো
বা পূর্ণবিম্ব ইহ যস্য ভবেন্মৃগাঙ্কঃ।
কেন্দ্রাণি খেচরযুতানি তদা নরাণাং
কেমদ্রুমোদ্ভবফলং বিফলত্বমীয়াৎ॥ ৪৫॥

এক্ষণে কেমদ্রুম ভঙ্গ যোগ লিখিত হইতেছে। শুক্র, বৃহস্পতি কিম্বা

রিপুমন্দিরগৈরেব বৈরিভাবগতৈরপি ।
রাজযোগা বিনশ্যন্তি দিবাকর করোপগৈঃ ॥ ৫২ ॥

রাজযোগকারক গ্রহ শত্রু গৃহস্থ, শত্রু (৬ষ্ঠ) ভাবস্থ কিম্বা অস্তগত হইলে রাজযোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫২ ॥

ভবতি বীক্ষণবর্জ্জিত মঙ্গিনাং
জননলগ্নমিহাম্বর গামিনাম্ ।
জননভং চ নৃপালভবো নরো
জগতি যাতি তরামতিরঙ্কতাম্ ॥ ৫৩ ॥

জন্মলগ্নে কোন গ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে এবং জন্মরাশি অর্থাৎ চন্দ্রের প্রতিও কোন গ্রহের দৃষ্টি না থাকিলে, রাজযোগে জাত রাজপুত্রও ভিখারী হইয়া যায় ॥ ৫৩ ॥

ভদ্রায়াং ব্যতিপাতে বা তথা কেতূদয়ে জনিঃ ।
যস্য তস্য বিনশ্যন্তি রাজযোগফলান্যপি ॥ ৫৪ ॥

ভদ্রা অর্থাৎ দ্বিতীয়া, সপ্তমী কিম্বা দ্বাদশী তিথিতে ব্যতীপাত যোগে কিম্বা ধূমকেতুর উদয়কালে জন্মগ্রহণ করিলে রাজযোগজনিত ফল বিনষ্ট হয় ॥ ৫৪ ॥

পরম নীচলবে যদি চন্দ্রমা
ভবতি জন্মনি তস্য বিশেষতঃ ।
নৃপতিযোগফলং বিফলং ততঃ
কলয়তীতি বদন্তি মুনীশ্বরাঃ ॥ ৫৫ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিয়া থাকেন যে, জন্মকালে চন্দ্র পরম নীচাংশ গত (বৃশ্চিক রাশির তৃতীয় অংশ) হইলে মনুষ্যের রাজযোগজাত ফল নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥

সপ্তমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

অথ পুংসামুদ্রিক বিচারাধ্যায়োঽষ্টমঃ।

জননে প্রবলো যস্য রাজযোগো ভবেদ্ যদি।
করে বা চরণেঽবশ্যং রাজচিহ্নং প্রজায়তে ॥ ১ ॥

বলশালী রাজযোগে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তাহার হস্ত পদে অবশ্যই রাজচিহ্ন প্রকাশিত হয় ॥ ১ ॥

অনামা মূলগা রেখা সৈব পুণ্যাভিধা মতা।
মধ্যমাঙ্গুলিমারভ্য মণিবন্ধান্তমাগতা ॥ ২ ॥
সোর্দ্ধরেখা বিশেষেণ রাজ্যলাভকরী ভবেৎ।
খণ্ডিতা দুষ্টফলদা ক্ষীণা ক্ষীণফলপ্রদা ॥ ৩ ॥

অনামিকা অঙ্গুলীর মূলগত রেখাকে পুণ্যরেখা কহে। (এই রেখা অনামার মূল হইতে আরম্ভ করিয়া আয়ুরেখা পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে)। মধ্যমাঙ্গুলী হইতে আরম্ভ করিয়া যে রেখা মণিবন্ধ পর্য্যন্ত গমন করে, তাহাকে ঊর্দ্ধরেখা কহে। এই রেখাদ্বয় রাজ্যদায়ক। রেখা খণ্ডিত হইলে দুষ্ট ফল এবং ক্ষীণ হইলে ক্ষীণ ফল প্রদান করিয়া থাকে। রেখা অখণ্ডিত, সরল এবং পুষ্ট হইলেই বিশেষ শুভফল প্রদান করে ॥ ২।৩ ॥

অঙ্গুষ্ঠমধ্যে পুরুষস্য যস্য বিরাজতে চারুযবো যশস্বী।
স্ববংশভূষা সহিতো বিভূষা যোষাজনৈরর্থগণৈশ্চ মর্ত্ত্যঃ ॥ ৪ ॥

যে পুরুষের অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে সুচারু যবরেখা বিরাজ করে, সে ব্যক্তি স্ববংশের ভূষণ স্বরূপ হয় এবং অলঙ্কার, স্ত্রী, সেবক এবং ধনরত্ন-সমন্বিত থাকে ॥ ৪ ॥

বৈসারিণো বাতপবারণো বা চেদ্ বারণো দক্ষিণপাণিমধ্যে।
সরোবরং চাঙ্কুশ এব যস্য বীণা চ রাজা ভুবি জায়তে সঃ ॥ ৫ ॥

যাহার দক্ষিণ করতলে মৎস্য, ছত্র, হস্তী, সরোবর, অঙ্কুশ কিম্বা বীণা চিহ্ন থাকে, সে ব্যক্তি পৃথিবীতে নরপতি হইবে ॥ ৫ ॥

বিশালভালোঽম্বুজপত্রনেত্রঃ
সুবৃত্তমৌলিঃ ক্ষিতিমণ্ডলেশঃ।
আজানুবাহুঃ পুরুষং তমাহুঃ
ক্ষৌণীভৃতাং মুখ্যতরং মহান্তঃ ॥ ৯ ॥

ক্ষিতিমণ্ডলে যে ব্যক্তির ললাটদেশ প্রশস্ত, লোচন কমলদল সদৃশ, মস্তক গোলাকার এবং বাহু আজানুলম্বিত, মহাত্মারা তাহাকে নরপালগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

নাভিগভীরা সরলা চ নাসা বক্ষঃস্থলং রত্নশিলাতলাভম্।
আরক্তবর্ণৌ খলু যস্য পাদৌ মৃদুভবেতাং স নৃপোত্তমঃ স্যাৎ ॥ ১০ ॥

যাহার নাভি সুগভীর, নাসিকা সরল, বক্ষঃস্থল রত্নশিলার ন্যায় আভা-বিশিষ্ট এবং পদতল আরক্ত বর্ণ এবং মৃদু, সে ব্যক্তি নৃপোত্তম হয় ॥ ১০ ॥

রাজতে করগো যস্য তিলোঽতুল ধনপ্রদঃ।
তথা পাদতলে পুংসাং বাহনার্থ সুখপ্রদঃ ॥ ১১ ॥

তিল চিহ্ন মনুষ্যের করতলে থাকিলে অতুল ধন প্রদান করিয়া থাকে। পদতলে থাকিলে বাহন, অর্থ এবং সুখ প্রদান করে ॥ ১১ ॥

রাজবংশপ্রজাতানাং সমস্তফলমীদৃশম্।
অন্যেষামল্পতাং যাতি তথা ব্যক্তং সুলক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

এই সামুদ্রিক বিচারাধ্যায়ে যে সমস্ত লক্ষণ ও ফল লিখিত হইল, সেই সমস্ত সুলক্ষণ করতলে বা পদতলে ব্যক্ত (পরিষ্কার) থাকিলে রাজবংশ জাতকগণ লিখিত মত ফল প্রাপ্ত হইবে। অন্য লোকের পক্ষে ফলের নূনতা হইবে। তাহারা রাজত্ব পাইবে না বটে; কিন্তু ভাগ্যবান্ হইবে ॥ ১২ ॥

অষ্টমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

অথ স্ত্রীজাতকাধ্যায়োনবমঃ।

ভাগ্য যোগাঃ।

শুভাশুভং পূর্ব্বজনের্বিপাকাৎ
সীমন্তিনীনামপি তৎফলং হি।
বিবাহকালাৎ পরতঃ প্রবীণৈ
রসম্ভবাৎ তৎপতিষু প্রকল্প্যম্ ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মবশে সীমন্তিনীগণ যে শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হইবে, সেই সমস্ত ফল স্ত্রীজাতির পক্ষে সংঘটন অসম্ভব হইলে বিবাহের পর তাহার স্বামী সম্বন্ধে কল্পনা করিতে হইবে। স্ত্রীলোক পক্ষে যাহা সম্ভব হয়, তাহাই তাহারা প্রাপ্ত হইবে। ফলতঃ সমস্ত ফলই দেশ, কাল, পাত্র. জাতি, কুল ইত্যাদি বিচার করিয়া সম্ভবাসম্ভব বুঝিয়া কহিতে হয় ॥ ১ ॥

অতীব সারং ফলমঙ্গনানা-
মুদীরিতং শৌনক নারদাদ্যৈঃ।
ব্যক্তং যথা লগ্ননিশাকরাভ্যাং
ময়া তথৈব প্রতিপাদ্যতে তৎ ॥ ২ ॥

স্ত্রীলোকের জন্মলগ্ন এবং চন্দ্রলগ্ন হইতে শৌনক, নারদাদি মহর্ষিগণ যে সমস্ত অতি সার ফল ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি তাহাই এস্থলে প্রকাশ করিব ॥ ২ ॥

সৌভাগ্যং সপ্তমস্থানে শরীরং লগ্নচন্দ্রয়োঃ।
বৈধব্যং নিধনস্থানে পুত্রে পুত্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩ ॥

জন্মলগ্নের সপ্তমস্থান হইতে স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য বিচার, লগ্ন এবং চন্দ্র হইতে শারীরিক শুভাশুভবিচার, এবং নিধন স্থান হইতে বৈধব্য বিচার করিতে হইবে। পুত্রস্থান হইতেই পুত্রের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। পুত্র ভাবের ন্যায় অন্যান্য ভাবেরও, পুংজন্ম-কুণ্ডলীর ন্যায় বিচার করিতে হইবে ॥ ৩ ॥

সৌম্যাভ্যাং প্রবরা শুভত্রয় যুতে জায়াভবেদ্ ভূপতেঃ
সৌম্যৈকেন পতিপ্রিয়া মদনভে দৃষ্টে যুতে জন্মনি ।
পাপৈকেন পুনর্বিলোল নয়না পাপদ্বয়েনাধমা
পাপানাং ত্রিতয়েন সা পরকুলং হত্বা পতিং গচ্ছতি ॥ ৪ ॥

সপ্তম ভাবে তিন শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে জাতিকা রাজরাণী, দুই শুভগ্রহের যোগ বা দৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্যশালিনী এবং একটী শুভগ্রহের দৃষ্টি যোগে পতিপ্রিয়া হয়। সপ্তম ভাবে এক পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টিতে নারী বিলোলনয়না (পরপুরুষাভিলাষিণী), দুই পাপগ্রহ দৃষ্টি বা যোগে অধমা অর্থাৎ কুকার্য্যকারিণী এবং তিন পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টিতে স্বামীঘাতিনী ও পত্যন্তরগামিনী হয় ॥ ৪ ॥

জন্তুঃ কালে যস্যামদনভবনে বাসর মণৌ
পতিং ত্যক্ত্বা নূনং কুপিত হৃদয়া ভূমিতনয়ে ।
অবশ্যং বৈধব্যং সপদি কমলাক্ষী রবিসুতে
জরাং পাপৈর্দৃষ্টে নিজপতি বিরোধং ব্রজতি বা ॥ ৫ ॥

জন্ম সময়ে দিনমণি সপ্তম ভবনে অবস্থান করিলে নারী স্বামীকে পরিত্যাগ করে বা স্বয়ং পরিত্যক্তা হয় এবং নিশ্চয়ই সর্ব্বদা কুপিত হৃদয়ে অবস্থান করে। ভূমিতনয় (মঙ্গল) সপ্তমে অবস্থান করিলে নিশ্চয় বৈধব্য ঘটে। শনি সপ্তম স্থানে থাকিলে নারী কমললোচনা (অতি রূপবতী) হইলেও (বিবাহের পূর্ব্বে) জরাপ্রাপ্ত হইবে, (অর্থাৎ অধিক বয়সে বিবাহ হইবে)। স্বামী স্থানে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে স্বামী সহ সর্ব্বদা কলহ হয় ॥ ৫ ॥

যস্যাঃ শশাঙ্কে জনিলগ্নভে বা সমর্ক্ষগে সা প্রকৃতিস্থিরা স্যাৎ ।
শুভেক্ষিতে রূপবতীগুণজ্ঞা পতিপ্রিয়া চারুবিভূষণাঢ্যা ॥ ৬ ॥

যাহার জন্ম সময়ে লগ্ন এবং চন্দ্র উভয়ই সমরাশিগত (উপলক্ষণে সমনবাংশগত) হয়, সে নারী স্থির প্রকৃতিবিশিষ্টা হইয়া থাকে। উক্ত লগ্ন এবং

চন্দ্রের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে নারী রূপবতী, গুণজ্ঞা, পতিপ্রিয়া এবং স্বলঙ্কৃতা হয় ॥ ৬ ॥

যদাঙ্গ চন্দ্রাবসমে ভবেতাং তদা নরাকার সমা কুরূপা।
পাপেক্ষিতৌ পাপযুতৌ বিশেষাৎ গদাতুরা রূপগুণৈর্বিহীনা ॥৭॥

যদি লগ্ন এবং চন্দ্র উভয়েই বিষম রাশিগত কিম্বা বিষম নবাংশগত হয়, তাহা হইলে নারী পুরুষের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্টা এবং কুরূপা হইবে। উক্ত লগ্ন এবং চন্দ্রের প্রতি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, বিশেষতঃ উহাদিগের সহ পাপগ্রহ যুক্ত থাকিলে নারী গদাতুর (রোগ পীড়িতা) এবং রূপগুণ বিবর্জ্জিতা হইবে ॥ ৭ ॥

জন্মুঃ কালে যস্যা মদন সদনে দানব গুরৌ
শুভাভ্যামাক্রান্তে গতবতি তদা সা বিধুমুখী।
গজেন্দ্রানাং মুক্তাফলবিমল মালাবৃতকুচা
প্রিয়া পত্যুর্নিত্যং প্রভবতি শচীব ক্ষিতিতলে ॥ ৮ ॥

যে নারীর জন্ম সময়ে দানব গুরু শুক্র দুইটী শুভগ্রহ সহ যুক্ত হইয়া সপ্তমভাবে অবস্থান করেন, সেই বিধুমুখী গজ-মুক্তা-ফলের বিমল মালায় স্তনদ্বয় সমাচ্ছন্ন করত পতিপ্রিয়া হইয়া শচীর ন্যায় ক্ষিতিতলে সৌভাগ্য ভোগ করেন ॥ ৮ ॥

সমাক্রান্তে লগ্নে ত্রিদশ গুরুণা বাথ ভৃগুণা
বুধে কন্যারাশৌ মদন ভবনে ভূমিতনয়ে।
মৃগে কর্কে চন্দ্রে সতি ভবতি লাবণ্যলতিকা
তপোরেখা যোষা প্রভবতি বিশেষাৎ ক্ষিতিপতেঃ ॥৯॥

লগ্নে বৃহস্পতি কিম্বা শুক্র, কন্যা রাশিতে বুধ, মকরে সপ্তমস্থানে মঙ্গল এবং কর্কটে চন্দ্র থাকিলে, রমণী অতি রূপবতী এবং পুণ্যশীলা হইবে।

হইয়া সপ্তম ভাবস্থ হইলে বামাঙ্গিনী পরমা লীলালক্ষ্মী অথবা মদন-মোহিনীর ন্যায় এই ক্ষিতিতলে বিমলবসনা, সুচারুবদনা এবং মুক্তামালা-বিমণ্ডিত পয়োধর-ভারে বিনম্রা হইবে। বৃষস্থ চন্দ্র তুঙ্গী; সুতরাং বিশেষ বলবান্। বৃষ ভিন্ন অন্য রাশিস্থ হইয়া সপ্তমস্থ হইলে চন্দ্রের বলানুসারে উক্ত ফলের ন্যূনতা বুঝিতে হইবে। গ্রহগণ সর্ব্বত্রই বলানুসারেই ফল প্রদান করিয়া থাকেন। "বলং জ্ঞাত্বা ফলং বদেৎ" এই বাক্যটি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত ॥ ১২ ॥

অঙ্গারকে মদন মন্দির মিন্দুভাবং
মন্দান্বিতে হরিভগে জননেঽঙ্গনায়াঃ।
বৈধব্যমেব নিয়তং কপট প্রবন্ধাৎ
বারাঙ্গনা ভবতি,সৈব বরাঙ্গনাপি ॥১৩॥

জন্মকালে অঙ্গারক (মঙ্গল) সপ্তম ভাবস্থ হইয়া ইন্দুভাব (কর্কটরাশি) গত হইলে, অথবা শনি সহ সংযুক্ত হইয়া সিংহরাশি (হরিভ) গত হইলে অঙ্গনার বৈধব্য হইবে। নারী বরাঙ্গনা (সৎকুলজা) হইলেও কপট প্রবন্ধ হেতু বারাঙ্গনা হইবে। শনির ক্ষেত্র মকর ও কুম্ভরাশিতে লগ্ন ভিন্ন এই যোগ সম্ভব হয় না ॥ ১৩ ॥

অনেক শ্রীভর্ত্তা ভবতি মখকর্ত্তা চ মদনে
বুধে তুঙ্গে যস্যা জনুষি খলু তস্যাঃ পতিরিহ।
স্বয়ংবামা কামাকুলিত হৃদয়ামোদকলয়া
পরীতা মুক্তালী রজত কনকালী মণিগণৈঃ ॥১৪॥

যাহার জন্ম সময়ে বুধ তুঙ্গী হইয়া মদন (৭ম) ভাবে অবস্থান করেন, সেই নারীর স্বামী ইহসংসারে বহু লক্ষ্মীর (সম্পত্তি) নায়ক এবং যজ্ঞকর্ত্তা হয়। সেই তন্বঙ্গী স্বয়ং কামে আকুলহৃদয়া, রতি-ক্রীড়ায় তৎপরা এবং মুক্তা, রৌপ্য, স্বর্ণ ও মণি-ভূষণে বিভূষিতা থাকে ॥ ১৪ ॥

সপ্তমে সিংহিকাপুত্রে কুলদোষ বিবর্দ্ধিনী।
নারী সুখপরিত্যক্তা তুঙ্গে স্বামী সুখান্বিতা ॥ ১৮ ॥

রাহু সপ্তম ভাবগত হইলে নারী কুলকলঙ্কিনী এবং সুখবিহীনা হয়। সপ্তমস্থ রাহু তুঙ্গী হইলে রমণী স্বামীসুখে সুখিনী হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

অথ মিশ্রযোগাঃ

মিথস্তৌ শুক্রার্কী যদি লবগতৌ বীক্ষণমিতৌ
ভবেতাং বা লগ্নে ঘটলব গতে শুক্রভবনে।
অনঙ্গে রালীলা কলিত নররূপাভি রনিশং
স্থিতাভিঃ কান্তাভিঃ খলু মদন শান্তিং ব্রজতি সা ॥১৯॥

যদি জন্মকালে শুক্র এবং শনি পরস্পরের নবাংশে থাকিয়া পরস্পরকে দৃষ্টি করে কিম্বা শুক্রের ক্ষেত্রস্থ তনুভাব (লগ্ন) কুম্ভ রাশির নবাংশগত হয়, তাহা হইলে কামিনী কন্দর্পশরে কাতর হইয়া নররূপধারিণী কামিনীর সহ কাম-ক্রীড়ায় কামানল নির্ব্বাণ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

ক্ষপানাথে যস্থা গতবতি কুলীরাঙ্গমথবা
মদাগারং সারং সুরগুরু বুধাভ্যামপি যুতং।
মহান্তোঽপি ভ্রান্তঃ কতি কতি মনোজ্ঞাধিকতয়া
পুরস্তাং পশ্যন্তো দধতি পরমানন্দ লহরীং ॥ ২০ ॥

কর্কট রাশিস্থ চন্দ্র লগ্নগত হইলে অথবা মঙ্গলাধিষ্ঠিত (সারং) মদাগার (৭ম ভাব) বৃহস্পতি ও বুধ কর্ত্তৃক যুক্ত হইলে অর্থাৎ মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, এই তিন গ্রহ একত্রে সপ্তমস্থ হইলে, সেই রমণীর দর্শন-জনিত কন্দর্প-পীড়ায় বিহ্বলচিত্ত মহাত্মাগণও তাহাকে সম্মুখে দেখিলে পরমানন্দ ভোগ করেন ॥ ২০ ॥

লগ্নাধিপো বাথ মদালয়েশো বর্গে গতঃ পাপনভশ্চরাণাং।
মদে তনৌবা খলখেট বর্গস্তদা কুলং মুঞ্চতি চঞ্চলাক্ষী॥ ২৭॥

লগ্নেশ্বর কিম্বা সপ্তমেশ্বর কেবল পাপগ্রহের বর্গগত হইলে (অর্থাৎ পাপ গ্রহের ক্ষেত্র দৃকাণাদিতে অবস্থান করিলে) অথবা লগ্ন কিম্বা সপ্তমভাব কেবল পাপগ্রহের বর্গগত হইলে নারী চঞ্চলাক্ষী (পরপুরুষ-দর্শনে অভিলাষিণী) হইয়া স্বামীকুল পরিত্যাগ করে॥ ২৭॥

পাপান্তরালে যদি লগ্নচন্দ্রৌ
স্যাতাং শুভালোকন বর্জ্জিতৌ তৌ।
অনঙ্গ লোলা খল সঙ্গমেন
কুলদ্বয়ং হন্তি তদা মৃগাক্ষী॥ ২৮॥

যদি জন্ম সময়ে লগ্ন এবং চন্দ্র উভয়েই পাপগ্রহের মধ্যগত হইয়া শুভ গ্রহের দৃষ্টি বিবর্জ্জিত এবং পাপসংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই কামকাতরা মৃগাক্ষী পতিকুল এবং পিতৃকুল উভয়ই বিনষ্ট করে॥ ২৮॥

ব্যয়েঽষ্টমে ভূমিসুতস্য রাশা
বগৌ সপাপে ভবতীহরণ্ডা।
মৃদেকুলীরে সরবৌ কুজেঽপি
ধনেন হীনা রমতেঽন্য লোকৈঃ॥ ২৯॥

পাপ সংযুক্ত রাহু মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থ হইয়া জন্মলগ্ন হইতে অষ্টমস্থ কিম্বা ব্যয়স্থ হইলে জাতিকা রণ্ডা হইবে। রবি সংযুক্ত মঙ্গল কর্কট রাশিগত হইয়া লগ্নের সপ্তমস্থ হইলে নারী ধনবর্জ্জিতা এবং পরপুরুষ-গামিনী হয়॥ ২৯॥

তনৌ চতুর্থে নিধনে ব্যয়ে বা
মদালয়ে পাপযুতঃ কুজশ্চেৎ।
অনঙ্গ লীলাং প্রকরোতি জারৈঃ
পতিং তিরস্কৃত্য বিলোল নেত্রা॥ ৩০॥

সপ্তমেশোঽষ্টমে যস্যাঃ সপ্তমে নিধনাধিপঃ।
পাপেক্ষণ যুতো বালা বৈধব্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৩৪ ॥

পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট হইয়া সপ্তম ভাবের অধিপতি অষ্টমে এবং অষ্টম স্থানের অধিপতি সপ্তমে থাকিলে বালা নিশ্চয়ই বৈধব্য লাভ করে ॥ ৩৪ ॥

সপ্তমাষ্টপতী ষষ্ঠে ব্যয়ে বা পাপপীড়িতৌ।
তদা বৈধব্যমাপ্নোতি নারী নৈবাত্রসংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সপ্তমেশ এবং অষ্টমেশ পাপপীড়িত হইয়া লগ্ন হইতে ষষ্ঠে বা দ্বাদশে অবস্থান করিলে নারী বৈধব্য প্রাপ্ত হয, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥

বৈধব্যযোগযুক্তায়াঃ কন্যায়াঃ শান্তিপূর্ব্বকম্।
বেদোক্তবিধিনোদ্বাহং কারয়েচ্চিরজীবীনা ॥ ৩৬ ॥

বৈধব্যযোগে যে সমস্ত নারী জন্মগ্রহণ করে, প্রথমে তাহাদিগের সেই বৈধব্যযোগজাত দোষের শান্তি করিযা পরে দীর্ঘজীবী পাত্রের সহিত বেদোক্ত বিধিতে বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। বৈধব্য দোষের শান্তির জন্য প্রতিমা বিবাহ, তুলসী বিবাহ, সাবিত্রীব্রত, পিপ্পলীব্রত আদি আবশ্যক ॥ ৩৬ ॥

ত্রিংশাংশফলানি।

যদাঙ্গচন্দ্রৌ কুজভে কুজস্য
ত্রিংশাংশকে দুষ্টতমেব কন্যা।
মন্দস্য দাসী হি গুরোস্তু সাধ্বী
মায়াবিনী জ্ঞস্য কবেঃ কুবৃত্তা ॥ ৩৭ ॥

এক্ষণে ত্রিংশাংশ কুণ্ডলী হইতে স্ত্রীজাতির শুভাশুভ সম্বন্ধে কয়েকটি যোগ কথিত হইতেছে। লগ্ন এবং চন্দ্র এই উভয়ই যদি এক রাশিস্থ হয়, তাহা হইলে ফলের দৃঢ়তা বুঝিতে হইবে। লগ্ন এবং চন্দ্র এক রাশিস্থ না

সিংহে নরাকারধরা কুজস্থ বরাঙ্গনা ভানুসুতস্য নারী।
গুরোরিলাধীশবধূ বুধস্য দুষ্টা কবেরঙ্গজগামিনী স্যাৎ ॥ ৪১ ॥

লগ্ন এবং চন্দ্র, রবির ক্ষেত্র সিংহস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশে হইলে নারী নরাকারধরা (পুরুষের ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্টা), শনির ত্রিংশাংশে বরাঙ্গনা (শ্রেষ্ঠা কুলবধূ), বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে রাজপত্নী, বুধের ত্রিংশাংশে দুষ্টা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে অঙ্গজগামিনী হইবে ॥ ৪১ ॥

গুণৈর্বিচিত্রা গুরুভে কুজস্য মন্দস্য মন্দা গুণতত্ত্ববিজ্ঞা।
জীবস্য বিজ্ঞা শশিনন্দনস্য শুক্রস্য রম্যাপি ভবেদরম্যা ॥ ৪২ ॥

লগ্ন এবং চন্দ্র, বৃহস্পতির ক্ষেত্র ধনু কিম্বা মীন রাশিস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশে হইলে নারী নানাগুণে বিভূষিতা, শনির ত্রিংশাংশে হইলে আত্মম্ভরি (মন্দ), বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে গুণগ্রাহিণী, বুধের ত্রিংশাংশে পণ্ডিতা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে সুন্দরী হইলেও লাবণ্যবিহীনা হইবে ॥ ৪২ ॥

মন্দালয়ে ভূমিসুতস্য দাসী শনেরসাধ্বী ভবতীতিসাধ্বী।
গুরোর্নিশানাথসুতস্য দুষ্টা শুক্রস্য বন্ধ্যা ক্রমতঃ প্রদিষ্টা ॥ ৪৩ ॥

লগ্ন এবং চন্দ্র, শনির ক্ষেত্র মকর কিম্বা কুম্ভরাশিস্থ হইয়া মঙ্গলের ত্রিংশাংশগত হইলে জাতারমণী দাসী হইবে। শনির ত্রিংশাংশে কুলটা, বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে পতিব্রতা, বুধের ত্রিংশাংশে দুষ্টা এবং শুক্রের ত্রিংশাংশে হইলে বন্ধ্যা হইবে। এই প্রকারে ত্রিংশাংশ-ফল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

অথ পুত্রযোগাঃ।

পঞ্চমে শুভসংদৃষ্টে পঞ্চমাধিপতাবপি।
কেন্দ্রকোণে তদা নারী বহুপুত্রবতীভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

যদি পঞ্চমভাবের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, (উপলক্ষণে যোগও

আদিত্যসূনোর্দিবসে দ্বিতীয়া ভুজঙ্গমে ভৌমদিনেঽম্ভুজর্ক্ষে।
চেৎ সপ্তমী বাথ রবৌ বিশাখা হরেস্তিথৌ বাপি চ সা বিষাখ্যা ॥ ৪৭॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত যোগের প্রকারান্তর কথিত হইতেছে। ১ম শনিবার দ্বিতীয়া তিথি এবং অশ্লেষা নক্ষত্র, ২য় মঙ্গলবার, সপ্তমীতিথি, শতভিষা নক্ষত্র এবং ৩য় রবিবার দ্বাদশী তিথি এবং বিশাখা নক্ষত্র। এইরূপ দিবসে জন্মগ্রহণ করিলে রমণী বিষকন্যা হইবে ॥ ৪৭ ॥

ধর্ম্মগেহগতে ভৌমে লগ্নগে রবিনন্দনে।
পঞ্চমে দিবসাধীশে সা বিষাখ্যা কুমারিকা ॥ ৪৮ ॥

জন্মকালে লগ্নে শনি, পঞ্চমে রবি এবং নবমে মঙ্গল থাকিলে অর্থাৎ লগ্ন হইতে ত্রিকোণত্রয় যথাক্রমে শনি, রবি এবং মঙ্গলকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে জাতা কুমারীকে বিষকন্যা বলিয়া জানিবে ॥ ৪৮ ॥

বিষাখ্যা শোকসন্তপ্তা দুর্ভগা মৃতপুত্রিকা।
বস্ত্রাভরণহীনা চ পুরাণৈ রুদিতা বুধৈঃ ॥ ৪৯ ॥

পুরাতন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, বিষকন্যা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিষযোগে জাতা কুমারীগণ সর্ব্বদা শোকসন্তপ্তা থাকে, দুর্ভাগিনী এবং মৃতবৎসা হয় এবং তাহাদিগের বস্ত্রাভরণের অভাব হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

সপ্তমে সপ্তমাধীশঃ শুভো বা লগ্নচন্দ্রয়োঃ।
বিষযোগ মলং হন্তি রংহো হরিরিভং যথা ॥ ৫০ ॥

লগ্ন এবং চন্দ্রের সপ্তমরাশিপতি লগ্নের এবং চন্দ্রের সপ্তমে থাকিলে অথবা তথায় কোন শুভগ্রহের যোগ (বা দৃষ্টি) থাকিলে সিংহ যেরূপ হস্তী শিশু বিনাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ নারীর বিষযোগজাত সমুদায় দোষ বিনষ্ট হয় ॥ ৫০ ॥

শরীর স্থূল হয় এবং সর্ব্বদা কামতাপে উত্তপ্ত থাকে, সুতরাং রাজভোগের উপযুক্তা হয়। সে নারী সম্পূর্ণ ধর্ম্মশীলা হয় না॥ ৩॥

কমলকম্বুরথধ্বজচক্রবৎ পৃথুলমীনবিমানবিতানবৎ।
ভবতি লক্ষ্মপদে যদি যোষিতাং ক্ষিতিভৃতাং বনিতা বিভূতাবৃতা ॥৪॥

যে যুবতীর পদতলে পদ্ম, শঙ্খ, রথ, ধ্বজ, চক্র, স্থূলমৎস্য, সিংহাসন কিম্বা চন্দ্রাতপের চিহ্ন থাকে, সে যুবতী রাজভার্য্যা এবং ঐশ্বর্য্যপরিবৃতা হইবে॥ ৪॥

সূর্পাকারং বিবর্ণঞ্চ বিশুষ্কং পরুষং তথা।
রুক্ষং পাদতলং তন্ব্যা দৌর্ভাগ্যপরিসূচকম্॥ ৫॥

তন্বঙ্গীর শূর্পাকার (কুলার ন্যায়) বিবর্ণ, বিশুষ্ক, পরুষ এবং রুক্ষ পদতল দৌর্ভাগ্যের সূচনা করে॥ ৫॥

যস্যা সমুন্নতাঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোঽতুল সৌখ্যদঃ।
সূর্পাকারা নখা যস্যাঃ সা ভবেৎ দুঃখভাগিনী॥ ৬॥

পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী উন্নত এবং গোলাকার হইলে অতুল সুখ প্রদান করে। যাহার নখরগুলি কুলার ন্যায় আকার বিশিষ্ট সে নারী দুঃখভাগিনী হয়॥ ৬॥

সঞ্চলন্ত্যাং ধরাধূলিধারা যদা।
রাজমার্গেঽবলায়াং বলাদুচ্ছলেৎ।
পাংশুলা সা কুলানাং ত্রয়ং সত্বরং
নাশয়িত্বা খলৈর্মোদতে সর্ব্বদা॥ ৭॥

রাজপথে চলিবার সময়ে যে রমণীয় পদবিক্ষেপে ধূলিরাশি সবলে উত্থিত হইতে থাকে, সেই পাপীয়সী শীঘ্রই আপনার পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং ভর্ত্তৃকুল বিনাশ করিয়া সর্ব্বদা দুষ্টজন সহ আনন্দে কালযাপন করিবে॥ ৭॥

যস্যা অন্যোন্যমারূঢ়া পাদাঙ্গুল্যো ভবন্তি চেৎ।
সা পতীন্ বহুধা হত্বা বারবামা ভবেদিহ॥ ৮॥

অঙ্ঘ্রি (পায়ের নলা) মধ্যে নিম্নভাব থাকিলে অঙ্গনাকুল দরিদ্র হয় অঙ্ঘ্রি শিরাল দৃষ্ট হইলে পথপর্য্যটনকারিণী এবং অধিক লোমবিশিষ্ট হইলে দাসীবৃত্তিতে রত হয় ॥ ১৪ ॥

নির্মাংসেন সদা নারী দুর্ভগা খলু জায়তে।
গুল্‌ফৌ গূঢ়ৌ শুভৌ স্যাতা মশিরালৌ চ বর্ত্তুলৌ ॥ ১৫ ॥
অগূঢ়ৌ শিথিলৌ যস্যাস্তস্যা দৌর্ভাগ্য সূচকৌ।
গুল্‌ফলক্ষণ মাখ্যাতং পার্ষ্ণিলক্ষণমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

গুল্‌ফদ্বয় (পায়ের গোড়ালি) নির্মাংস হইলে রমণী দুর্ভাগিনী হইবে। গুল্‌ফদ্বয় পুষ্ট, গোলাকার এবং শিরাবিহীন হইলেই শুভদায়ক। গুল্‌ফ স্থান অপুষ্ট এবং শিথিল হইলে দৌর্ভাগ্যের সূচনা করিয়া থাকে। নারীদিগের গুল্‌ফ লক্ষণ বর্ণিত হইল, এক্ষণে পার্ষ্ণি (গোড়ালির নিম্নভাগ) লক্ষণ লিখিত হইতেছে ॥ ১৫।১৬ ॥

সমানপার্ষ্ণিঃশুভগা পৃথু পার্ষ্ণিশ্চ দুর্ভগা।
কুলটা তুঙ্গপার্ষ্ণিশ্চ দীর্ঘপার্ষ্ণির্গদাকুলা ॥ ১৭ ॥

পার্ষ্ণি স্থান সমান হইলে নারী সৌভাগ্যবতী, স্থূল হইলে দুর্ভাগিনী, উচ্চ হইলে কুলটা এবং দীর্ঘ হইলে রুগ্নদেহা হয় ॥ ১৭ ॥

জংঘে রম্ভোপমে যস্যা রোমহীনে চ বর্ত্তুলে।
মাংসলে চ সমে স্নিগ্ধে রাজ্ঞী সা ভবতি ধ্রুবম্ ॥ ১৮ ॥

জঙ্ঘাদ্বয় (হাটু হইতে গোড়ালি) রামরম্ভা তরুর ন্যায়, (ক্রমে সূক্ষ্ম), রোমবিহীন, গোলাকার, মাংসল, সম এবং স্নিগ্ধ হইলে নিতম্বিনী রাজমহিষী হইবে ॥ ১৮ ॥

একরোমা প্রিয়া রাজ্ঞা দ্বিরোমা সৌখ্যভাগিনী।
ত্রিরোমা বিধবা জ্ঞেয়া রোমকূপেষু কামিনী ॥ ১৯ ॥

যে রমণীর প্রতি রোমকূপ হইতে একটী করিয়া রোম উদ্গত হয়, সে রাজ-

বেত্র পত্র, বংশ পত্র কিম্বা কর্পরের (মড়ার মাথার খুলি বা কচ্ছপের চেড়ো। ন্যায় আকার বিশিষ্ট, লম্বগল, বিকট (বন্ধুর) হস্তীর লোমের ন্যায় লোম বিশিষ্ট যোনি এবং চিপিটাকার যোনি কখনই শুভদায়ক নহে ॥ ২৯ ॥

মৃদুতরং মৃদুলোমকুলাকুলং যদি তদা জঘনং ভগভাজনম্।
উত সমুন্নত মায়ত মাদরা দ্যুতিকলা কলিতং গদিতং বুধৈঃ ॥ ৩০ ॥

বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, স্ত্রীলোকের জঘনদেশ, কোমল এবং কোমল লোমে আবৃত হইলে ঐশ্বর্য্যভাগিনী হয়। উক্ত স্থান সমুন্নত আয়ত এবং মনোরম হইলেও উক্ত ফল হয় ॥ ৩০ ॥

তদেব দক্ষিণাবর্ত্তং মাংসলং শুভসূচকম্।
বামাবর্ত্তং চ নারীনাং খণ্ডিতং খণ্ডিতাশ্রয়ম্ ॥ ৩১ ॥

জঘন দক্ষিণাবর্ত্ত এবং মাংসল হইলে শুভফলের সূচনা করে। জঘন বামাবর্ত্ত এবং খণ্ডিত (ভিন্ন) হইলে স্ত্রীলোক ব্যভিচারিণী হয় ॥ ৩১ ॥

নির্মাংসং কুটিলাকারং রুক্ষং বৈধব্য সূচকম্।
অতিস্থূলং মহাদীর্ঘং সদ্যো দৌর্ভাগ্য কারণম্ ॥ ৩২ ॥

মাংসরহিত, বক্রাকার এবং রুক্ষ জঘন স্ত্রীলোকের বৈধব্যের প্রকাশক। জঘন অতি স্থূল এবং দীর্ঘ হইলে দৌর্ভাগ্যের হেতু হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

মৃদুলা বিপুলা বস্তিঃ শোভনা চ সমুন্নতা।
অশুভা রেখয়াক্রান্তা শিরালা লোমসঙ্কুলা ॥ ৩৩ ॥

স্ত্রীলোকের মৃদুল, প্রশস্ত এবং সমুন্নত বস্তিই শুভদায়ক। বস্তি রেখাবৃত শিরাল এবং রোমাবৃত হইলে অশুভজনক হয় ॥ ৩৩ ॥

গভীরা দক্ষিণাবর্ত্তা নাভী ভোগ বিবর্দ্ধিনী।
ব্যক্তগ্রন্থিঃ সমুত্তানা বামাবর্ত্তা ন শোভনা ॥ ৩৪ ॥

স্ত্রীলোকের নাভি গভীর এবং দক্ষিণাবর্ত্ত হইলেই ভোগৈশ্বর্য্য প্রদান করিয়া থাকে। নাভী গাঁইটযুক্ত, সমুত্তান এবং বামাবর্ত্ত হইলে শুভদায়ক হয় না ॥ ৩৪ ॥

কৃশতরা ত্রিবলী সরলাবলী ললিত নর্ম্ম বিনোদবিবর্দ্ধিনী।
ভবতি সা কপিলা কুটিলা কিলা শুভকরী বিরলা মহদাকৃতিঃ॥ ৪০॥

ত্রিবলী কৃশতর এবং সরল হইলে রমণী কাম-কলায় পতির আনন্দবর্দ্ধিনী হয়। ত্রিবলী কপিল বর্ণ (মেটে) লোমবিশিষ্ট, কুটিলাকার, বিরল কেশ কিম্বা স্থূলতর হইলে কখনই শুভকর হয় না।॥ ৪০॥

লোমহীনহৃদয়ং যদা ভবে ন্নিম্নতা বিরহিতং সমায়তম্।
ভোগমেত্য সকলং বরাঙ্গনা সা পুনঃ প্রিয়বিয়োগমালভেৎ॥ ৪১॥

যে রমণীর হৃদযদেশ লোমবিহীন, নিম্নতা বিরহিত, এবং সমায়ত। উপর নীচের পরিমাণ সমান। সেই বরাঙ্গনা সর্ব্বপ্রকার ভোগ সুখ উপভোগ কবিবে, কিন্তু পরিশেষে প্রিয-বিযোগ-দুঃখপ্রাপ্ত হইবে॥ ৪০॥

উদ্ভিন্ন রোমহৃদয়া স্বপতিং নিহন্তি
বিস্তাররূপহৃদয়া ব্যভিচারিণী স্যাৎ।
অষ্টাদশাঙ্গুল মতং হৃদয়ং সুখায়
চেদ্ রোমশং চ বিষমং ন সুখায় কিঞ্চিৎ॥ ৪২॥

যে স্ত্রীলোকের হৃদয়ে রোম উদ্গত হয়, সে আপনার স্বামীকে হত্যা করিয়া থাকে (বিধবা হয)। হৃদয়দেশ দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে সমান হইলে নারী ব্যভিচারিণী হয়। হৃদয অষ্টাদশাঙ্গুল পরিমিত হইলে সুখেব নিমিত্ত হয়; কিন্তু লোমপূর্ণ এবং বিষমহৃদয় কোন সুখই প্রদান করে না॥ ৪২॥

উন্নতং পীবরং শস্তং হৃদয়ং বরযোষিতাম্
অপীবর মিদং নীচং পৃথু দৌর্ভাগ্য সূচকম্॥ ৪৩॥

উত্তমা স্ত্রীগণের হৃদয় উন্নত, পীবর এবং প্রশস্ত হয়। ইহার বিপরীত অর্থাৎ অনুন্নত, নিম্ন এবং সংকীর্ণ হইলে কেবল দৌর্ভাগ্যেরই সূচনা করিয়া থাকে॥ ৪৩॥

যে সকল স্ত্রীলোকের স্কন্ধদেশ কুটিল অর্থাৎ বক্রভাবাপন্ন, তাহারা মদান্ধা (অহঙ্কারী) হয়। স্কন্ধদেশ স্থূল হইলেও ঐ প্রকার মদান্ধা হয়। স্কন্ধদেশ লোমাচ্ছন্ন হইলে শীঘ্রই বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৯ ॥

স্রস্তাংসা সহতাংসা চ ধন্যা ভবতি ভামিনী।
তুঙ্গাংসা বিধবা জ্ঞেয়া বিমাংসাংসা তথৈব চ ॥ ৫০ ॥

যাহার অংসদেশ স্রস্ত (নিম্নভাবাপন্ন) কিম্বা সংহত (দৃঢ়, সমাংস) সেই কামিনীই ধন্যা। অংসদেশ তুঙ্গ অর্থাৎ উন্নত হইলে তাহাকে বিধবা বলিয়াই জানিবে। অংস মাংসরহিত হইলেও উক্তরূপ ফল অর্থাৎ বৈধব্য সংঘটন করে ॥ ৫০ ॥

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিকং যুগ্মং যৎ পদ্মকলিকা সমম্।
বহুভোগায় নারীণাং নির্ম্মিতং বিধিনা পুরা ॥ ৫১ ॥

নারীগণের বহুবিধ ঐশ্বর্য্য ভোগের নিমিত্তই পুরাকালে বিধাতা তাহাদিগের জন্য পদ্মকোরক সদৃশ হস্তের অঙ্গুষ্ঠযুগ্ম (বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

করতলং ভুজয়োর্যদি কোমলং
বিমলপদ্মনিভং চ সমুন্নতং।
নিজপতেঃ কুসুমায়ুধ বর্দ্ধকং
নিগদিতং মুনিনা বিধিনোদিতং ॥ ৫২ ॥

মুনিগণ, বিধাতা কর্ত্তৃক কথিত এই বাক্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে কামিনীর করতল সুকোমল, বিমল কমলসদৃশ (বর্ণ বিশিষ্ট) এবং সমুন্নত, সে আপন স্বামীর অনঙ্গ-লালসা পরিবর্দ্ধন করে (অত্যন্ত পতিপ্রিয়া হয়) ॥ ৫২ ॥

স্বচ্ছরেখাকুলং ভদ্রং নো ভদ্রং হীন রেখয়া।
অভদ্রং রেখয়া হীনং বৈধব্যং চাতি রেখয়া ॥ ৫৩ ॥

করতলের রেখাগুলি স্বচ্ছ অর্থাৎ অতি পরিষ্কার হইলে শুভ হয়। রেখা-

যদা প্রদক্ষিণাকারো নদ্যাবর্ত্তঃ প্রজায়তে।
চক্রবর্ত্তী নৃপ স্ত্রী সা যস্যা পাণিতলেঽমলে ॥ ৫৮ ॥

নির্ম্মল করতলে প্রদক্ষিণাকার (পাক দেওয়া) নদ্যাবর্ত্ত (নদীর পাক) চিহ্ন থাকিলে রমণী রাজচক্রবর্ত্তীর পত্নী হইবে ॥ ৫৮ ॥

আতপত্রং চ কমঠং শংখোঽপি যদি বা ভবেৎ।
নৃপমাতা গুণোপেতা ভব্যাকারা পতিব্রতা ॥ ৫৯ ॥

যে স্ত্রীলোকের হস্তে (করতলে) ছত্র চিহ্ন, কচ্ছপ চিহ্ন কিম্বা শংখ চিহ্ন থাকে, সে নানা গুণে বিভূষিতা, ভব্যাকারা (শান্ত এবং সুন্দর চেহারা) পতিব্রতা এবং রাজমাতা হইবে ॥ ৫৯ ॥

যস্যা বাম করে রেখা তুলা মালোপমা ভবেৎ।
বৈশ্যবামা রমাপূর্ণা নানালঙ্কার মণ্ডিতা ॥ ৬০ ॥

যাহার বামকরে তুলাদণ্ড কিম্বা মালার চিহ্ন থাকে, সে রমণী বৈশ্যবামা (স্বয়ং ব্যবসাদার বা ব্যবসাদারের স্ত্রী) ধন-ধান্যে পরিপূর্ণা এবং নানালঙ্কারে সুশোভিতা হইবে ॥ ৬০ ॥

করতলে গজবাজী বৃষাকৃতিঃ
কৃতিবিদামবলা কিল কোবিদা।
ভবতি সৌধসমা যদি সুভ্রুবাঃ
শশিনিভাঽতি শুভাকিল রেখিকা ॥ ৬১ ॥

করতলে গজ, অশ্ব কিম্বা বৃষচিহ্ন থাকিলে রমণী কার্য্যতত্ত্বজ্ঞগণের মধ্যে পণ্ডিতা হইবে। সুভ্রুর করতলস্থ সৌধচিহ্ন কিম্বা চন্দ্রচিহ্ন অতি শুভফল-দায়ক ॥ ৬১ ॥

ভবতি সা বিমলাঙ্কুশ চামরামল শরাসনবৎ যদি রেখিকা।
গুণ বিভূষিত ভূপতি বল্লভা করতলে শকটেন বিশোঽবলা ॥ ৬২ ॥

পৃষ্ঠরোমাঃ প্রজাঃ শস্তা শ্চিপিটা গদিতা বুধৈঃ
কৃশাঃ কুঞ্চিত পর্ব্বাণো হ্রস্বা রোগ ভয়াবহাঃ॥ ৬৭ ॥
অনেক পর্ব্ব সংযুক্তা উন্নতাঙ্গুলয়োঽশুভা॥ ৬৮ ॥

যোষিৎগণের অঙ্গুষ্ঠ কোমল, সরল এবং গোলাকার হইলে এবং অঙ্গুলিচয় ক্রমকৃশ (মূলে স্থূল এবং ক্রমশঃ সূক্ষ্ম) দীর্ঘাকার ও গোলাকার হইলে এবং অঙ্গুলির পৃষ্ঠদেশে লোম থাকিলে পুত্রপ্রদ এবং শুভজনক হয়॥ বুধগণ বলিয়াছেন যে, অঙ্গুলিচয় চিপিটকাকার (চেপ্টা) কৃশ, কুঞ্চিতপর্ব্ব (পর্ব্বের চর্ম্ম কুঞ্চিত) এবং হ্রস্ব (ছোট) হইলে রোগ এবং ভয়ের উৎপত্তি করিয়া থাকে॥ অঙ্গুলি উন্নত (দীর্ঘ) এবং অনেক পর্ব্বসংযুক্ত হইলে অর্থাৎ পর্ব্বরেখা অধিক হইলে অশুভপ্রদ হয়॥ ৬৬। ৬৭। ৬৮॥

শংখ শুক্তি নিভা নিম্না বিবর্ণা ন নখাঃ শুভাঃ।
কপিলা বক্রিতা রুক্ষা সুভ্রুবঃ সুখ নাশকাঃ॥ ৬৯॥

নখর, শংখ কিম্বা শুক্তি সম হইলে অথবা নিম্ন (মধ্যস্থল চাপা) কিম্বা বিবর্ণ হইলে শুভপ্রদ হয় না। নখর কপিল বর্ণ, বক্র কিম্বা রুক্ষ হইলেও সুভ্রুগণের সুখ নাশ করিয়া থাকে॥ ৬৯॥

যদি ভবন্তি নখেষু মৃগী দৃশাং
সিত রুচো বিরলা যদি বিন্দবঃ।
অতিতরাং কুসুমায়ুধ পীড়য়া
পরজনেন লপন্তি রমন্তি তাঃ॥ ৭০॥

যে মৃগলোচনার নখরোপরি শ্বেতবর্ণের দুই-একটী (বিরলা) বিন্দু দৃষ্ট হয়, সে অত্যন্ত কামাতুরা হইয়া পরজনের সহিত হাস্য-পরিহাস এবং কাম-ক্রীড়া করিয়া থাকে॥ ৭০।

গুপ্তাস্থি পৃষ্ঠ বংশেন মাংসলেন পতিপ্রিয়া।
রোমাকুলেন পৃষ্ঠেন বিধবা ভবতি ধ্রুবং॥ ৭১॥

(ফাটা ফাটা) কিম্বা মাংসবর্জ্জিত হইলে দৌর্ভাগ্য উৎপন্ন করে। কৃষ্ণবর্ণ ওষ্ঠাধর বৈধব্যব্যঞ্জক ॥ ৮১ ॥

উপর্য্যধঃ সমাদন্তাঃ স্তোকরূপাঃ পয়োরুচঃ।
দ্বাত্রিংশদাস্যগা যস্যাঃ সা সদা সুভগা ভবেৎ ॥ ৮২ ॥

যে নারীর উপর এবং নীচে উভয় পাটীর দন্তগুলি সমান, ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ একটী দন্তের উপর অন্য দন্ত না থাকে) দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং গণনায় বত্রিশটী, সে সৌভাগ্যবতী হয় ॥ ৮২ ॥

পীতাঃ স্থূলাঃ কুন্তলাভাঃ শুক্ত্যাকারা নতভ্রুবঃ।
রদা যদাস্থিতা দ্বেধা বিরলা ভাগ্যনাশকাঃ ॥ ৮৩ ॥

স্ত্রীজাতির (নতভ্রু) দন্তগুলি পীতবর্ণ; স্থূল (কোদালে) কৃষ্ণবর্ণ, এবং শুক্তির ন্যায় আকার বিশিষ্ট হইলে অথবা দ্বেধা অর্থাৎ দুইভাগে বিভক্ত ও ফাঁক ফাঁক হইলে ভাগ্য বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

অধোদন্তাধিকত্বেন মাতৃহীনা চ দুঃখিতা।
বিধবা বিকটাকারৈঃ স্বৈরিণী বিরল দ্বিজৈঃ ॥ ৮৪ ॥

নিম্ন পংক্তির দন্তরাজি উপর পংক্তি হইতে সংখ্যায় অধিক হইলে নারী মাতৃ-হীনা এবং দুঃখভাগিনী হয়। দন্তগুলি বিকটাকার হইলে বিধবা এবং বিরল (ফাঁক ফাঁক) হইলে স্বেচ্ছাচারিণী হয় ॥ ৮৪ ॥

কোমলা সরলা রক্তা শ্বেতা চ রসনা শুভা।
স্থূলাগ্রা মধ্যসংকীর্ণা বিকৃতা সুখনাশিনী ॥ ৮৫ ॥

স্ত্রীলোকের জিহ্বা কোমল, সরল, রক্ত অথবা শ্বেতবর্ণ (অথবা রক্ত-শ্বেতবর্ণ) হইলে শুভফল প্রদান করে। জিহ্বার অগ্রভাগ স্থূল কিন্তু মধ্যস্থল সংকীর্ণ হইলে অথবা জিহ্বা বিরূপাকার হইলে সুখ বিনাশ করে ॥ ৮৫ ॥

যে হাস্যে চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত হয় না, কপোলদ্বয় ঈষৎ প্রফুল্ল হয়, দন্ত পংক্তি অলক্ষিত থাকে, সুলোচনাগণের সেই উত্তম হাস্যই স্বামীর শুভকর বলিয়া কথিত হয়॥ ৯০॥

নাসিকা তু লঘুচ্ছিদ্রা সমবৃত্ত পুটা শুভা।
স্থূলাগ্রা মধ্য নম্রাচ ন শস্তা সুভ্রুবো ভবেৎ॥ ৯১॥

সুভ্রুগণের নাসিকার ছিদ্র ক্ষুদ্র এবং উভয় ছিদ্রই সমান এবং গোল হইলেই শুভজনক। নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল এবং মধ্যস্থল নম্র হইলে মঙ্গল-জনক নহে॥ ৯১॥

লোহিতাগ্রা কুঞ্চিতা চ মহা বৈধব্যকারিণী।
দাসিকা চিপিটাকারা প্রলম্বা চ কলিপ্রিয়া॥ ৯২॥

নাসিকার অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ এবং কুঞ্চিত হইলে নারী বালবিধবা হয়। নাসিকা চিপিটাকার (চেপটা) হইলে নারী দাসীবৃত্তি করে এবং দীর্ঘ হইলে কলহপ্রিয়া হয়॥ ৯২॥

রক্তান্তে লোচনে ভদ্রে তদন্তঃ কৃষ্ণতারকে।
কম্বু গোক্ষীর ধবলে কোমলে কৃষ্ণ পক্ষ্মিণী॥ ৯৩॥

যে চক্ষুর অন্তিম ভাগ (নয়ন কোণ) রক্তবর্ণ, তারকা কৃষ্ণবর্ণ অবশিষ্ট ভাগ শংখ বা গো-দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ এবং পক্ষ্ম (ভোমা) কৃষ্ণবর্ণ সেই চক্ষুই মঙ্গলপ্রদ॥ ৯৩॥

অল্পায়ু রুন্নতাক্ষী চ বৃত্তাক্ষী কুলটা ভবেৎ।
অজাক্ষী কেকরাক্ষী চ কাসরাক্ষী চ দুর্ভগা॥ ৯৪॥
পিঙ্গাক্ষী চ কপোতাক্ষী দুঃশীলা কামবর্জ্জিতা।
কোটরাক্ষী মহাদুষ্টা রক্তাক্ষী পতিঘাতিনী॥ ৯৫॥

চক্ষুর উন্নত হইলে নারী অল্পায়ুঃ হয়, গোলাকার হইলে কুলটা হয়।

বর্ত্তুলা কোমলা শ্যামা ভ্রূর্য্যদা ধনুরাকৃতিঃ।
অনঙ্গ রঙ্গ জননী বিজ্ঞেয়া মৃদুলোমশা ॥ ১০০ ॥
পিঙ্গলা বিরলা স্থূলা সরলা মিলিতা যদি।
দীর্ঘলোমা বিলোমা চ ন প্রশস্তা নতভ্রুবাং ॥ ১০১ ॥

যে ভামিনীর ভ্রূলতা গোলাকার, কোমল লোমবিশিষ্ট, ধনুকের ন্যায় বক্র এবং সূক্ষ্মলোমযুক্ত, সে অনঙ্গলীলায় স্বামীর আনন্দদায়িনী হয় ॥ ১০০ ॥

ভ্রূ যদি পিঙ্গলবর্ণ, বিরল লোমবিশিষ্ট, অত্যন্ত স্থূল, সরল (সোজা) মিলিত (অর্থাৎ উভয় ভ্রূর মধ্যে বিভেদের চিহ্ন থাকে না, এক ভ্রূর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, ইহাকে জোড়া ভ্রূ বলে না) দীর্ঘ লোমবিশিষ্ট কিম্বা লোমহীন হয়, তাহা হইলে সে ভ্রূ নতভ্রূভামিনীদিগের মঙ্গলদায়ক নহে ॥ ১০১ ॥

প্রলম্বৌ বর্ত্তুলাকারৌ কর্ণৌ ভদ্রফলপ্রদৌ।
শিরালৌ চ কৃশৌ নিন্দ্যৌ শষ্কুলী পরিবর্জ্জিতৌ ॥ ১০২ ॥

কর্ণদ্বয়, দীর্ঘ এবং গোলাকার হইলেই শুভফল প্রদান করে। শিরাল, কৃশ এবং শষ্কুলী (কর্ণ রন্ধ্র) পরিবর্জ্জিত কর্ণ (অর্থাৎ যে কর্ণের ছিদ্র পরিলক্ষিত হয় না) তাহা নিন্দনীয় ॥ ১০২ ॥

উন্নত স্ত্র্যঙ্গুলো ভালঃ কোমলশ্চ নতভ্রুবাং।
অর্দ্ধচন্দ্র নিভো নিত্যং সৌভাগ্যারোগ্য বর্দ্ধকঃ ॥ ১০৩ ॥

নতভ্রু নারীদিগের ললাটদেশ উন্নত, (ভিটেকপালী নহে) তিন অঙ্গুল বিস্তৃত, কোমল এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইলে সৌভাগ্য এবং আরোগ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥ ১০৩ ॥

ব্যক্ত স্বস্তিক রেখয়াকুল মলং নার্য্যা ললাট স্থলং
সৌভাগ্যামল ভোগকৃৎ তদলিকং লম্বায়মানং যদি।
অদ্ধা দেবরমাশু হন্তি নিতরাং রোমাকুলং রোগদং
রেখাহীন মনঙ্গ ভঙ্গ জনকং জ্ঞেয়ং বুধৈঃ সর্ব্বদা ॥ ১০৪ ॥

প্রথমত স্তনয়ং পরিসূয় সা
কৃতিবরং বিধবা তদনন্তরং ॥ ১১১ ॥

বাম স্তনোপরি কমলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট অরুণবর্ণ লাঞ্ছন থাকিলে সুলোচনা প্রথম বয়সে কৃতিবান্ পুত্র প্রসব করিয়া পরে বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হইবে ॥ ১১১ ॥

লসতি বাল মধুব্রত সন্নিভং
শুভদৃশস্তিলকং গুদদক্ষিণে।
নরপতে রবলা কমলালয়া
নৃপ মপত্য মরং জনয়ে দলং ॥ ১১২ ॥

যে সুলোচনার মলদ্বারের দক্ষিণভাগে শিশু-মধুমক্ষিকার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট তিলচিহ্ন থাকিবে, সেই অবলা কোন নরপতির রাজলক্ষ্মী হইবে এবং তাহার পুত্রও রাজেশ্বর হইবে ॥ ১১২ ॥

মশকোঽপি চ নাসিকাগ্রগামী
সুদৃশো বিদ্রুমকান্তি রর্থ দায়ী।
অলিপক্ষ নবাভ্র রূপধারী
পতিহন্ত্রী কিল পুংশ্চলী বিশেষাৎ ॥ ১১৩ ॥

সুলোচনার নাসিকাগ্রস্থিত বিদ্রুম (রক্ত) বর্ণ মশক (মাছতে) অর্থ প্রদান করে; কিন্তু উক্ত মশক, ভ্রমরপক্ষ কিম্বা নব-নীরদতুল্য কৃষ্ণবর্ণ হইলে নারী পতিহন্ত্রী বিশেষতঃ পুংশ্চলী হয় ॥ ১১৩ ॥

যদি নাভেরধোভাগে তিলকং লাঞ্ছনং স্ফুটং।
সৌভাগ্যসূচকং জ্ঞেয়ংমশকো বা নতভ্রুবাং ॥ ১১৪ ॥

নতভ্রু নারীগণের নাভির অধোভাগে তিল, লাঞ্ছন বা মশকচিহ্ন থাকিলে সৌভাগ্য প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১৪ ॥

বিলসতি ভগভালে দক্ষিণাবর্ত্ত রূপঃ

কুবলয় নয়নায়াঃ কোমলো লোম সংঘঃ।

নরপতি কুলভর্ত্তুঃ কামিনী মানিনীনা

মিহ ভবতি বদান্যা সৈব ধন্যা বিশেষাৎ ॥ ১১৯ ॥

যে কুবলয় লোচনার যোনিপৃষ্ঠে কোমল লোমসমূহ দক্ষিণাবর্ত্তে অবস্থিত থাকে, (অর্থাৎ ডান পাকের গোলা থাকে) সেই কামিনী মানিনীদিগের মধ্যে রাজপত্নী, বদান্যা, বিশেষতঃ ধন্যা হইবে ॥ ১১৯ ॥

কণ্ঠাবর্ত্তা ভবতি কুলটা ভর্ত্তৃহন্ত্রী কুরূপা

পৃষ্ঠাবর্ত্তা কঠিন হৃদয়া স্বামীহন্ত্রী কুলঘ্নী।

আবর্ত্তৌ বা ভবত উদরে দ্বাবিহৈকোঽপি যস্যাঃ

সাপি ত্যাজ্যা কৃতিভি রবলা লক্ষণজ্ঞৈস্তু দূরাৎ ॥১২০॥

যাহার কণ্ঠে লোমের আবর্ত্ত (গোলা) থাকে, সে নারী কুলটা পতিঘাতিনী এবং কুরূপা হয়। পৃষ্ঠদেশে আবর্ত্ত থাকিলে রমণীগণ নির্দ্দয়হৃদয়া. স্বামী-বিনাশিনী এবং কুলনাশিনী হয়। যে যুবতীর উদরদেশে একটী বা দুইটী আবর্ত্ত থাকে, সামুদ্রিক-লক্ষণজ্ঞ জ্ঞানিগণ তাহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১২০ ॥

সীমন্তে চ ললাটে বা কণ্ঠে বাপি নতভ্রুবঃ।

লোম্না মাবর্ত্তকো দক্ষো বামো বৈধব্য সূচকঃ ॥ ১২১ ॥

সীমন্তিনীগণের সীমন্ত, ললাট কিম্বা কণ্ঠদেশের দক্ষিণদিকস্থ আবর্ত্ত সৌভাগ্যজনক ; কিন্তু বামভাগস্থ আবর্ত্ত দুর্ভাগ্য এবং বৈধব্যের সূচক ॥১২১॥

যাভিরেব বরদো মহেশ্বরঃ

পূজিতঃ কিল পুরা ব্রতাদিভিঃ।

পার্ব্বতীচ পরিপূজিতা মুদা
ভক্তিযোগ বিধিনা সুবাসিনী ॥ ১২২ ॥

ভূষিতামল বিভূষণাদিভিঃ
ক্ষালিতং বপুরনেকধা পুরা।
তীর্থরাজ পয়সা ভবন্তি তা
লক্ষণৈরিহ শুভৈঃ সুলক্ষণাঃ ॥ ১২৩ ॥

যাঁহারা পূর্ব্বজন্মে নানাবিধ ব্রত করিয়া আনন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়াছেন, ভক্তিযোগ সহকারে বস্ত্রালঙ্কারে তাঁহাদের পূজা করিয়াছেন, তীর্থরাজসলিলে বারম্বার তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়াছেন, সেই সকল সৎকার্য্যকারিণী সীমন্তিনীগণই পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ শুভলক্ষণ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ১২২।১২৩ ॥

কৃতং নহিতপো যয়া নগজয়া সমারাধিতো
হরির্নহি রবিব্রতং নহি কৃতং চ তীর্থাটনং।
ধনং নহি ধরামরে পরম মর্পিতং তর্পিতং
গুরোঃ কুল মিহাঙ্গনা ভবতি সৈব দীনাঙ্গনা ॥১২৪॥

যে রমণী পূর্ব্বজন্মে কখন ভগবতী গিরিনন্দিনীর তপস্যা করে নাই, ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করে নাই, ভাস্করের উদ্দেশে কোনরূপ ব্রত করে নাই, তীর্থ পর্য্যটন করে নাই, ভূদেব ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করে নাই, কিম্বা গুরুকুলের তৃপ্তিসাধন করে নাই, সেই রমণীই ইহসংসারে দীনাঙ্গনা হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করে ॥ ১২৪ ॥

যতঃ সুলক্ষণৈ রেষা যোষা হীনায়ুষং পতিং।
দীর্ঘায়ুষং সুচরিতৈঃ প্রকরোতি সুখাস্পদং ॥ ১২৫ ॥

যদি জানিতে পারা যায় যে, কন্যা সামুদ্রিক বিচারানুসারে কুলক্ষণাক্রান্ত হইয়া অথবা জাতক শাস্ত্রানুসারে কুযোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলে পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত বিধি অনুসারে তাহার বিবাহ দিবে ॥ ১২৯ ॥

জীবনাথবিদুষাত্র কামিনীলক্ষণং বুধমনোমুদে ময়া।
স্কন্দকুম্ভভবয়োর্বিবাদজং ব্যাসগীতমখিলং প্রকাশিতম্ ॥ ১৩০ ॥

কার্ত্তিকেয় অগস্ত্য সংবাদে প্রকাশিত, মহর্ষি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক কথিত কামিনী-লক্ষণ সমুদায়, বুধগণের মনোরঞ্জনার্থ পণ্ডিত জীবনাথ কর্ত্তৃক এস্থলে বিবৃত হইল ॥ ১৩০ ॥

একাদশাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

অথ মারককারকাধ্যায়দ্বাদশঃ

ত্রিকোণ ভবনাধিপাঃ শুভ ফলাস্তু সর্ব্বে
গ্রহাস্ত্রিবৈরিভবভাবপাঃ খলফলা নিরুক্তা বুধৈঃ।
ভবন্তি যদি কেন্দ্রপাঃ শুভখগা ন শস্তা
নৃণামতীব শুভদায়কাঃ খল খচারিণো জন্মনি ॥ ১ ॥

এই শ্লোকে গ্রহগণের শুভাশুভত্ব বর্ণিত হইতেছে। সপ্ত গ্রহের মধ্যে চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র শুভগ্রহ এবং রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতু পাপগ্রহ মধ্যে গণ্য। কিন্তু শুভগ্রহগণ কেবল মাত্র শুভফলের এবং পাপগ্রহগণ অশুভ ফলের প্রদাতা নহেন। জাতকের পক্ষে কোন্ গ্রহ শুভফলদাতা, কোন্ গ্রহই বা অনিষ্টকারী, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে।

বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, গ্রহগণ ত্রিকোণ অর্থাৎ জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম কিম্বা নবম স্থানের অধিপতি হইলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকেন। উক্ত স্থানদ্বয়ে পাপগ্রহগণও যখন শুভফলের প্রদাতা, তখন শুভগ্রহগণ যে শুভতর

জাত ব্যক্তির ৬৪ হইতে ৯৬ বৎসরের মধ্যে মারক-বিচার কার্য্য। অতঃপর অল্পাদি আয়ুর্যোগ কথিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

চেদঙ্গপো যদি রবে ররিরেব হীনং
পূর্ণং সুহৃদ্ যদি সমঃ সমমায়ু রাহুঃ।
বা লগ্নপো হিত সমারি পদেঽপি পূর্ণং
মধ্যং চ হীন মিহ জাতক তত্ত্ব বিজ্ঞাঃ ॥৪॥

জাতক-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, অঙ্গপ অর্থাৎ লগ্নেশ্বর রবির অরি (শত্রু বা অধিশত্রু) হইলে হীনায়ুঃ (অল্প), সুহৃদ্ (মিত্র বা অধিমিত্র) হইলে পূর্ণায়ুঃ (দীর্ঘ) এবং সম হইলে সমায়ুঃ (মধ্য) হইবে। লগ্নেশ্বর মিত্র-গৃহে, সমগৃহে কিম্বা শত্রুগৃহে থাকিলেও যথাক্রমে দীর্ঘ, মধ্য ও অল্পায়ুঃ জানিবে। কেহ কেহ বলেন যে, এই যোগোক্ত আয়ুর্বিচার নৈসর্গিক মিত্রা-মিত্র-চক্র হইতে করিতে হইবে, তাৎকালিক মিত্রামিত্র-চক্র হইতে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে মারকরাশি ও মারকস্থান নির্ণয় করা হইতেছে ॥ ৪ ॥

অষ্টমর্ক্ষং তৃতীয়ঞ্চ বুধৈরায়ু রুদাহৃতম্।
দ্বিতীয়ং সপ্তমং স্থানং মারক স্থান মুচ্যতে ॥ ৫ ॥

জন্মলগ্নের অষ্টম স্থানকেই বুধগণ আয়ুঃস্থান কহেন। উক্ত অষ্টম স্থানকে লগ্ন ধরিলে তাহার অষ্টম অর্থাৎ জন্মলগ্নের তৃতীয় স্থান, সুতরাং আয়ুর আয়ুঃস্থান অতএব তৃতীয় ও অষ্টমস্থান আয়ুঃস্থান। উক্ত আয়ুঃস্থানদ্বয়ের দ্বাদশস্থান অর্থাৎ লগ্নের দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থানই আয়ুর ব্যয় বা বিলয়স্থান। উক্ত স্থান দ্বয়কেই মারকস্থান এবং তদধিপতিদ্বয়কেই মারকেশ কহে। তন্মধ্যে সপ্তমেশ অপেক্ষা দ্বিতীয়েশ মুখ্য মারক ॥ ৫ ॥

মারকেশ দশা পাকে মারকস্থস্য পাপিনঃ।
পাকে পাক যুজাং পাকে সম্ভবে নিধনং দিশেৎ ॥ ৬ ॥

সম্ভব হইলে মারকেশ অর্থাৎ দ্বিতীয়েশ কিম্বা সপ্তমেশ্বরের দশাকালে, মারক-স্থানস্থিত কোন পাপগ্রহের দশাকালে, অথবা মারকেশযুক্ত কোন পাপগ্রহের দশাকালে মৃত্যু নির্দ্দেশ করিবে। এস্থলে পাপগ্রহ শব্দে নৈসর্গিক পাপগ্রহ নহে। ত্রিষডায়পতি এবং অষ্টমেশকেই এস্থলে পাপগ্রহ শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। "সম্ভব হইলে মৃত্যু বলিবে," এই কথা বলার একটু তাৎপর্য্য আছে যদি কোন মধ্যায়ুঃ বা দীর্ঘায়ুর্যোগজাত মনুষ্যের অল্পায়ুঃ বা মধ্যায়ুষ্কাল অর্থাৎ ৩২ বা ৬৪ বৎসর বয়সের মধ্যে মারকগ্রহ দশা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে স্থলে মৃত্যু সম্ভব নহে। ত্রিবিধ আয়ুর্যোগের মধ্যে যাহার যে যোগে জন্ম হইয়াছে, তাহার সেই যোগের মধ্যে কোন মৃত্যু-প্রদ গ্রহের দশা ও অন্তর্দ্দশা উপস্থিত হইলে মৃত্যু হইবে। দশাপতি ও অন্তর্দ্দশাপতি উভয়ই মারকগ্রহ হইবে, নতুবা একগ্রহ মারক হইলে মৃত্যু হইবে না॥ ৬॥

অসম্ভবে ব্যয়াধীশ দশায়াং মরণং নৃণাং।
অভাবে ব্যয় ভাবেশ সম্বন্ধি গ্রহ ভুক্তিষু॥ ৭॥

তদভাবেঽষ্টমেশস্য দশায়াং নিধনং পুনঃ।
দুষ্ট তারাপতেঃ পাকে নির্ব্বাণং কথিতং বুধৈঃ॥ ৮॥

পূর্ব্ব শ্লোকে দ্বিতীয়েশ, দ্বিতীয়স্থ পাপগ্রহ ও দ্বিতীয়েশ যুক্ত পাপগ্রহ; সপ্তমেশ, সপ্তমস্থ পাপগ্রহ ও সপ্তমেশ যুক্ত পাপগ্রহ, এই ছয়টিকে মনুষ্যের মৃত্যুপ্রদ বলা হইয়াছে। প্রাপ্ত আয়ুর্যোগ মধ্যে যদি উক্ত মৃত্যুপ্রদ গ্রহগণের কাহারও দশান্তর্দ্দশা উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে দ্বাদশেশ দশায় মৃত্যু বলিবে। দ্বাদশপতির দশা উপস্থিত না থাকিলে দ্বাদশেশ্বর সহ পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ চতুষ্টয়ের অন্যতম সম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য কোন গ্রহের দশায় মৃত্যু নির্দ্দেশ করিবে॥ ৭॥

তাহারও অভাব হইলে অষ্টমেশের দশায় মনুষ্যের মৃত্যু হইবে। বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, দুষ্ট তারাপতির পাকে (দশায়) মনুষ্যের নিধন হইয়া

১ম কেন্দ্রপতি সহ কোণপতিদ্বয়ের লগ্ন, চতুর্থ এবং দশম এই স্থানত্রয়ে সহস্থান বা পূর্ণেক্ষণ সম্বন্ধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

যত্র কুত্রাপি কেন্দ্রেশ স্ত্রিকোণ পতিনা যুতঃ।
সবলো মনুজো রাজা দুর্ব্বলো ধনপোভবেৎ ॥ ১৩ ॥

কেন্দ্রপতি, ত্রিকোণপতি সহ যুক্ত হইয়া যে ভাবেই অবস্থান করুন না কেন, মনুষ্যের ভাগ্যোদয় করিবেন। উক্ত কেন্দ্র কোণপতি বলশালী হইলে মনুষ্য রাজা এবং দুর্ব্বল হইলে ধনপতি হইয়া থাকে।

"লক্ষ্মী স্থানং ত্রিকোণঞ্চ বিষ্ণু স্থানঞ্চ কেন্দ্রকং", ত্রিকোণদ্বয়কে লক্ষ্মী স্থান এবং কেন্দ্র চতুষ্টয়কে বিষ্ণু স্থান কহে। লক্ষ্মী ধন সম্পত্তি এবং বিষ্ণু প্রতাপ বা পালন শক্তি। ধন এবং ক্ষমতার একত্রীভাব ভিন্ন মনুষ্যের ভাগ্যোদয় ঘটে না। কেন্দ্র কোণপতির সম্বন্ধও এই ধন ও শক্তির সম্বন্ধ মাত্র। পুনশ্চ "পঞ্চমং নবমঞ্চৈব বিশেষং ধন মুচ্যতে। চতুর্থ দশমঞ্চৈব বিশেষং সুখ মুচ্যতে॥" পঞ্চম ও নবম এই কোণদ্বয় ধন স্থান এবং চতুর্থ ও দশম এই কেন্দ্রদ্বয় সুখস্থান। কেন্দ্র কোণপতির সম্বন্ধ ধন ও সুখের সংযোগ মাত্র। এই শেষোক্ত শ্লোকে লগ্নেশ ও সপ্তমেশ এই দুই কেন্দ্রপতির কথা উল্লিখিত হয় নাই। লগ্নেশ কেন্দ্রপতিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল এবং সপ্তমেশ মারক গ্রহ। সপ্তমেশ সৌভাগ্যের যোগকারক হইলে সে সৌভাগ্য প্রায় মনুষ্যের মৃত্যুকালেই উপস্থিত হয়, ভোগ হয় না। সুতরাং চতুর্থ ও দশম পতি এবং পঞ্চম ও নবম পতি এই গ্রহ চতুষ্টয়ের সম্বন্ধই রাজযোগকারক।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৮ম ও ১১শ গৃহপতি পাপফলপ্রদ। এই গ্রহ চতুষ্টয় রাজযোগের ভঙ্গকারক। সম্বন্ধ বিশিষ্ট কেন্দ্র কোণপতির সহ উক্ত গ্রহ চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন গ্রহ সম্বন্ধ বিশিষ্ট হইলেই রাজযোগ ভঙ্গ হইয়া যায়। তৃতীয় স্থান কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ষষ্ঠ স্থান মাতুল, অষ্টম স্থান মৃত্যু এবং একাদশ স্থান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্রবধূ বা জামাতা। ইহাদের মধ্যে কাহারও কাছে মনুষ্য স্বকীয় ক্ষমতা বা দর্প প্রকাশ করিতে পারে না॥ ১৩ ॥

বুধের ক্ষেত্র কন্যা ও মিথুন রাশি যদি লগ্নের পঞ্চম স্থান হয় এবং বুধ পঞ্চমে স্বক্ষেত্রে এবং চন্দ্র ও মঙ্গল একত্রে একাদশে অবস্থান করেন, তাহা হইলে মনুষ্য বহু দ্রব্যের অধিপতি হইবে ॥ ১৭ ॥

পঞ্চমেতু গুরুক্ষেত্রে সগুরৌ যদি জন্মনি।
লাভগাবিন্দু ভূপুত্রৌ পৃথ্বীপতি সমোনরঃ ॥ ১৮ ॥

এক্ষণে সিংহ ও বৃশ্চিক লগ্ন জাতকের ধন যোগ কথিত হইতেছে। যদি জন্মকালে বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে পঞ্চমস্থ হন এবং লাভ স্থানে অর্থাৎ উক্ত বৃহস্পতির সপ্তমে মঙ্গল এবং চন্দ্র একত্রে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে মনুষ্য পৃথ্বীপতির সমকক্ষ হইবে ॥ ১৮ ॥

পঞ্চমে নিজভে শুক্রে লাভে রবি সুতে যদা।
ভোক্তা মণিসুবর্ণানা মধিপো জায়তে নরঃ ॥ ১৯ ॥

এক্ষণে মিথুন ও মকর লগ্ন জাতকের ধন যোগ কথিত হইতেছে। শুক্র নিজ ক্ষেত্রে পঞ্চমস্থ এবং শনি একাদশ ভাবগত হইলে মনুষ্য ভোক্তা এবং স্বর্ণ রত্নাদির অধিপতি হয়। মিথুন লগ্নে শুক্র তুলায় এবং শনি মেষে; মকর লগ্নে শুক্র বৃষে এবং শনি বৃশ্চিকে হইলেই এই যোগ হয়। ইহাতে স্বক্ষেত্রা পঞ্চমেশের সহিত শনির পূর্ণেক্ষণ সম্বন্ধ রহিল ॥ ১৯ ॥

পঞ্চমেতু মৃগে কুম্ভে সমন্দে যস্য জন্মনি।
বুধে লাভালয়ে তস্য সর্ব্বত্র দ্রবিণোন্নতি ॥ ২০ ॥

শনি যুক্ত মকর ও কুম্ভ রাশি যদি লগ্নের পঞ্চম স্থান হয় এবং বুধ একাদশে অবস্থিতি করেন. তাহা হইলে মনুষ্যের সর্ব্বত্র ধন সমৃদ্ধির উন্নতি হয়। এই যোগ কেবল কন্যা ও তুলা লগ্নেই সম্ভব। স্বক্ষেত্রী পঞ্চমেশের সহিত কন্যা লগ্নে দশমেশ্বরের এবং তুলা লগ্নে নবমেশ্বরের ২য় সম্বন্ধ হইল ॥ ২০ ॥

গুরুভে গুরুসংযুক্তে জন্মলগ্ন গতে সতি।
চন্দ্রাঙ্গারযুতে যস্য তস্য লক্ষ্মীরচঞ্চলা ॥ ২৫ ॥

গুরু ক্ষেত্র অর্থাৎ ধনু ও মীন লগ্নে যদি চন্দ্র ও মঙ্গল সহ সংযুক্ত হইয়া বৃহস্পতি লগ্নস্থ হন, তাহা হইলে মনুষ্যের ভাগ্য-লক্ষ্মী চিরকাল অচঞ্চলা থাকেন ॥ ২৫ ॥

শুক্ররাশিগতে লগ্নে সসিতে যদি জন্মনি।
চন্দ্রজাদিত্যজাভ্যাং তু যুতে দৃষ্টে ধনাধিপঃ ॥ ২৬ ॥

শুক্রের ক্ষেত্রদ্বয় বৃষ ও তুলা লগ্নে, যদি বুধ ও শনি কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হইয়া লগ্নেশ শুক্র লগ্নস্থ হইলে জাতক ধনাধিপ হইবে ॥ ২৬ ॥

যে যে গ্রহা ধর্ম্মপবুদ্ধিপাভ্যাং
যুক্তাশ্চ দৃষ্টাশ্চ সুখপ্রদাস্তে।
রন্ধ্রেশ্বরাদি ব্যয়পৈর্যুতাঃ স্যুঃ
শোকপ্রদা মারকনায়কৈশ্চ ॥ ২৭ ॥

এক্ষণে সংক্ষেপে গ্রহগণের শুভাশুভ ফলদাতৃত্ব শক্তি বর্ণিত হইতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পঞ্চমেশ ও নবমেশ শুভফলদাতা, দুঃস্থান পতিত্রয় অশুভকারী, এবং দ্বিতীয়েশ ও সপ্তমেশ মারক। অতএব যে যে গ্রহ শুভফল-দাতা পঞ্চমেশ ও দশমেশ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত তাঁহারাই শুভফলদাতা অর্থাৎ দশাকালে শুভফল প্রদান করেন। গ্রহগণ দুঃস্থানপতি কর্ত্তৃক কিম্বা কোন মারকেশ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে তাঁহাদিগের দশাকালে কেবল শোক ও দুঃখ উপস্থিত হয় ॥ ২৭ ॥

যদাঙ্গনাথ স্ত্রিক ভাব নাথৈ
যুর্তেক্ষিতঃ পাপযুতোঽথবা স্যাৎ।
পুত্রেশ্বরেণাপি যুতে বিলগ্নে
শুভৈরদৃষ্টে চ ভবেদৃণী সঃ॥ ৩২॥

কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইয়া যদি লগ্নেশ্বর ত্রিক অর্থাৎ ষষ্ঠ অষ্টম কিম্বা দ্বাদশপতি কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হন কিম্বা অন্য কোন পাপ গ্রহ সহ যুক্ত হন, তাহা হইলে জাতক মহা নির্ধন হয়; এমন কি উক্ত প্রকার লগ্নেশ্বর পঞ্চমেশ সহ সংযুক্ত হইয়া লগ্নস্থ হইলেও মনুষ্য ঋণজালে আবদ্ধ হয়॥ ৩২॥

অস্তারি নীচ ত্রিক ভাবগে বা
লগ্নেশ্বরে মারকনাথ যুক্তে।
ভাগ্যাধিপে বাথ শুভৈরদৃষ্টে
ভবেদৃণীশো মনুজেশ্বরোঽপি॥ ৩৩॥

যদি কোন মারকেশ সহ যুক্ত হইয়া লগ্নেশ্বর কিম্বা ভাগ্যেশ্বর অস্তগত নীচস্থ, ষষ্ঠ অষ্টম কিম্বা দ্বাদশস্থ হন এবং তাঁহাদিগের প্রতি কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে জাতক রাজেশ্বর হইলেও অধমর্ণের প্রধান হইবে॥ ৩৩॥

চন্দ্রাক্রান্তো নবাংশেশো মারকেশ যুতো যদি।
মারকস্থানগো বাপি জাতোঽসৌ নির্ধনো নরঃ॥ ৩৪॥

চন্দ্র যে গ্রহের নবাংশে অবস্থিত, সেই গ্রহ মারক স্থান গত কিম্বা মারকেশ সহ যুক্ত হইলে জাতক নিধন হয়॥ ৩৪॥

শুভস্থান গতে পাপে পাপ স্থান গতে শুভে।
কদাচিল্লভতেচান্নং বস্ত্রার্থং চিন্তয়ান্বিতঃ॥ ৩৫॥

চন্দ্র এবং আদিত্য একত্রে ধনস্থানে অবস্থান করিলে মনুষ্য নিশান্ধ (রাতকাণা) হয়। সূর্য্য, লগ্নপতি এবং কোশেশ্বর (২শ) একত্রে ধনস্থানগত হইলে চক্ষুর দৃষ্টিমন্দতা উৎপন্ন করে। ইহাদিগের সহ সুখ অর্থাৎ মাতৃভাবপতি সংযুক্ত হইলে মাতার, পিতৃভাবপতি (১০শ) সংযুক্ত হইলে পিতার ইত্যাদি ক্রমে যে ভাবপতি সংযুক্ত হইবে, তাহারই দৃষ্টিক্ষীণতা বা অন্ধতা অনুভব করিবে। উক্ত যোগকারক গ্রহগণ উচ্চস্থ, কিম্বা স্বক্ষেত্রস্থ হইলে সম্পূর্ণ দোষকারক হন না। উপলক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, উক্ত গ্রহগণের বলহীনতাই দৃষ্টি-হীনতার হেতু ॥ ৬।৭ ॥

গুরুবাগ্‌ভবনাধীশৌ ত্রিকস্থান গতৌ যদা।
মূকতাং কুরুতোঽপ্যেবং পিতৃমাতৃ গৃহেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥
তাভ্যাং যুত স্ত্রিকস্থানে তেষাং মূকত্বমাদিশেৎ।
বলাবল বিবেকেন জাতকজ্ঞো বিশেষতঃ ॥ ৯ ॥

দ্বিতীয় এবং পঞ্চম স্থানকে বাক্যস্থান কহে। এস্থলে বাগ্‌ভবন শব্দে ধনস্থান। বৃহস্পতি এবং ধনাধিপতি উভয়েই দুঃস্থান গত হইলে মনুষ্য মূকতা প্রাপ্ত (বোবা) হয়। পিতৃ গৃহাধিপতি (১০শ) অথবা মাতৃ গৃহাধিপতি উক্ত মূকতা কারক (ধনেশ ও গুরু) গ্রহসহ সংযুক্ত হইলে জাতকের পিতার বা মাতার মূকতা নির্দ্দেশ করিবে। উপলক্ষণে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, উক্ত দুঃস্থান গত গুরু ও ধনেশ্বরের সহ যে ভাবপতি সংযুক্ত থাকিবেন, তদ্‌ভাবোল্লিখিত ব্যক্তিই মূকতা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু জাতক তত্ত্বজ্ঞগণ এস্থলে গ্রহের বলাবল বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। গ্রহ দুর্ব্বলত্বাদি দোষ দূষিত হইলেই জাতকাদির সম্পূর্ণ মূক হইবার সম্ভাবনা। গ্রহগণ সবল হইলে এবং শুভগ্রহের দৃষ্টি যোগ থাকিলে সম্পূর্ণ মূকত্ব ঘটিবে না ॥ ৮।৯ ॥

ধনাধিপো মান নবায় ভাবে বলী যদা তিষ্ঠতি জন্মকালে।
রমা বিহারালয় বাসিনী বা নিজোচ্চ মিত্রালয়গো জনানাং ॥ ১০ ॥

মনুষ্যের জন্মকালে ধনাধিপতি বলবান্ হইয়া কিম্বা উচ্চস্থ স্বক্ষেত্রস্থ বা মিত্র ক্ষেত্রেস্থ হইয়া লগ্ন হইতে নবম দশম কিম্বা একাদশ ভাবগত হইলে লক্ষ্মী সর্ব্বদা তাহার আলয়ে অবস্থান করেন ॥ ১০ ॥

অথ সহজভাব বিচারঃ।

সহজে সহজাধীশে ষড়াদি ত্রয়গেঽপিবা।
সহজেঽপি বিশেষেণ ভ্রাতুঃ সৌখ্যং ন জায়তে ॥ ১১ ॥

সহজ স্থানের অধিপতি সহজ ভাবস্থ কিম্বা ষড়াদি দুঃস্থান গত হইলে মনুষ্যের ভ্রাতৃসুখ হয় না। মূলে, "সহজেঽপি বিশেষেণ" বলিয়া সহজ স্থানের দুইবার উল্লেখ আছে। ইহাতে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, ভ্রাতৃভাবপতির দুঃস্থানে অবস্থান অপেক্ষা তৃতীয় ভাবে অবস্থান বিশেষ অনিষ্টের হেতু। সাধারণ নিয়মানুসারে ভাবাধিপতি স্বকীয় ভাবে অবস্থান করিলেই সেই ভাবের পুষ্টিসাধন এবং তজ্জনিত সুখ প্রদান করেন সহোদর পিতৃ সম্পত্তির সমাধিকারী। সুতরাং ভ্রাতৃভাবের বৃদ্ধি হইলে ভ্রাতার সহিত যতই সে ভ্রাত্র থাকুক না কেন, পিতৃসম্পত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে কখন না কখন মনোবিবাদ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সহজাধীশের সহজ ভাবে অবস্থিতি মনুষ্যের সুখাবহ নহে ॥১১॥

সহোত্থভাবেশকুজৌ সপাপৌ
পাপালয়ে বা ভবতো জনস্য।
উৎপাদ্য সদ্যো নিহতঃ
সহোত্থান ইতীরিতং জাতক তত্ত্ববিজ্ঞৈঃ ॥ ১২ ॥

তৃতীয়েশ্বর এবং মঙ্গল উভয়েই ভ্রাতৃকারক গ্রহ। জাতক-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, ভ্রাতৃভাবপতি এবং মঙ্গল, কোন পাপ গ্রহের সহ সংযুক্ত

এবং পাপক্ষেত্র গত হইলে মনুষ্যের সহোদরাদি জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই নিহত হয়। পাপালয় শব্দে এস্থলে পাপগ্রহের ক্ষেত্র নীচস্থানাদি যে সকল স্থানে গ্রহগণ দুর্ব্বল হন, সেই সকল স্থানই বুঝিতে হইবে॥ ১২॥

স্ত্রীখেটঃ সহজাধীশঃ শুক্রো বাথ নিশাকরঃ।
তত্রগো ভগিনীং দত্তে ভ্রাতরং পুরুষগ্রহঃ॥ ১৩॥

স্ত্রীগ্রহ তৃতীয় ভাবপতি, শুক্র কিম্বা চন্দ্রমা তৃতীয়ভাব গত হইলে ভগিনী জন্মে। পুংগ্রহ তৃতীয়েশ বা অন্য কোন পুংগ্রহ তৃতীয়স্থ হইলে ভ্রাতা জন্মিবে॥ ১৩॥

অথ বন্ধুভাব বিচারঃ।

সুখপতিঃ সুখগস্তনুনাথ যুগ্
জনয়তি প্রবরালয় মঙ্গিনাং।
ত্রিকগতো বিপরীত মিহাদিভিঃ
সুখ জন্তুঃপতিরেব তথা বুধৈঃ॥ ১৪॥

সুখেশ্বর অর্থাৎ চতুর্থ ভাবপতি লগ্নেশ্বরসহ সংযুক্ত হইয়া চতুর্থস্থ হইলে মনুষ্যের বৃহৎ বাস গৃহাদি নির্ম্মিত হয়। বুধগণ কহিয়াছেন যে, উক্ত লগ্নপতি ও সুখপতি দুঃস্থান গত হইলে বিপরীত ফল ঘটে অর্থাৎ পূর্ব্বতন বাস গৃহও বিনষ্ট হয়॥ ১৪॥

সুখাধীশে জীবে সুখ নিবহচিন্তা ভৃগুসুতে
বিভূষা যোষাঙ্গং প্রবর তুরগানামপি বুধে।
অর্কৌ মন্দে নীচোদ্ভবসুখমতেরেব দিনপে
পিতুশ্চন্দ্রে মাতুঃ ক্ষিতিনিকরচিন্তা ক্ষিতিসুতে॥ ১৫॥

সুখস্থান (চতুর্থ) হইতেই সুখের চিন্তা করিতে হয়। কোন্ গ্রহ সুখাধিপতি হইলে মনুষ্য কোন্ বিষয়ে সুখলাভ করিবে, তাহাই এস্থলে লিখিত হইতেছে। বৃহস্পতি হইতে নানাবিধ (মানসিক) সুখের চিন্তা করিবে। বুধ এবং শুক্র চতুর্থেশ হইলে ভূষণ, স্ত্রী কামক্রীড়া, এবং ঘোটকাদি সম্ভূত সুখের কল্পনা কবিবে। শনি এবং রাহু সুখাধিপতি হইলে জাতক নীচ জন হইতে সুখ প্রাপ্ত হইবে। চতুর্থেশ রবি হইলে মনুষ্য পিতৃসুখ, চন্দ্র হইলে মাতৃ সুখ এবং মঙ্গল হইলে ভূমিসম্বন্ধীয় সুখ লাভ করিবে ॥ ১৫ ॥

ত্রিকোণে বাহনাধীশে কেন্দ্রেচ বলসংযুতে।
নিজোচ্চাদি পদে নূনং বাহনং নূতনং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

বলবান চতুর্থ ভাবপতি (বাহনেশ) স্বীয় উচ্চাদি স্থান গত হইয়া অর্থাৎ উচ্চে, মূল ত্রিকোণে বা স্বক্ষেত্রে থাকিযা লগ্ন হইতে কেন্দ্র বা কোণে অবস্থিত হইলে মনুষ্য নূতন বাহন প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

অথ পুত্রভাব বিচারঃ।

লগ্নাধীশে কুজ ক্ষেত্রে পুত্রভাবপতাবরৌ।
ম্রিয়তে প্রথমাপত্যং ততোঽপি ন সুতোদ্গমঃ ॥ ১৭ ॥

লগ্নেশ্বর মঙ্গলের ক্ষেত্র মেষ বা বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থিত হইলে এবং পুত্রভাবপতি শত্রুভাবগত হইলে মনুষ্যের প্রথম পুত্র বিনষ্ট হয়। আর সন্তান হয় না ॥ ১৭ ॥

ষড়াদিত্রয়গে নীচে পুত্রেশে পাপসংযুতে।
কাকবন্ধ্যা পতি স্তত্র কেতু চন্দ্রসুতৌ যদা ॥ ১৮ ॥

রোগিণী হয়। সপ্তমেশ দুঃস্থানগত হইয়া স্বক্ষেত্রাদি গত হইলে স্ত্রী রোগিণী হয় না। (স্ত্রী কুণ্ডলীতে স্বামীর রোগ নির্দ্দেশ করিবে)॥ ২৮॥

জায়াস্থান গতে শুক্রে কামী ভবতি মানবঃ।
পাপভে পাপসংযুক্তে কবৌ নারীসুখোজ্ঝিতঃ॥ ২৯॥

শুক্র সপ্তম স্থান গত হইলে মনুষ্য অত্যন্ত কামাতুর হয়, শুক্র কোন পাপ গ্রহ সহ সংযুক্ত হইয়া পাপ ক্ষেত্র গত হইলে, পুরুষ স্ত্রী সুখে বঞ্চিত হয়॥ ২৯॥

চতুর্থে মহিলাধীশে লগ্নে লগ্নাধিপে যদা।
কলত্রে বা কুটুম্বে বা ব্যভিচারী নরোভবেৎ॥ ৩০॥

পত্নীভাবাধিপতি চতুর্থস্থ এবং লগ্ননাথ, তনু, ধন কিংবা পত্নীভাবগত হইলে মনুষ্য ব্যভিচারী হয়॥ ৩০॥

যাবন্তো নিধনে খেটা নিজ স্বামী সমীক্ষিতাঃ।
তাবন্তোঽপি বিবাহাঃ স্যুঃ প্রাণিনাং কথিতা বুধৈঃ॥ ৩১॥

বুধগণ বলিয়া থাকেন যে, অষ্টমেশ দৃষ্ট অষ্টম স্থানে যতগুলি গ্রহ অবস্থান করিবে, মনুষ্যের ততগুলি বিবাহ হইবে। সপ্তমভাব হইতেও উক্তরূপ বিচার করা যায়॥ ৩১॥

জায়াধীশে নিজ ক্ষেত্রে নিজোচ্চে কোণ কণ্টকে।
শুভগ্রহৈর্যুতে দৃষ্টে বিবাহঃ সত্বরং ভবেৎ॥ ৩২॥

কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইয়া সপ্তম ভাবপতি স্বক্ষেত্রে, নিজ উচ্চ-রাশিতে, লগ্ন হইতে কেন্দ্রে কিম্বা কোণে অবস্থিত থাকিলে শীঘ্রই বিবাহ হইবে॥ ৩২॥

ষষ্ঠেচ ভবনে ভৌমঃ সপ্তমে সিংহিকা সুতঃ।
অষ্টমে চ যদা সৌরী স্তস্য ভার্য্যা ন জীবতি॥ ৩৩॥

জন্ম লগ্নের ষষ্ঠস্থানে মঙ্গল, সপ্তম স্থানে রাহু এবং অষ্টমে শনি থাকিলে ভার্য্যা কখনই জীবিত থাকে না॥ ৩৩ ॥

অথ নিধনভাব বিচারঃ।

অষ্টমাধিপতিঃ পাপৈ র্যুতো লগ্নেশ্বরোঽপিচেৎ।
করোত্যল্পায়ুষং জাতং শুভেক্ষণ বিবর্জ্জিতঃ॥ ৩৪ ॥

লগ্নেশ্বর এবং অষ্টমেশ্বর উভয়েই শুভগ্রহের দৃষ্টি বিবর্জ্জিত এবং পাপ সংযুক্ত হইলে জাতক অল্পায়ু হয়॥ ৩ ॥

তমঃ শনিভ্যাং নিধনাধিনাথঃ
পাপৈর্যুতো হীনবলোঽস্তগো বা।
অল্পায়ুষং জাতকমেব সদ্যঃ
করোতি নৈবোচ্চ নিজর্ক্ষগশ্চেৎ॥ ৩৫ ॥

অষ্টমভাবাধিপতি, রাহু এবং শনি সহ কিংবা তিন পাপগ্রহ সহ যুক্ত হইলে, হীনবল কিংবা অস্তগত হইলে জাতক অল্পায়ুর্বিশিষ্ট হয়। অষ্টমেশ স্বক্ষেত্রে কিংবা উচ্চ গৃহে থাকিয়া, উক্ত পাপ যোগাদি দোষ বিশিষ্ট হইলে, জাতক অল্পায়ুঃ হয় না॥ ৩৫ ॥

অষ্টমস্থে রবৌ বহ্নে চন্দ্রে তু জলযোগতঃ।
করবালাৎ কুজে জ্ঞেয়ং মরণং জ্বরতো বুধে॥ ৩৬ ॥
গুরৌ ত্রিদোষতঃ শুক্রে ক্ষুধয়া তৃষয়া শনৌ।
চরস্থির দ্বিস্বভাবৈঃ পরদেশে গৃহে পথি॥ ৩৭ ॥

নিধন স্থানে রবি থাকিলে অগ্নি, চন্দ্র থাকিলে জল, মঙ্গল থাকিলে অস্ত্র, বুধ থাকিলে জ্বরাদি, বৃহস্পতি থাকিলে ত্রিদোষোৎপন্ন রোগ, শুক্র থাকিলে

সহোত্থ পুত্রাঙ্গগতো গ্রহশ্চেদ্
ভাগ্যং প্রপশ্যদ্ যদি বা সবীর্য্যঃ।
হিরণ্যমালী খলু ভাগ্যশালী
প্রসূতিকালে যদি যস্য জন্তোঃ ॥ ৪০ ॥

জন্মকালে লগ্ন, তৃতীয় কিম্বা পঞ্চম ভাবগত কোন বলশালী গ্রহ ভাগ্যস্থানকে নিরীক্ষণ করিলে জাতক সুবর্ণ হার ধারণ করে এবং ভাগ্যবান্ হয়। এই শ্লোকে দৃষ্টির কথার উল্লেখ থাকায় গ্রহগণের পূর্ণদৃষ্টি বলিয়াই অনুমান হয় ॥ ৪০ ॥

নিজোচ্চভে পুণ্যগৃহে ন ভোগো
বলির্যদা তিষ্ঠতি জন্মকালে।
স পুণ্যশালী নব রত্নমালী
ধরাধিপো রাজকুল প্রসূতঃ ॥ ৪১ ॥

জন্মকালে কোন বলশালী উচ্চরাশিস্থ গ্রহ নবমস্থানগত হইলে, জাতক পুণ্যবান হইবে এবং নব রত্নের মালা ধারণ করিবে। জাতক রাজকুলপ্রসূত হইলে রাজত্ব লাভ করিবে ॥ ৪১ ॥

জীবজ্ঞ শুক্রা নবমে বলিষ্ঠাঃ
সুতেশ দৃষ্টা যদি জন্মকালে।
সপুণ্য কর্ত্তা নৃপতেরমাত্যো
নৃপাল জাতো নরপালবর্য্যঃ ॥ ৪২ ॥

বুধ বৃহস্পতি এবং শুক্র এই গ্রহত্রয় বলশালী এবং পঞ্চমাধিপতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া নবম ভাবগত হইলে জাতক পুণ্যকর্ত্তা এবং নৃপতির অমাত্য হইবে। জাতক রাজবংশ জাত হইলে রাজাগ্রগণ্য হইবে ॥ ৪২ ॥

অথ সাহস বহ্নি ধাতু শস্ত্রৈঃ

ক্ষিতিজে কাব্যকলা কলাপতৌ জ্ঞে।

লবণ দ্বিজ, কাঞ্চনেভ দেবৈ র্মণিগো

রৌপ্য চয়ৈঃ ক্রমাচ্চ গুর্ব্বোঃ ॥ ৫০ ॥

রবিজে শ্রমভার নীচতঃ

স্যাদিহকর্ম্মেশ নবাংশ নাথ বৃত্তিঃ।

হিতবৈরি নিজর্ক্ষতুঙ্গসংস্থৈ

র্হিতবৈরি স্ববশাৎ ধনাপ্তি রুচ্চৈঃ ॥ ৫১ ॥

এক্ষণে অন্য প্রকারে মনুষ্যের জীবিকা নির্দ্ধারিত হইতেছে। সূর্য্য, শীতকর (চন্দ্র) এবং লগ্ন এই তিনের মধ্যে যে বলবান্, তাহার দশম স্থানের অধিপতি হইতে মনুষ্যের জীবিকা নির্ণয় করিবে। উক্ত দশম পতি যে গ্রহের নবাংশে অবস্থিত, সেই গ্রহ হইতেই জীবিকার নিশ্চয়তা হয়। যথা—"দিননাথ লগ্ন শশিনাং মধ্যে বলীয়ত স্ততঃ কর্ম্মেশস্থ নবাংশ রাশিপ-বশাৎ বৃত্তিং জগু স্তদ্‌বিদঃ" ইতি পরাশরঃ। অর্থাৎ রবি লগ্ন এবং চন্দ্র ইহাদের মধ্যে যে বলবান্, তাহার দশমেশ্বরের নবাংশপতি হইতে জাতকজ্ঞগণ বৃত্তি নির্ণয় করিবেন। উপরোক্ত ৫১ সংখ্যক শ্লোকেও "কর্ম্মেশ নবাংশ নাথ বৃত্তিঃ" লিখিত আছে। এক্ষণে কোন্ গ্রহ হইতে কি কি উপায়ে জীবিকা হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে। যথা—

রবি হইতে কনক, ঊর্ণা, তৃণ, ঔষধি, মুক্তা, মণি, প্রভৃতি।

চন্দ্র হইতে কৃষিকার্য্য, অঙ্গনাসংসৃষ্ট কার্য্য, জলজ দ্রব্যের এবং বসনাদির ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি।

মঙ্গল হইতে যুদ্ধ প্রভৃতি সাহসিক কর্ম্ম, অগ্নি ও ধাতু সম্বন্ধীয় কর্ম্ম, শস্ত্রাদি নির্ম্মাণ ও তদ্ব্যবসা, বিবাদ, চৌর্য্য প্রভৃতি।

বুধ হইতে কাব্য, শিল্প, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা প্রভৃতি।

বৃহস্পতি হইতে যজনাদি ব্রা ণ ত্তি, লবণ, কাঞ্চন, মাণিক্য গো, গজ অশ্বাদির ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি।

শুক্র হইতে মণি, গব্যদ্রব্য, রৌপ্য, গুড়, স্ত্রী-প্রলোভন প্রভৃতি।

শনি হইতে শ্রম, ভারবহন, কাষ্ঠাদি, হিংসাবৃত্তি, কুকার্য্য প্রভৃতি।

উক্ত জীবিকাদাতা গ্রহ তুঙ্গী হইলে অকস্মাৎ কোন বড়লোক হইতে, স্বক্ষেত্রস্থ হইলে স্বীয় পরাক্রমে, মিত্র ক্ষেত্রস্থ হইলে মিত্রপক্ষ হইতে এবং শত্রু ক্ষেত্রস্থ হইলে শত্রুপক্ষ হইতে, ধন প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে॥ ৫১॥

অথায় ভাব বিচারঃ।

লাভেশো যদি কেন্দ্রস্থো লাভাধিক্যং প্রজায়তে।
ষড়াদি ত্রয়গে নীচে লাভবাধা নৃণাং সদা॥ ৫২॥

লাভাধিপতি কেন্দ্রস্থ হইলেই লাভের আধিক্য হইয়া থাকে। লাভাধিপতি দুঃস্থানগত কিম্বা নীচস্থ হইলে মনুষ্যের লাভ বিষয়ে বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। একাদশাধিপতি ত্রিকোণস্থ কিম্বা উচ্চস্থ হইলেও লাভাধিক্য ঘটে, ইহা উপলক্ষণে বুঝিতে হইবে॥ ৫২॥

লাভেশ্বরে ধনস্থে চ ধনেশে কণ্টকং গতে।
শুভগ্রহেণ সংদৃষ্টে গুরুলাভং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৫৩॥

লাভাধিপতি ধনস্থানে এবং ধনেশ্বর লগ্নাদি কোন কেন্দ্রগত হইলে মনুষ্য লাভবান্ হইবে। বিশেষতঃ, উক্ত যোগে আয়ভাব, লাভেশ্বর কিম্বা ধনাধিপতির প্রতি কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে বিশিষ্টরূপ লাভ হইবে॥ ৫৩॥

ধনেশে লাভভাবস্থে লাভেশে ধন রাশিগে।
বিবাহাত্ পরতশ্চৈব ভাগ্যবান্ জায়তে নরঃ॥৫৪॥

ধনেশ্বর লাভস্থানে এবং লাভেশ্বর ধনস্থানে থাকিলে, বিবাহের পর জাতক মহা ভাগ্যবান্ হইবে॥ ৫৪॥

আদিত্যেন যুতেক্ষিতে নৃপকুলাল্লাভালয়ে চৌরতো
লাভোনিত্যমথেন্দুনা গজ জল প্রোদ্ভূত বামাজনৈঃ।
ভূপুত্রেণ বিচিত্র যানমণিভূঃ স্বর্ণ প্রবালাদিভি
র্জন্তো শ্চন্দ্রসুতেন শিল্প লিখন ব্যাপার যোগৈরলং ॥ ৫৫ ॥
জীবেনাপি নরেশ যজ্ঞ গজ ভূ জ্ঞান ক্রিয়াভিঃ সিতে
নালং বারবধূগমাগম গুণব্যাখ্যান মুক্তাফলৈঃ।
মন্দেনাপি গজব্রজব্যসন ভূ নীলেন্দ্র লোহব্রজৈ
রিত্থং তত্র বহু গ্রহৈরভিহিতো নানার্থ লাভো বুধৈঃ ॥ ৫৬ ॥

এক্ষণে কোন্ গ্রহ হইতে কি উপায়ে জাতকের অর্থাদি লাভ হইবে, তাহারই বিবরণ কহা যাইতেছে। লাভস্থান এবং লাভাধিপতির উপর যে যে, গ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকে, সেই সেই গ্রহ হইতে লাভোপায় চিন্তা করা যায়। সূর্য্যের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে (অর্থাৎ লাভস্থান বা লাভেশ্বর সূর্য্যযুক্ত বা সূর্য্যদৃষ্ট হইলে) প্রতিদিন রাজা বা চৌর হইতে লাভ হয়। চন্দ্রের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে হস্তী, জলসম্বন্ধীয় ব্যবসা কিম্বা স্ত্রীগণ হইতে লাভ হয়। মঙ্গলের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে যান, বাহন, রত্ন, ভূমি, সুবর্ণ, প্রবাল প্রভৃতি হইতে লাভ হয়। বুধের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে, নানাবিধ শিল্প কার্য্য কিম্বা লিখন ব্যাপারাদি হইতে লাভ হয়। বৃহস্পতির দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে, নৃপতির কার্য্য, যজ্ঞাদি কার্য্য,হস্তী, ভূমি, কিম্বা জ্ঞান ক্রিয়ায় (শিক্ষা বা ব্যবস্থা দান) মনুষ্য লাভবান্ হয়। শুক্রের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে, বারবনিতাগমাগম (ব্যভিচার সম্বন্ধীয় নানাবিধ কার্য্য) গুণ ব্যাখ্যান (স্তবাদি পাঠ, বড়লোকের খোষামুদী, মোশাহেবী প্রভৃতি) মুক্তার ব্যবসা প্রভৃতি হইতে মনুষ্যের লাভ হয়। এবং শনির দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে হস্তীর কার্য্য, গোষ্ঠ (ব্রজ, গোচারণাদি) দ্যূতক্রিয়াদি, (ব্যসন) ভূমি, নীলা, লৌহ প্রভৃতি হইতে মনুষ্য লাভবান্ হয়। যদি লাভস্থান ও লাভেশ্বরের প্রতি বহু গ্রহের

উত্তরাষাঢ়া হইতে আরম্ভ করিয়া ভরণী পর্য্যন্ত নয় নক্ষত্রে যথাক্রমে উক্ত নবগ্রহের দশা হইবে। যথা কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী এবং উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রবির দশা। রোহিণী, হস্তা এবং শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে চন্দ্রের দশা ইত্যাদি। কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন্ গ্রহের কত বৎসর দশা হইবে, তাহা নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া লিখিত হইল।

দশা নির্ণয়

নক্ষত্র	নক্ষত্র	নক্ষত্র	গ্রহ	বৎসর
৩ কৃত্তিকা	১২ উত্তর ফল্গুনী	২১ উত্তরাষাঢ়া	রবি	৬
৪ রোহিণী	১৩ হস্তা	২২ শ্রবণা	চন্দ্র	১০
৫ মৃগশিরা	১৪ চিত্রা	২৩ ধনিষ্ঠা	মঙ্গল	৭
৬ আর্দ্রা	১৫ স্বাতি	২৪ শতভিষা	রাহু	১৮
৭ পুনর্ব্বসু	১৬ বিশাখা	২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ	গুরু	১৬
৮ পুষ্যা	১৭ অনুরাধা	২৬ উত্তরভাদ্রপদ	শনি	১৯
৯ অশ্লেষা	১৮ জ্যেষ্ঠা	২৭ রেবতী	বুধ	১৭
১০ মঘা	১৯ মূলা	১ অশ্বিনী	কেতু	১
১১ পূর্ব্বফল্গুনী	২০ পূর্ব্বাষাঢ়া	২ ভরণী	শুক্র	২০

কোন এক নক্ষত্রে জন্ম হইলেই যে জাতক তন্নক্ষত্রজনিত পূর্ণ দশাবর্ষ প্রাপ্ত হইবে, তাহা নহে। যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, প্রথমতঃ সেই নক্ষত্রের মান অর্থাৎ স্থিতি কাল, যত দণ্ড পলাদি, তাহা নির্ণয় করিয়া, তাহার ভুক্ত এবং ভোগ্য স্থির করিবে। কোন নক্ষত্রের যত দণ্ডাদি অতীত হইলে জন্ম হয়, তাহাকে ভুক্তদণ্ড এবং জন্মের পরে সেই নক্ষত্রের যত দণ্ডাদি অবশিষ্ট থাকে,

তাহাকেই ভোগ্যদণ্ড কহে। ভুক্ত ও ভোগ্য দণ্ডের সমষ্টিই নক্ষত্রের মান অর্থাৎ পূর্ণভোগ্য সময়। এই ভুক্ত ও ভোগ্য দণ্ডের অনুপাতে দশা বর্ষ নির্ণয় করিতে হয় ॥ ২ ॥

গতর্ক্ষনাড়ী নিহতা দশাব্দৈ
র্ভভোগ নাড্যা বিহৃতা ফলং যৎ।
বর্ষাদিকং ভুক্ত মিহ প্রবীণৈ
র্ভোগ্যং দশাব্দান্তরিতং নিরুক্তং ॥ ৩ ॥

গতর্ক্ষনাড়ী অর্থাৎ যে নক্ষত্রে জন্ম হইবে, সেই নক্ষত্রের ভুক্ত দণ্ডাদিকে দশাব্দ দ্বারা গুণ করিয়া ভভোগ নাড়ী অর্থাৎ নক্ষত্র মান দ্বারা ভাগ দিলে, বর্ষ মাসাদি যে ফল বাহির হইবে, প্রবীণ ব্যক্তিগণ তাহাকেই দশার ভুক্ত বর্ষ কহেন। দশাবর্ষ হইতে উক্ত বর্ষাদি বাদ দিলে দশার কত বর্ষাদি ভোগ্য তাহা স্থিরীকৃত হইবে ॥ ৩ ॥

উদাহরণ।—এই পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত জন্মকুণ্ডলীতে জাতক ১৬ বিশাখা নক্ষত্রের দং ১৭।৪২।১১ গতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; ইহাই ভুক্ত দণ্ড। জন্মের পর দং ৪৫।৪৫।৪৯ বিশাখার অবশিষ্ট ছিল, ইহাই ভোগ্য। বিশাখার মান দং ৬৩।২৮।০ মাত্র। বিশাখা নক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃহস্পতির দশা হয়। বৃহস্পতির দশা পরিমাণ ১৬ বৎসর মাত্র। ভুক্ত দং ১৭।৪২।১১ কে দশামান ১৬ দিয়া গুণ করিলে দং ২৮৩।১৪।৫৬ হয়। এই গুণফলকে নক্ষত্রমান দং ৬৩।২৮।০ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল বর্ষ ৪৫।১৬।৪০ চারি বৎসর পাঁচ মাস ষোল দিন চল্লিশ দণ্ড হয়। ইহাই দশার অতীত বর্ষ। দশা মান ১৬ বর্ষ হইতে উক্ত ভুক্ত বর্ষাদি ৪।৫।১৬।৪০ বাদ দিলে অবশিষ্ট বর্ষাদি ১১।৬।১৩।২০ বৃহস্পতির ভোগ্য বর্ষ। ইহার পর, পর পর দশা যোগ করিতে হইবে।

জন্ম নক্ষত্রের ভোগ্য দণ্ডাদিকে দশার পরিমাণ দ্বারা গুণ করিয়া তাহাকে নক্ষত্রমান দ্বারা ভাগ দিলে, একেবারেই ভোগ্য বর্ষাদি বাহির হয়, এবং এই প্রক্রিয়ানুসারেই কার্য্য করা সুবিধা ॥ ৪ ॥

মঙ্গলের মহাদশা (৫ মৃগশিরা ১৪ চিত্রা এবং ২৩ ধনিষ্ঠা) ৭ বৎসর।

ম ০।৪।২৭	রা ১।০।১৮	বৃ ০।১১।৬	শ ১।১।৯	বু ০।১০।২৭	কে ০।৪।২৭	শু ১।২।০	র ০।৪।৬	চ ০।৭।০
যোগাঙ্ক	০।৪।২৭।০	১।৫।১৫।০	২।৪।২১।০	৩।৬।০।০	৪।৫।২৭।০	৪।১০।২৪।০	৬।০।২৪।০	৬।৫।০।০
ম ০।৮।৩৪	রা ১।২৬।৪২	বৃ ১।১৪।৪৮	শ ২।৩।১১	বু ১।২০।৩৪	কে ০।৮।৩৪	শু ২।১০।০	র ০।৬।১৮	চ ০।১৭।৩৫
রা ০।২২।৩	বৃ ১।২০।২৪	শ ১।২৩।১২	বু ১।২৬।৩২	কে ০।২০।৫০	শু ০।২৪।৩০	র ০।২১।০	চ ০।১০।৩০	ম ০।১২।১৫
বৃ ০।১৯।৩৬	শ ১।২৯।৫১	বু ১।১৭।৩৬	কে ০।২৩।১৬	শু ১।২৯।৩০	র ০।৭।২১	চ ১।৫।০	ম ০।৭।২১	রা ১।১।৩০
শ ০।২৩।১৭	বু ১।২৩।৩৩	কে ০।১৯।৩৬	শু ২।৬।৩০	র ০।১৭।৫১	চ ০।১২।১৫	ম ০।২৪।৩০	রা ০।১৮।৫৪	বৃ ০।২৮।০
বু ০।২০।৫০	কে ০।২২।৩	শু ১।২৬।০	র ০।১৯।৫৭	চ ০।২৯।৪৫	ম ০।৮।৩৪	রা ২।৩।০	বৃ ০।১৬।৩৮	শ ১।৩।১৫
কে ০।৮।৩৩	শু ২।৩।০	র ০।১৬।৪৮	চ ১।৩।১৫	ম ০।২০।৫০	রা ০।২২।৩	বৃ ১।২৬।০	শ ০।১৯।৫৭	বু ০।২৯।৪৫
শু ০।২৪।৩০	র ০।১৮।৫৪	চ ০।২৮।০	ম ০।২৩।১৬	রা ১।২৩।৩৩	বৃ ০।১৯।৩৬	শ ২।৬।৩০	বু ০।১৭।৫১	কে ০।১২।১৫
র ০।৭।২১	চ ১।১।৩০	ম ০।১৯।৩৬	রা ১।২৯।৫১	বৃ ১।১৭।৩৬	শ ০।২৩।১৭	বু ১।২৯।৩০	কে ০।৭।২১	শু ১।৫।০
চ ০।১২।১৫	ম ০।২২।৩	রা ১।২০।২৪	বৃ ১।২৩।১২	শ ১।২৬।৩১	বু ০।২০।৫০	কে ০।২৪।৩০	শু ০।২১।০	র ০।১০।৩০
০।৪।২৭।০	১।৫।১৫।০	২।৪।২১।০	৩।৬।০।০	৪।৫।২৭।০	৪।১০।২৪।০	৬।০।২৪।০	৬।৫।০।০	৭।০।০।০

বৃহ র দশা পুনর্ব্বসু ১৬ বিশাখা এবং ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১৬ বৎসর

বৃ ২।১।১৮	শ ২।৬।১২	বু ২।১।৬	কে ০।১১।৬	শু ২।৮।০	র ০।৯।১৮	চ ১।৪।০	ম ০।১১।৬	রা ২।৪।২৪
যোগাঙ্ক	২।১।১৮।০	৪।৮।০।০	৬।১১।৬।০	৭।১০।১২।০	১০।২।১২।০	১১।৪।০।০	১২।৮।০।০	১৩।৭।৬।০
বৃ ৩।১২।২৪	শ ৪।২৪।২৪	বু ৩।২৫।৩৬	কে ০।১৯।৩৬	শু ৫।১০।০	র ০।১৪।২৪	চ ১।১০।০	ম ০।১৯।৩৬	রা ৪।৯।৩৬
শ ৫।১।৬	বু ৪।৯।১২	কে ১।১৭।৩৬	শু ৫।২৬।০	র ১।১৮।০	চ ০।২৪।০	ম ০।২৮।০	রা ১।২০।২৪	বৃ ৩।২৫।১২
বু ৩।১৮।৪৮	কে ১।২৩।১২	শু ৪।১৬।০	র ০।১৬।৪৮	চ ২।২০।০	ম ০।১৬।৪৮	রা ২।১২।০	বৃ ১।১৪।৪৮	শ ৪।১৬।৪৮
কে ১।১৪।৪৮	শু ৫।২।০	র ১।১০।৪৮	চ ০।২৮।০	ম ১।২৬।০	রা ১।১৩।১২	বৃ ২।৪।০	শ ১।২৩।১২	বু ৪।২।২৪
শু ৪।৮।০	র ১।১৫।৩৬	চ ২।৮।০	ম ০।১৯।৩৬	রা ৪।২৪।০	বৃ ১।৮।২৪	শ ২।১৬।০	বু ১।১৭।৩৬	কে ১।২০।২৪
র ১।৮।২৪	চ ২।১৬।০	ম ১।১৭।৩৬	রা ১।২০।২৪	বৃ ৪।৮।০	শ ১।১৫।৩৬	বু ২।৮।০	কে ০।১৯।৩৬	শু ৪।২৪।০
চ ২।৪।০	ম ১।২৩।১২	রা ৪।২।২৪	বৃ ১।১৪।৪৮	শ ৫।০।০	বু ১।১০।৪৮	কে ০।২৮।০	শু ১।২৬।০	র ১।১৩।১২
ম ১।১৪।৪৮	রা ৪।১৬।৪৮	বৃ ৩।১৮।৪৮	শ ১।২৩।১২	বু ৪।১৬।০	কে ০।১৬।৪৮	শু ২।২০।০	র ০।১৬।৪৮	চ ২।১২।০
রা ৩।২৫।১২	বৃ ৪।১।৩৬	শ ৪।৯।১২	বু ১।১৭।৩৬	কে ১।২৬।০	শু ১।১৮।০	র ০।২৪।০	চ ০।২৮।০	ম ১।২০।২৪
২।১।১৮।০	৪।৮।০।০	৬।১১।৬।০	৭।১০।১২।০	১০।৪।১২।০	১১।৪।০।০	১২।৮।০।০	১৩।৭।৬।০	১৬।০।০।০

শানর মহাদশা (৮ পুষ্যা ১৭ অনুরাধা এবং ২৬ উত্তরভাদ্রপদ) ১৯ বৎসর।

শ ৩।০।৩	বু ২।৮।৯	কে ১।১।৯	শু ৩।২।০	র ০।১১।১২	চ ১।৭।০	ম ১।১।৯	রা ২।১০।৬	বৃ ২।৬।১২
যোগাঙ্ক	৩।০।৩।০	৫।৮।১২।০	৬।৯।২১।০	৯।১১।২১।০	১০।১১।৩।০	১২।৬।৩।০	১৩।৭।১২।০	১৬।৫।১৮।০
শ ৫।২১।২৮	বু ৪।১৭।১৬	কে ০।২৩।১৬	শু ৬।১০।০	র ০।১৭।৬	চ ১।১৭।৩০	ম ০।২৩।১৬	রা ৫।৩।৫৪	বৃ ৪।১।৩৬
বু ৫।৩।২৫	কে ১।২৬।৩২	শু ২।৬।৩০	র ১।২৭।০	চ ০।২৮।৩০	ম ১।৩।১৫	রা ১।২৯।৫১	বৃ ৪।১৬।৪৮	শ ৪।২৪।২৪
কে ২।৩।১১	শু ৫।১১।৩০	র ০।১৯।৫৭	চ ৩।৫।০	ম ০।১৯।৫৭	রা ২।২৫।৩০	বৃ ১।২৩।১২	শ ৫।১২।২৭	বু ৪।৯।১২
শু ৬।০।৩০	র ১।১৮।২৭	চ ১।৩।১৫	ম ২।৬।৩০	রা ১।২১।১৮	বৃ ২।১৬।০	শ ২।৩।১১	বু ৪।২৫।২১	কে ১।২৩।১২
র ১।২৪।৯	চ ২।২০।৪৫	ম ০।২৩।১৬	রা ৫।২১।০	বৃ ১।১৫।৩৬	শ ৩।০।১৫	বু ১।২৬।৩২	কে ১।২৯।৫১	শু ৫।২।০
চ ৩।০।১৫	ম ১।২৬।৩২	রা ১।২৯।৫১	বৃ ৫।২।০	শ ১।২৪।৯	বু ২।২০।৪৫	কে ০।২৩।১৬	শু ৫।২১।০	র ১।১৫।৩৬
ম ২।৩।১১	রা ৪।২৫।২১	বৃ ১।২৩।১২	শ ৬।০।৩০	বু ১।২৮।২৭	কে ১।৩।১৫	শু ২।৬।৩০	র ১।২১।১৮	চ ২।১৬।০
রা ৫।১২।২৭	বৃ ৪।৯।১২	শ ২।৩।১১	বু ৫।১১।৩০	কে ০।১৯।৫৭	শু ৩।৫।০	র ০।১৯।৫৭	চ ২।২৫।৩০	ম ১।২৩।১২
বৃ ৪।২৪।২৪	শ ৫।৩।২৫	বু ১।২৬।৩২	কে ২।৬।৩০	শু ১।২৭।০	র ০।২৮।৩০	চ ১।৩।১৫	ম ১।২৯।৫১	রা ৪।১৬।৪৮
৩।০।৩।০	৫।৮।১২।০	৬।৯।২১।০	৯।১১।২১।০	১০।১১।৩।০	১২।৬।৩।০	১৩।৭।১২।০	১৬।৫।১৮।০	১৯।০।০।০

বুধের মহাদশা (৯ অশ্লেষা ১৮ জ্যেষ্ঠা এবং ২৭ রেবতী) ১৭ বৎসর।

বু ২।৪।২৭	কে ০।১১।২৭	শু ২।১০।০	র ০।১০।৬	চ ১।৫।০	ম ০।১১।২৭	রা ২।৬।১৮	বৃ ২।৩।৬	শ ২।৮।৯
যোগাঙ্ক	২।৪।২৭।০	৩।৪।২৪।০	৬।২।২৪।০	৭।১।০ ০	৮।৬।০।০	৯।৫।২৭।০	১২।০।১৫।০	১৪।৩।২১।০
বু ৪।২।৪৯	কে ০।২০।৪৯	শু ৫।২০।০	র ০।১৫।১৮	চ ১।১২।৩০	ম ০।২০।৫০	রা ৪।১৭।৪২	বৃ ৩।১৮।৪৮	শ ৫।৩।২৬
কে ১।২০।৩৫	শু ১।২৯।৩০	র ১।২১।০	চ ০।২৫।৩০	ম ০।২৯।৪৫	রা ১।২৩।৩৩	বৃ ৪।২।২৪	শ ৪।৯।১২	বু ৪।১৭।১৭
শু ৪।২৪।৩০	র ০।১৭।৫১	চ ২।২৫।০	ম ০।১৭।৫১	রা ১।১৬।৩০	বৃ ১।১৭।৩৬	শ ৪।২৫।২১	বু ৩।২৫।৩৬	কে ১।২৬।৩১
র ১।১৩।২১	চ ০।২৯।৪৫	ম ১।২৯।৩০	রা ১।১৫।৫৪	বৃ ২।৮।০	শ ১।২৬।৩১	বু ৪।১০।৩	কে ১।১৭।৩৬	শু ৫।১১।৩০
চ ২।১২।১৫	ম ০।২০।৪৯	রা ৫।৩।০	বৃ ১।১০।৪৮	শ ২।২০।৪৫	বু ১।২০।৩৪	কে ১।২৩।৩৩	শু ৪।১৬।০	র ১।১৮।২৭
ম ১।২০।৩৫	রা ১।২৩।৩৩	বৃ ৪।১৬।০	শ ১।১৮।২৭	বু ২।১২।১৫	কে ০।২০।৫০	শু ৫।৩।০	র ১।১০।৪৮	চ ২।২০।৪৫
রা ৪।১০।৩	বৃ ১।১৭।৩৬	শ ৫।১১।৩০	বু ১।১৩।২১	কে ০।২৯।৪৫	শু ১।২৯।৩০	র ১।১৫।৫৪	চ ২।৮।০	ম ১।২৬।৩১
বৃ ৩।২৫।৩৬	শ ১।২৬।৩২	বু ৪।২৪।৩০	কে ০।১৭।৫১	শু ২।২৫।০	র ০।১৭।৫১	চ ২।১৬।৩০	ম ১।১৭।৩৬	রা ৪।২৫।২১
শ ৪।১৭।১৬	বু ১।২০।৩৫	কে ১।২৯।৩০	শু ১।২১।০	র ০।২৫।৩০	চ ০।২৯।৪৫	ম ১।২৩।৩৩	রা ৪।২।২৪	বু ৪।৯।১২
২।৪।২৭।০	৩।৪।২৪।০	৬।২।২৪।০	৭।১।০।০	৮।৬।০।০	৯।৫।২৭।০	১২।০।১৫।০	১৪।৩।২১।০	১৭।০।০।০

রবিদশা ফলং।

উদ্বেগতা হৃদি ততা পরিতো লতাবদ্
দায়াদ বাদ উত বিত্ত বিয়োগযোগাঃ।
চিন্তা ভয়ং নরপতেরপি পাক কালে
রোগাগমো ভবতি ভানু দ1 প্রবেশে ॥ ৫ ॥

রবিদশা ফল।–লতা যেরূপ বৃক্ষের চারিপার্শ্বে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ রবির দশাকালে উদ্বেগ ও অস্থিরতা মনুষ্যের হৃদয়ে পরিব্যাপ্ত হয। দায়াদ বর্গের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। নানাবিষয়ে ধন ক্ষয় ঘটে। মন সর্ব্বদা চিন্তিত থাকে। নরপতি হইতেও ভয় জন্মে। রবিদশার প্রারম্ভে শরীরে রোগের সমাগম হয ॥ ৫ ॥

চন্দ্র দশা ফলং।

সদা পাকে রাকেশিতু রধিকৃতি ভূপতি কৃতা
সতাং সঙ্গো রঙ্গোৎসব সবকৃতি প্রীতি রতুলা।
অলঙ্কারাগারো রিপুকুল মলঙ্গারজসুখং
কলাবত্যা রত্যাগম ইভরথারাম রমণং ॥ ৬ ॥

চন্দ্রদশা ফল।--চন্দ্রের দশাকালে মনুষ্য, ভূপতি হইতে অধিকার, সাধুলোকের সহ সঙ্গতি, গীত নাট্যাদি রঙ্গোৎসবজনিত অতুল প্রীতি, বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিপূর্ণ গৃহ, শত্রুকুল ক্ষয হেতু অপার আনন্দ, কলাবতী কামিনী-গণ সহ সমাগম, হস্তী রথাদি বাহন এবং মনোহর উদ্যানাদি প্রাপ্ত হয ॥ ৬ ॥

কুজদশা ফলং।

অনল গরলভীতিঃ শস্ত্রঘাতো নরাণা
মরিগণ নৃপচৌর ব্যাল শঙ্কাকুলত্বং।

বচসাম্পতি বৃহস্পতির পাককালে মনুষ্য অবনিপতি কুল হইতে সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি এবং বহুলোকের অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হয়। সুরূপা কামিনী, হস্তীযূথ এবং অর্থের সমাগম হয়। লক্ষ্মীশ্রী সমলঙ্কৃত বাসগৃহ নির্ম্মিত হয়। সাধু এবং মহাত্মাগণের সহিত মিত্রতা, এবং গুরুজন হইতে গৌরব লাভ ঘটে। শত্রুর মুখ কলঙ্কিত হয়। এবং অতি রমণীয় এবং নির্ম্মল বিদ্যা লাভ হয়॥ ৯॥

শনি দশা ফলং।

মিথ্যা বাদেন তাপো নরজন কৃততাতঙ্কতা রঙ্কতা বা
কৃত্যা গুপ্তা প্রতপ্তা মতিরপি কুজনৈ রর্থনাশো জনানাং।
কান্তাপত্যাদিরোগো জনক কনক গো বাজি দন্তাবলানাং
বিচ্ছেদো মিত্রভেদো দিনপ সুতদশায়া মনর্থো বিশেষাৎ॥ ১০॥

শনিদশা ফল।—শনির দশা উপস্থিত হইলে মনুষ্যকে মিথ্যা কলঙ্কে মনস্তাপ পাইতে হয়। দুষ্টজন কৃত অত্যাচারে সে ব্যক্তি সশঙ্কিত, ভীত ও দৈন্যগ্রস্ত হয়। তাহার বুদ্ধিভ্রংশ এবং অর্থনাশ উপস্থিত হয়। গুপ্ত কার্য্যে সে ব্যক্তি পরিতাপিত হয। এই দশায় স্ত্রী পুত্রাদির পীড়া, পিতা, স্বর্ণ, গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতির বিনাশ, বন্ধুগণ সহ মনান্তর এবং বিবিধ প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হয়॥ ১০॥

বুধদশা ফলং।

দিব্যাহার বিহার যান জনতা পত্যার্থমানাম্বর
শ্রেণী গ্রাম নবালয়েন্দু বদনা লাভং বিশেষাদিহ।
সন্তিঃ সঙ্গ মনঙ্গ রঙ্গ মতুলং প্রোত্তুঙ্গ মাতঙ্গজং
সৌখ্যং সন্তনুতে দশা সুখযশো বৃদ্ধিং চ সিদ্ধিং বিদঃ॥ ১১॥

বুধদশা ফল।—বুধের দশাকালে মনুষ্যের দিব্য আহার, বিহার, যান, লোকবল, অপত্য, অর্থ, মান, বস্ত্রালঙ্কারাদি, গ্রাম, নূতন আবাস গৃহ, বিশেষতঃ

ইন্দুবদনা স্ত্রী লাভ হয়। উক্ত দশায় সাধু লোকের সহ সঙ্গতি, অতুলনীয় অনঙ্গ বিলাস, তুঙ্গ মাতঙ্গ জনিত আনন্দ, সুখ ও যশের বৃদ্ধি এবং সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ হয়॥ ১১॥

কেতুদশা ফলং।

মনস্তাপং তাপং নিজ জন বিবাদং খল কৃতং
সদা চন্দ্রারাতে রুদর ভবরোগং বিতনুতে।
দশা পুংসা মারাদনুগতি মপায়ং নিজমতেঃ
কৃশত্বং বিত্তানা মবনিপতি কোপেন পরিতঃ॥ ১২॥

কেতুদশা ফল।—কেতুর দশায় মনুষ্যের মনস্তাপ, জ্বর, আত্মীয়গণের সহ বিবাদ দুষ্টজন কৃত অনিষ্ট এবং উদর সম্বন্ধীয় রোগের উৎপত্তি হয়। তাহার দূরদেশে ভ্রমণ হয়, বুদ্ধির অপায় উপস্থিত হয় এবং রাজ-কোপ বশতঃ ধন ক্ষয় হয়॥ ১২॥

শুক্রদশা ফলং।

তুল্যত্বং ধরণীধবেন মহতা মিত্রাজ্জয়ো জন্মিনা
মারোল্লাস বিকাশ এব কমলালাবণ্য যুক্তং গৃহং।
দিব্যারাম সুধাম সামবহুলা ব্যাখ্যান গান ধ্বনিঃ
প্রজ্ঞা সৌখ্যমতীব পাকসময়ে শালা বিশালা কবেঃ॥ ১৩॥

শুক্রদশা ফল।—শুক্রের দশায় মনুষ্য, অতি প্রতাপান্বিত ধরণীপতির সমকক্ষতা, মিত্র বর্গ হইতে জয়, এবং অনঙ্গ ক্রীড়ায় অতুল আনন্দ লাভ করে। তাহার গৃহ কমলা (লক্ষ্মী) এবং লাবণ্যবতী ললনায় পরিপূর্ণ থাকে। দিব্য আরাম (উদ্যান) মনোহর অট্টালিকা, প্রখর বুদ্ধি, অত্যন্ত সৌখ্য, বিশাল বাসশালা, এবং গৃহে সামবেদ ব্যাখ্যা ও সামগান শুক্র দশার ফল॥ ১৩॥

মিত্রক্ষেত্রস্থ গ্রহদশা ফলং।—কোন মিত্র ক্ষেত্রগত গ্রহের দশাকালে মনুষ্য স্বকীয় স্ত্রী পুত্রাদি ও আত্মীযবর্গের পুত্রাদি হইতে অত্যন্ত সৌখ্য এবং নৃপতির নিকট হইতে বসনাদি প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ তাহার সম্মানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

রিপু ক্ষেত্রস্থ গ্রহ দশাফলং।

মনোজ বেগো রিপুবর্গভীতিঃ
কৃশত্ব মর্থ ক্ষতি রাপ্তি বাধা।
দশা যদারাতি গৃহস্থিতস্য
তদা নরস্য প্রকৃতি শ্চলা স্যাৎ ॥ ১৭ ॥

শত্রুক্ষেত্রস্থ গ্রহদশা ফল।—শত্রু ক্ষেত্রগত কোন গ্রহের দশা উপস্থিত হইলে মনুষ্যের অত্যন্ত কন্দর্প বেগ ও শত্রুভীতি উপস্থিত হয়। তাহার শরীর কৃশ হয়, অর্থের ক্ষতি ও উপার্জ্জনে বিঘ্ন হয় এবং প্রকৃতি চঞ্চলা হয অর্থাৎ বুদ্ধির স্থিরতা থাকে না ॥ ১৭ ॥

অস্তগত গ্রহদশা ফলং।

দশাধীশে বাস্তং গতবতি বিরোধো বলবতা
সদা রোগাগারং হৃদয় কুহরে বাথ জঠরে।
অরে রাধি ব্যাধি ব্যসন মুত মান ক্ষতি রথো
বিরামো বিত্তানা মবনিপতি কোপেন ভবিনাং ॥ ১৮ ॥

অস্তগত গ্রহদশাফল।—দশাপতি জন্মকালে অস্তগত থাকিলে, আপনা হইতে বলবান্ লোকের সহিত জাতকের বিবাদ হইয়া থাকে। তাহার জঠর এবং হৃদয় নানা রোগের আবাস স্থান হয়। শত্রু বর্গ হইতে চিন্তা, পীড়া, বিপদ্, মানহানি এবং রাজ-কোপে ধনক্ষয় প্রভৃতি অস্তগত গ্রহ দশার ফল ॥ ১৮ ॥

ষষ্ঠেশ দশা ফলং।

রোগাধীশ দশাবলা জনকলিং রোগাগমং জন্মিনা
মাধিব্যাধি মরিব্রজব্রণগণাতঙ্কং কলঙ্কং খলাৎ।
মানধ্বংস মতিক্ষয়ং কলয়তি জ্ঞানার্থনাশং তথা
চিত্তব্যাকুলতাচ পাপবশতো ধাতুক্ষয়ং প্রায়শঃ॥ ১৯॥

ষষ্ঠেশ দশাফল।—ষষ্ঠাধিপতি দুর্ব্বল হইলে তদ্দশায় মনুষ্যের সহিত কলহ, নানারোগেব সমাগম, মানসী চিন্তা, শত্রু বৃদ্ধি, ব্রণাদি হইতে কষ্ট এবং দুষ্টজন কৃত মিথ্যা কলঙ্ক উৎপন্ন হয়। উক্ত দশায় মানের ধ্বংস, মতিক্ষয়, জ্ঞান ও অর্থের নাশ চিত্তব্যাকুলতা এবং পাপাসক্তি বশতঃ জাতকের ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে॥ ১৯॥

সপ্তমেশ দশা ফলং।

জায়াপতি পরিপাকে রোগ জ্বালা হৃদিস্থিতা ভবতি।
রিপুজনজনিতা বাধা বিত্ত বিনাশো নরেশ ভীতিশ্চ॥ ২০॥

সপ্তমেশ দশাফল —সপ্তম ভাবপতির দশায় হৃদযে সর্ব্বদা রোগের জ্বালা বর্ত্তমান থাকে। শত্রু জন হইতে বিপদ্, বিত্তক্ষয় এবং রাজভয় সপ্তমেশ দশার ফল॥ ২০॥

অষ্টমেশ দশা ফলং।

নিধনভাবপতে রবনীপতে
রতিভয়ং গদজালভয়ং দশা।
কলয়তি স্বজনস্য বিনাশনং
নিধনতা মপি বা ভবিনামিহ॥ ২১॥

অষ্টমেশ দশাফল।—অষ্টমেশ্বরের দশায় মনুষ্যের রাজ ভয়, নানাবিধ রোগ ভয়, আত্মীয় বিনাশ এবং স্বকীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে॥ ২১॥

দ্বাদশেশ দশা ফলং।

বিত্ত ক্ষতি রবনীশা দাধিব্যাধি র্ব্যয়েশ পরিপাকে।
কষ্টং মৃত্যুসমানং ভবতি কুযানং কুসঙ্গ সংযোগঃ॥ ২২॥

দ্বাদশেশ দশাফল। দ্বাদশ ভাবপতির দশাকালে নরপতি হইতে মনুষ্যের ধনক্ষয় হয়। মানসিক চিন্তা, রোগ এবং মৃত্যুতুল্য কষ্ট উপস্থিত হয়। নিন্দিত যানে আরোহণ এবং কুসঙ্গ সঙ্গতি দ্বাদশেশ দশার ফল॥ ২২॥

দশা সামান্য ফলং।

দশা প্রবেশে সবলে শশাঙ্কে
দশাফলং শস্তমতীব জন্তো।
রতোঽন্যথা চেদ্ বিপরীত মার্য্যৈ
রুদীরিতং চন্দ্র বলানুপাতাৎ॥ ২৩॥

কোন গ্রহের দশার প্রারম্ভ সময়ে শশাঙ্ক বলবান্ থাকিলে জাতক সম্বন্ধে সেই গ্রহের দশাফল অতি প্রশস্ত হয়। চন্দ্র দুর্ব্বল হইলে বিপরীত ফল ঘটে। আর্য্যগণ বলিয়াছেন যে, কোন দশার প্রারম্ভকালে চন্দ্রের বলানুসারেই দশা ফল অনুমান করিয়া লইবে, অর্থাৎ যে সময়ে কোন গ্রহের দশা আরম্ভ হইবে, সেই সময়ের লগ্ন এবং গ্রহ স্থিতি নিরূপণ করিলে যদি দেখা যায় যে, চন্দ্র উক্ত লগ্ন সম্বন্ধে বলবান্ এবং শুভ ফলদাতা, তাহা হইলে সেই গ্রহের দশা শুভ বলিয়া জানিবে। চন্দ্র দুর্ব্বল এবং অশুভ হইলে গ্রহের দশাকাল কষ্টে অতিবাহিত হইবে॥ ২৩॥

বলবন্তো দশাধীশা দিশন্তি সকলং ফলং।
নির্ব্বলা নৈব কুর্ব্বন্তি মধ্যং মধ্যবলা নৃণাং॥ ২৪॥

দশাপতি বলশালী হইলে সমস্ত ফল নিঃশেষে প্রদান করিয়া থাকেন। গ্রহ মধ্যবলী হইলে মধ্যম ফল এবং দুর্ব্বল হইলে স্বল্প ফল মাত্র প্রদান করেন। বলের অনুপাত অনুসারেই গ্রহগণ স্ব স্ব দেয় ফল প্রদান করেন॥ ২৪॥

লগ্নেশস্য দশাফলং বহুধনং বিত্তেশিতুঃ পঞ্চতাং
কষ্টং বেতি সহোদরালয়পতেঃ পাপং ফলং প্রায়শঃ।
তুর্য্যস্বামিন আলয়ং কিল সুতাধীশস্য বিদ্যাসুখং
রোগাগারপতে ররাতিজভয়ং জায়াপতেঃ শোকতাং॥ ২৫ ॥
মৃত্যুং মৃত্যুপতেঃ করোতি নিয়তং ধর্ম্মেশিতুঃ সুক্রিয়াং
বিত্তং রাজ্যপতে নৃপাশ্রয় মথো লাভং হি লাভেশিতুঃ।
রোগং দ্রব্য বিনাশনং চ বহুধা কষ্টং ব্যয়েশস্য বৈ
পূর্ব্বৈ রঙ্গভৃতা মুদীরিতমিদং তন্বাদি ভাবেশজং ॥ ২৬ ॥

এক্ষণে সংক্ষেপে দ্বাদশ ভাবপতির দশাফল লিখিত হইতেছে। লগ্নপতির দশায় ধনবৃদ্ধি, ধনস্বামীর দশায় মৃত্যু বা তত্তুল্য কষ্ট, সহজাধীশ দশায় প্রায়ই অনিষ্ট, চতুর্থেশের দশায় গৃহসুখ, পঞ্চমেশ দশায় বিদ্যাজনিত সুখ, রোগেশ দশায় অরাতিজনিত ভয় এবং জায়াপতির দশায় শোক উৎপন্ন হয় ॥২৫॥

নিধন পতির দশায় প্রায়ই মৃত্যু, ধর্ম্মনাথের দশায় ধর্ম্ম কার্য্যাদি, রাজ্য পতির দশায় ধন এবং রাজা কিম্বা বড়লোকের আশ্রয় প্রাপ্তি, লাভেশ্বরের দশায় লাভ এবং ব্যয়পতির দশায় রোগ, দ্রব্যনাশ এবং বহুবিধ কষ্ট উপস্থিত হয়। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ তন্বাদি দ্বাদশ ভাবপতির দশাফল এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন ॥২৬ ॥

ভাবাধিপো বল যুতো নিজ গেহ গামী
তুঙ্গ ত্রিকোণ শুভ বর্গ গতোঽপি পূর্ণং।
জন্তো ফলং কিল করোতি যদারিনীচ-
স্থান স্থিতোঽশুভফলং বিবলো বিশেষাৎ ॥ ২৭ ॥

ভাবাধিপতি বলশালী, স্বক্ষেত্রগত, তুঙ্গী, ত্রিকোণস্থ কিম্বা শুভ গ্রহের বর্গগত হইলে তদ্দশোক্ত ফল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করেন; কিন্তু ভাবাধিপতি নীচস্থ কিম্বা দুর্ব্বল (উপলক্ষণে শত্রু গৃহগত শত্রু বর্গস্থ) হইলে অশুভ ফল প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

চতুর্দ্দশাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ

অথ গ্রহাণাং শয়নাদ্যবস্থা বিচারাধ্যায়ঃ পঞ্চদশঃ।

প্রথমং শয়নং জ্ঞেয়ং দ্বিতীয় মুপবেশনং
নেত্রপাণিঃ প্রকাশশ্চ গমনাগমনে ততঃ ॥ ১ ॥
সভাবস্থা ততো জ্ঞেয়া চাগমো ভোজনং তথা
নৃত্য লিপ্সা কৌতুকঞ্চ নিদ্রাবস্থা নভঃসদাং ॥ ২ ॥

১ শয়ন, ২ উপবেশন, ৩ নেত্রপাণি, ৪ প্রকাশ, ৫ গমন, ৬ আগমন. ৭ সভা, ৮ আগম, ৯ ভোজন, ১০ নৃত্যলিপ্সা, ১১ কৌতুক এবং ১২ নিদ্রা গ্রহগণের এই দ্বাদশটি অবস্থা আছে ॥ ১ । ২ ॥

গ্রহর্ক্ষ সংখ্যা খগমান নিঘ্নী
খেটাংশ সংখ্যা গুণিতা গ্রহাণাং।
নিজেষ্ট জন্মর্ক্ষ তনুপ্রমাণৈ
র্যুতার্কতষ্টা শয়নাদ্যবস্থা ॥ ৩ ॥

এক্ষণে গ্রহগণের শয়নাদি অবস্থা নির্ণয় করিবার প্রণালী লিখিত হইতেছে।—

জন্মকুণ্ডলীতে গ্রহগণ যে নক্ষত্রে অবস্থিত, সেই নক্ষত্র সংখ্যা, গ্রহ সংখ্যা এবং গ্রহস্ফুটের বর্ত্তমান অংশ সংখ্যা, এই তিনটি সংখ্যা পরস্পর গুণ করিবে। গুণফলে ইষ্ট দণ্ড, জন্ম নক্ষত্র এবং লগ্ন সংখ্যা, যোগ করিয়া যোগফলকে ১২ দ্বারা ভাগ দিবে। ভাগশেষ অঙ্কে (অর্থাৎ ১ থাকিলে শয়ন, ২ থাকিলে উপবেশন ইত্যাদি ক্রমে) শয়নাদি অবস্থা নির্ণীত হইবে। বৃহৎ পারাশরীতেও লিখিত আছে—

যস্মিন্নৃক্ষে ভবেৎ খেট স্তেন তং পরিপূরয়েৎ।
পুনরংশেন সংপূর্য্য স্বনক্ষত্রং নিযোজয়েৎ ॥
জাতদণ্ডং তথা লগ্ন মেকীকৃত্য সদা বুধঃ।
রবিণা হরতে ভাগং শেষং কার্য্যে নিযোজয়েৎ ॥

মূল শ্লোকের সহিত এই শ্লোকদ্বয়ের অর্থের কোন পার্থক্য নাই। গ্রহ সংখ্যাস্থলে রবি চন্দ্র প্রভৃতি নব গ্রহের যথাক্রমে ১, ২ ইত্যাদি ক্রমে অঙ্ক

গ্রহণ করিতে হয়। যথা রবি হইলে ১, বুধ হইলে ৪, শনি হইলে ৭ ইত্যাদি। কোন গ্রহ ৮ অংশ ২০ কলায় অবস্থিত আছে ; সুতরাং ৯ তাহার বর্ত্তমান অংশ সংখ্যা। কারণ গ্রহ ৮ অংশ স্থান উত্তীর্ণ হইয়া নবম অংশে অবস্থিত। ইষ্ট দণ্ড স্থলেও উক্তরূপে বর্ত্তমান দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। কেহ কেহ অংশ শব্দে নবাংশ কল্পনা করেন, কিন্তু সে অর্থ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৩ ॥

শেষং শেষহতং স্বরাঙ্ক সহিতং তষ্টং পুনর্ভানুনা
সংক্ষেপং গুণশেষিতং খলু ভবেদ্ দৃষ্ট্যাদ্যবস্থা ত্রিধা।
পঞ্চ দ্বি দ্বি গুণাক্ষরাম গুণবেদাঃ ক্ষেপকাঙ্কা রবেঃ
প্রাচীনৈ র্যবনাদিভিঃ সমুদিতা স্তেঽমী নিবদ্ধা ময়া ॥ ৪ ॥

এক্ষণে গ্রহগণের দৃষ্টি, চেষ্টা এবং বিচেষ্টা এই অবস্থাত্রয় কথিত হইতেছে। শয়নাদি অবস্থা নির্ণয় করিবার সময় ১২ দিয়া ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অবশিষ্ট অঙ্ককে বর্গ করিয়া তাহাতে স্বরাঙ্ক যোগ দিবে। উক্ত যোগ ফলকে ১২ দিয়া ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার সহিত গ্রহগণের ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ দিবে। ভাগাবশেষ ১ হইলে দৃষ্টি, ২ হইলে চেষ্টা এবং ৩ অর্থাৎ ০ হইলে বিচেষ্টা বুঝিতে হইবে। পঞ্চ (৫) দ্বি (২) দ্বি (২) গুণ (৩) অঙ্ক (৫) রাম (৩) গুণ (৩) এবং বেদ (৪) যথাক্রমে এই আট অঙ্ক রবি প্রভৃতি আট গ্রহের ক্ষেপাঙ্ক। প্রাচীন মুনিগণ এবং যবনাচার্য্যগণ যে ক্ষেপাঙ্ক উল্লেখ করিয়াছেন, আমি তাহাই এস্থলে নিবদ্ধ করিলাম ॥ ৪ ॥

মূল শ্লোকে কেতুর ক্ষেপাঙ্কের উল্লেখ নাই। রাহুর ক্ষেপাঙ্ক ৪ লিখিত আছে, তদনুসারে কেতুর ক্ষেপাঙ্কও ৪ বুঝিতে হইবে। নিম্নে গ্রহগণের ক্ষেপাঙ্ক চক্র লিখিত হইল।—

গ্রহাণাং ক্ষেপাঙ্ক চক্রং

গ্রহাঃ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	গুরু	শুক্র	শনি	রাহু	কেতু
ক্ষেপাঙ্ক	৫	২	২	৩	৫	৩	৩	৪	৪

অথ সর্ব্বভাব ফলং।

শয়নাদ্যেষু ভাবেষু যস্য তিষ্ঠন্তি সদ্‌গ্রহাঃ।
নিত্যং তস্য শুভজ্ঞানং নির্ব্বিশঙ্কং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৫ ॥

এক্ষণে গ্রহগণের সাধারণ অবস্থা ফল লিখিত হইতেছে। শুভ গ্রহগণ জন্মকুণ্ডলীতে শয়নাদি যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, নির্ব্বিশঙ্ক চিত্তে নিত্য তাহার (জাতকের) শুভ ফল কল্পনা করিবে ॥ ৫ ॥

ভোজনাদ্যেষু ভাবেষু পাপাস্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বথা।
তদা সর্ব্ব বিনাশোঽপি নাত্র কার্য্যাবিচারণা ॥ ৬ ॥

পাপ গ্রহগণ ভোজনাদি অবস্থা চতুষ্টয়ে অবস্থিতি করিলে জাতকের সর্ব্ব প্রকারে অনিষ্ট চিন্তা করিবে। এ বিষয়ে অন্য কোন বিচারের প্রয়োজন নাই ॥ ৬ ॥

নিদ্রায়াং চ যদা পাপো জায়া স্থানে শুভং বদেৎ।
যদি পাপগ্রহৈ র্দৃষ্টো ন শুভং চ কদাচন ॥ ৭ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে নিদ্রাবস্থাগত পাপগ্রহের অনিষ্ট ফল দাতৃত্ব প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এক্ষণে কয়েকটি তাহার প্রতি প্রসব লিখিত হইতেছে। নিদ্রিত পাপ গ্রহ জায়া স্থানে থাকিলে শুভ ফল প্রদান করেন। উক্ত জায়াস্থানগত নিদ্রিত পাপ গ্রহের প্রতি অন্য কোন পাপ গ্রহের দৃষ্টি (বা যোগ) থাকিলে কদাপি শুভ হয় না ॥ ৭ ॥

সুতস্থানে স্থিতঃ পাপো নিদ্রায়াং শয়নেঽপি বা।
তদা শুভং ভবেৎ তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮ ॥

পাপ গ্রহগণ নিদ্রাবস্থায় কিম্বা শয়নাবস্থায় সুতস্থানে থাকিলে শুভ ফল প্রদান করেন। এ বিষয়ে অন্য বিচারের আর প্রয়োজন নাই ॥ ৮ ॥

মৃত্যু স্থান স্থিতঃ পাপো নিদ্রায়াং শয়নেঽপি বা।
তদা তস্যাপমৃত্যুঃ স্যাৎ রাজতঃ পরত স্তথা ॥ ৯ ॥

যদি যুতঃ শনিনাপি চ রাহুণা
শিরসি রোগকরো ধরণীসুতঃ।
তনুগতঃ শয়নে নয়নে গদং
বিতনুতে নিতরাং ক্ষতমঙ্গিনাম্ ॥ ১৮ ॥

অঙ্গারকোঽঙ্গে যদি নেত্রপাণৌ
করোত্যনঙ্গাতিশয়েন ভঙ্গং
ভুজঙ্গ দন্ত ক্ষত পাবকাম্বু
ভয়ং নগে হানি মিহাঙ্গনায়াঃ ॥ ১৯ ॥

প্রকাশনে পঞ্চম সপ্তমস্থঃ সুতং নিহন্ত্যাশু নিহন্তি বামাং।
পাপান্বিতঃ পাপখগান্তরালে কুকর্ম্মিণাং কেতুবরং করোতি ॥ ২০॥

শয়নাবস্থাগত মঙ্গল মদন (৭ম) ভাবস্থ হইলে কলত্রহানি এবং পুত্র ভাবস্থ হইলে পুত্রহানি করিযা থাকেন। মঙ্গল শক্র দৃষ্ট হইয়া উক্ত অবস্থায় শক্রস্থান গত হইলে, লাম্পট্য দোষে জাতকের করভঙ্গ হয় ॥ ১৭ ॥

শয়নাবস্থায় মঙ্গল লগ্নস্থ হইলে জাতকের নয়নে রোগ এবং শরীরে ক্ষত উৎপন্ন হয়। উক্ত অবস্থায রাহু কিম্বা শনিসহ যুক্ত হইয়া (যে কোন স্থানে থাকিলে) মঙ্গল শিরোরোগ প্রদান করেন ॥ ১৮ ॥

মঙ্গল নয়নপাণি অবস্থায় লগ্নস্থ হইলে কামজ বিপদে জাতকের অঙ্গ ভঙ্গ হয়, সর্পদংশন, দন্তাঘাত, অগ্নিদাহন জলনিমজ্জনাদি জন্য তাহাকে ভীত হইতে হয়। উক্ত মঙ্গল নগ অর্থাৎ সপ্তম ভাবগত হইলে তাহার অঙ্গনাহানি করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

মঙ্গল প্রকাশনাবস্থায় পঞ্চমস্থ হইলে পুত্রহানি এবং সপ্তমস্থ হইলে পত্নী-হানি করিয়া থাকেন। উক্ত অবস্থাপন্ন মঙ্গল, কোন পাপগ্রহ সহ সংযুক্ত অথবা পাপ গ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইলে জাতক কুকর্ম্মান্বিত ব্যক্তিগণের অগ্রগণ্য হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

নবমে মদনে বাপি রাহু রাহু রিহাঙ্গিনাং ।
মহান্তো নিদ্রিতোঽবশ্যং পুণ্যক্ষেত্র নিবাসিতাং ॥ ২৫ ॥

দ্বিতীয়ে দ্বাদশে বাপি লাভে বা সিংহিকা সুতে ।
বসুধাং ভ্রমতে মর্ত্ত্যো বিধনঃ শয়নে ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

নিজ ক্ষেত্রে তুঙ্গে কবি বুধ গৃহে মিত্র ভবনে
স্ববর্গে সদ্বর্গে তমসি শয়নে জন্ম সময়ে ।
ফলং পূর্ণং প্রাহুঃ কথিত ভবনাদন্য ভবনে
তদা দুষ্টপ্রাঞ্চ স্তদিহ শিখিনো রাহুবদিদং ॥ ২৭ ॥

মহাত্মাগণ বলিয়াছেন যে, রাহু নিদ্রিতাবস্থায় নবম কিম্বা সপ্তম ভাবস্থ হইলে মনুষ্যের অবশ্যই পুণ্যক্ষেত্রে বসতি হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

সিংহিকানন্দন রাহু শয়নাবস্থায় লগ্ন হইতে দ্বিতীয়ে দ্বাদশে কিম্বা লাভে (১১শ) অবস্থিত থাকিলে মনুষ্য নির্ধন হইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করে ॥ ২৬ ॥

রাহু জন্মকালে শয়নাবস্থায় স্বক্ষেত্রে, স্বীয় উচ্চরাশিতে, শুক্রের ক্ষেত্রে, বুধের ক্ষেত্রে অথবা কোন মিত্র গ্রহের ক্ষেত্রে থাকিলে কিম্বা দৃকাণাদি স্বীয় বর্গে কিম্বা মিত্রগ্রহের বর্গে থাকিলে পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। রাহু, কথিত স্থান ব্যতীত অন্য স্থানে শয়ান থাকিলে জাতক দুষ্টের অগ্রগণ্য হয়। কেতুর ফল রাহুর ন্যায় জানিবে ॥ ২৭ ॥

যদি নিদ্রাগতঃ পাপঃ সপ্তমে পাপপীড়িতঃ ।
তদা জায়া বিনাশঃস্যাৎ শুভযোগেক্ষণা ন্নহি ॥ ২৮ ॥

নিদ্রিতো রিপুগেহস্থো রিপুযুক্তেক্ষিতো মদে ।
ভার্য্যা বিনশ্যতি ক্ষিপ্রং বিধিনা রক্ষিতাপি চেৎ ॥ ২৯ ॥

শুভ যোগেক্ষণাদেকা বিনশ্যতি পরা নহি ।
শুভাশুভ দৃশা ভার্য্যা কষ্টযুক্তা নৃণাং ভবেৎ ॥ ৩০ ॥

শত্রুগ্রহ কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইয়া নিধনস্থ হইলে যুদ্ধে শস্ত্রাঘাতে জাতকের মৃত্যু হইবে জানিবে। এই দুই অপমৃত্যু যোগে গ্রহগণের শয়নাদি কোন অবস্থার উল্লেখ না থাকিলেও উপলক্ষণে, প্রতিযোগে অন্ততঃ একটি গ্রহও শয়নাবস্থায় অবস্থিত, ইহা বুঝিতে হইবে॥ ৩২। ৩৩॥

যদা নিদ্রাযুক্তো নিধন ভবনে পাপ মিলিতঃ
শয়ানো বা মৃত্যুং ব্রজতি রিপু কোপেন মনুজঃ।
শুভৈর্দৃষ্টো যুক্তো নিজ পতিযুতো বান্ত সময়ে
নরো গঙ্গামেত্য ব্রজতি হরি সাযুজ্য পদবীং॥ ৩৪॥

কোন গ্রহ পাপযুক্ত হইযা নিধন স্থানে নিদ্রিত কিম্বা শয়ান থাকিলে রিপু কোপে মনুষ্যের মৃত্যু হইবে। কিন্তু উক্ত অষ্টম স্থান, স্বামীগ্রহ যুক্ত হইলে কিম্বা তৎস্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে মনুষ্য মৃত্যুকালে গঙ্গানীরে প্রাণত্যাগ করিযা বিষ্ণু সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে॥ ৩৪॥

যদা পশ্যেদঙ্গং তনু ভবন নাথোঽষ্টমপতি
র্মৃতিং ধর্ম্মাধীশৌ জনুষি চ তপঃস্থান মথবা।
শুভাভ্যামাক্রান্তং নবম ভবনং পাপরহিতং
বরক্ষেত্রং প্রাপ্য ব্রজতি মনুজো মোক্ষ পদবীং॥ ৩৫॥

জন্ম সমযে লগ্নে লগ্নপতির, অষ্টমে অষ্টমাধীশের এবং নবমে নবমেশ্বরেব দৃষ্টি থাকিলে কিম্বা পাপগ্রহের দৃষ্টিযোগশূন্য নবমস্থান তিনটি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, মনুষ্য পুণ্যক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিযা মোক্ষপদ লাভ করে॥ ৩৫॥

পঞ্চদশাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ শয়নাদ্যবস্থা ফল কথনাধ্যায়ঃ ষোড়শঃ।

তত্রাদৌ সূর্য্যস্য।

মন্দাগ্নিরোগো বহুধা নরাণাং স্থূলত্বমঙ্ঘ্রে বপি পিত্তকোপঃ।
ব্রণংগুদে শূল মুরঃপ্রদেশে যদোষ্ণভানৌ শয়নং প্রয়াতে ॥ ১ ॥

সূর্য্য শয়নাবস্থায থাকিলে মনুষ্যের মন্দাগ্নিবোগ হয, পাদদ্বয় স্থূল হয়, পিত্ত ধাতুর প্রাবল্য ঘটে, মলদ্বারে ব্রণ জন্মে এবং বক্ষঃস্থলে শূলের উৎপত্তি হয় ॥ ১ ॥

দরিদ্রতা ভাববিহাবশালী বিবাদ বিদ্যাভিরতো নরস্যাৎ।
কঠোবচিত্তঃ খলু নষ্টবিত্তঃ সূর্য্যে যদা চেদুপবেশনস্থে ॥ ২ ॥

জন্মকালে সূর্য্য উপবেশনাবস্থায থাকিলে জাতক দবিদ্র হয়, এবং অপরের ভার বহন করে। সে ব্যক্তি কলহবিদ্যায দক্ষ, কঠিন হৃদয় এবং নষ্টবিত্ত হয় ॥ ২ ॥

নরঃ সদানন্দধরো বিবেকী পরোপকারী বলবিত্তযুক্তঃ।
মহাসুখী বাজকৃপাভিমানী দিবাধিনাথে যদি নেত্রপাণৌ ॥ ৩ ॥

দিবাধিনাথ নেত্রপাণি অবস্থায থাকিলে জাতক সর্ব্বদা আনন্দযুক্ত থাকে সে ব্যক্তি বিচারশক্তিসম্পন্ন, পরোপকারী, বলবান, ধনশালী, মহাসুখী এবং রাজকৃপা প্রাপ্ত হইয়া অভিমানবিশিষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

উদারচিত্তঃ পরিপূর্ণবিত্তঃ সভাসু বক্তা বহুপুণ্যকর্ত্তা।
মহাবলী সুন্দবরূপশালী প্রকাশনে জন্মনি পদ্মিনীশে ॥ ৪ ॥

জন্মকালে পদ্মিনীপতি প্রকাশাবস্থায় থাকিলে জাতক উদারচেতাঃ, ধন সমৃদ্ধিসম্পন্ন, লোক-সমাজে সুবক্তা, নানাবিধ পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠাতা, মহাবলশালী এবং বিশেষ সুশ্রী হইবে ॥ ৪ ॥

প্রবাসশালী কিল দুঃখমালী মদালসো ধী-ধনবর্জ্জিতশ্চ।
ভয়াতুরঃ কোপপবো বিশেষাদ্দিবাধিনাথে গমনে মনুষ্যঃ ॥ ৫ ॥

নিদ্রাভরা রক্তনিভে ভবেতাং নিদ্রাগতে লোচনপদ্মযুগ্মে।
রবৌ বিদেশে বসতি র্জনস্য কলত্রহানিঃ কতিধার্থনাশঃ॥ ১২॥

রবি জন্মকালে নিদ্রাগত থাকিলে জাতকের লোচনদ্বয় নিদ্রাভারাক্রান্ত এবং রক্তবর্ণ হইবে। তাহার বিদেশে অবস্থান, কলত্রহানি এবং কয়েক বার অর্থনাশ ঘটিবে॥ ১২॥

অথ চন্দ্রস্য।

জন্তুঃকালে ক্ষপানাথে শয়নং চেদুপাগতে।
মানী শীত-প্রধানীচ কামী বিত্ত-বিনাশকঃ॥ ১॥

জন্মকালে ক্ষপানাথ চন্দ্র শয়নাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য সম্ভ্রমবিশিষ্ট, শীত কাতর ও কামাসক্ত হয়। সে ব্যক্তি (ব্যসনাদি নিবন্ধন) আপনার ধনক্ষয় করিয়া থাকে॥ ১॥

রোগার্দ্দিতো মন্দমতি র্বিশেষাদ্
বিত্তেন হীনো মনুজঃ কঠোরঃ।
অকার্য্যকারী পরবিত্তহারী
ক্ষপাকরে চেদুপবেশনস্থে॥ ২॥

ক্ষপাকর চন্দ্র জন্মকালে উপবেশনাবস্থায় থাকিলে জাতক রোগ পীড়িত, জড়বুদ্ধি, বিশেষতঃ ধনহীন এবং কঠোর স্বভাব হইবে। সে ব্যক্তি পরধনাপহারী এবং অকার্য্যকারী হইবে। (অকার্য্যকারীস্থলে অপায়কারী পাঠে—আপনার বিপদ্ আপনি আনয়ন করিবে এইরূপ অর্থ হইবে)॥ ২॥

নেত্রপাণৌ ক্ষপানাথে মহারোগী নরোভবেৎ।
অনল্প-জল্পকো ধূর্ত্তঃ কুকর্ম্মনিরতঃ সদা ॥ ৩ ॥

জন্মকালে নিশানাথ নেত্রপাণি অবস্থায় থাকিলে মনুষ্য (কুষ্ঠ যক্ষ্মাদি) মহারোগে আক্রান্ত হইবে। সে ব্যক্তি অত্যন্ত বাচাল ও ধূর্ত্ত হইবে এবং সর্ব্বদা কুকর্ম্মে আসক্ত থাকিবে ॥ ৩ ॥

যদা রাকানাথে গতবতি বিকাশং চ জননে
বিকাশঃ সংসারে বিমলগুণরাশে রবনিপাৎ।
নবা শালা মালা করিতুরগলক্ষ্ম্যা পরিবৃতা
বিভূষা যোষাভিঃ সুখমনুদিনং তীর্থগমনং ॥ ৪ ॥

রাকানাথ জন্মকালে বিকাশাবস্থায় থাকিলে সংসারে মনুষ্যের গুণরাশি বিকাশিত হইয়া থাকে। নৃপতি হইতে সে ব্যক্তি নূতন বাসগৃহ, রত্নমালা, অশ্ব, তুরঙ্গ ও ধনসমন্বিত ভূষণ এবং স্ত্রীগণ হইতে নিরন্তর সুখপ্রাপ্ত হয়। তাহার তীর্থগমন ঘটে ॥ ৪ ॥

সিতেতরে পাপরতোঽথচন্দ্রে
বিশেষতঃ ক্রূরতরো নরোভবেৎ।
সদাক্ষিরোগৈঃ পরিপীড্যমানো
বলক্ষপক্ষে গমনে ভয়াতুরঃ ॥ ৫ ॥

গমনাবস্থাপন্ন চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে মনুষ্যকে ক্রূর এবং পাপরত করিয়া থাকেন। সেব্যক্তি সর্ব্বদা চক্ষুরোগে পীড়িত হইয়া থাকে। চন্দ্র শুক্লপক্ষে গমনাবস্থায় থাকিলে, মনুষ্য অত্যন্ত ভয়াতুর হয় ॥ ৫ ॥

বিধবাগমনে মানী পাদরোগী নরো ভবেৎ।
গুপ্ত-পাপ-রতো দীনো মতিতোষবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৬ ॥

জন্মকালে মঙ্গল উপবেশনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য বলবান্, পাপকর্ম্মনিরত, অসত্যবাদী, অত্যন্ত প্রগল্‌ভ, ধনপরিপূর্ণ, এবং স্বধর্ম্মবিহীন হইবে ॥ ২ ॥

যদা ভূমিসুতে লগ্নে নেত্রপাণি মুপাগতে।
দরিদ্রতা সদা পুংসা মন্যভে নগরেশতা ॥ ৩ ॥

নেত্রপাণি অবস্থায় মঙ্গল লগ্নস্থ হইলে মনুষ্য দরিদ্র হয়। লগ্ন ভিন্ন অন্য ভাবস্থ হইলে জাতক নগরপালত্ব (মণ্ডলত্ব) প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

প্রকাশো গুণস্যাপি বাসঃ প্রবাসে,
ধরাধীশ ভর্ত্তুঃ সদা মানবৃদ্ধিঃ।
সুতে ভূসুতে পুত্রকান্তাবিয়োগো,
যুতে রাহুণা দারুণা বা নিপাতঃ ॥ ৪ ॥

মঙ্গলের প্রকাশাবস্থায় গুণের প্রকাশ এবং প্রবাসে বাস হইয়া থাকে। মনুষ্য ধরাধীশ হইতে সর্ব্বদা সম্মান প্রাপ্ত হয়। উক্ত প্রকাশাবস্থায় মঙ্গল পঞ্চমস্থ হইলে স্ত্রীপুত্র বিয়োগ হয়। উক্ত মঙ্গল রাহুযুক্ত হইলে কাষ্ঠাদির আঘাতে মনুষ্যের প্রাণবিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

গমনে গমনং কুরুতেঽনুদিনং,
ব্রণজাল ভয়ং বণিতাকলহং।
বহুদদ্রুক কণ্ডুভয়ং বহুধা,
বসুধা তনয়ো বসুহানি মরেঃ ॥ ৫ ॥

বসুধাতনয় (মঙ্গল গমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য প্রতিদিন (কার্য্য বশতঃ নানা স্থানে) গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহার ব্রণাদি ভয় এবং পত্নীসহ কলহ হয়। শরীরে দদ্রুকণ্ডু প্রভৃতি বহু প্রকার চর্ম্মরোগ জন্মে। শত্রু হইতে তাহার ধনহানি হয় ॥ ৫ ॥

আগমনে গুণশালী না মণিমালী করাল করবালী।
গজগন্তা রিপুহন্তা পরিজন সন্তাপ হারকো ভৌমে ॥ ৬ ॥

জন্মকালে ভৌম আগমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য (না) গুণশালী হইবে। তাহার গলদেশে মণিমালা বিরাজ করিবে। সে ব্যক্তি তীক্ষ্ণ তরবারি ধারণ করিবে, হস্তী পৃষ্ঠে গমন করিবে, শত্রু সমূহ বিনাশ করিবে, এবং পরিজন বর্গের সন্তাপ হরণ করিবে ॥ ৬ ॥

তুঙ্গে যুদ্ধকলা কলাপ কুশলো ধর্ম্মধ্বজো বিত্তপঃ
কোণে ভূমিসুতে সভামুপগতে বিদ্যাবিহীনঃ পুমান্।
অস্তেঽপত্য কলত্রমিত্র রহিতঃ প্রোক্তেতর স্থানগেঽ
বশ্যং রাজসভাবুধো বহুধনী মানী চ দানী জনঃ ॥ ৭ ॥

সভাবস্থাগত মঙ্গল তুঙ্গস্থ হইলে জাতক যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ, ধর্ম্মাত্মা, এবং ধনেশ্বর হইবে। (মঙ্গল কেন্দ্রস্থ বা মূল ত্রিকোণস্থ হইলেও প্রায় উক্ত রূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়)। উক্ত মঙ্গল কোণস্থ অর্থাৎ লগ্ন হইতে পঞ্চম কিম্বা নবম রাশি গত হইলে মনুষ্য মূর্খ হয় এবং (অস্ত) ব্যয়ভাবগত হইলে স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধুবিরহিত হইয়া থাকে। উপরোক্ত কয়েক স্থান ব্যতীত সভাগত মঙ্গল অন্য স্থানস্থিত হইলে জাতক অবশ্যই নৃপতির সভাপণ্ডিত, বহুধনের অধিপতি, সম্মানযুক্ত এবং দাতা হইবে ॥ ৭ ॥

আগমে ভবতি ভূমিজে জনো ধর্ম্মকর্ম্ম রহিতো গদাতুরঃ।
কর্ণমূল গুরুশূল রোগ-বানেব কাতর মতিঃ কুসঙ্গমী ॥ ৮ ॥

ভূমিজ মঙ্গল আগমনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য ধর্ম্মকর্ম্মরহিত এবং রোগ-পীড়িত হয়। তাহার কর্ণমূলে গুরুতর শূল রোগ জন্মে। সে ব্যক্তি কাতর-মতি এবং কুসঙ্গাসক্ত হয় ॥ ৮ ॥

ভোজনে মিষ্ট ভোজী চ জননে সবলে কুজে।
নীচ কর্ম্ম করো নিত্যং মনুজো মান বর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥

অথ বুধস্য।

ক্ষুধাতুরো ভবেদঙ্গে খঞ্জো গুঞ্জানিভেক্ষণঃ।
অন্যভে লম্পটো ধূর্ত্তো মনুজঃ শয়নে বুধে ॥ ১ ॥

বুধ শয়নাবস্থায় লগ্নস্থ হইলে মনুষ্য ক্ষুধাকাতর, খঞ্জ এবং গুঞ্জাসদৃশ লোহিত লোচন বিশিষ্ট হয়। অন্য ক্ষেত্রস্থ হইলে লম্পট এবং ধূর্ত্ত হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

শশাঙ্কপুত্রে জনুরঙ্গগেহে যদোপবেশে গুণরাশিপূর্ণঃ।
পাপেক্ষিতে পাপযুতে দরিদ্রো হিতোচ্চভে বিত্তসুখী মনুষ্যঃ ॥ ২ ॥

শশাঙ্কপুত্র বুধ জন্মকালে উপবেশনাবস্থায় লগ্নস্থ হইলে মনুষ্য নানাবিধ গুণে পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু সেই লগ্নে পাপ গ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে দরিদ্র হইয়া থাকে। বুধ শয়নাবস্থায় উচ্চস্থ কিম্বা মিত্র গৃহস্থ হইলে মনুষ্য বিত্তসুখে সুখী হয় ॥ ২ ॥

বিদ্যা বিবেক রহিতো হিত তোষহীনো
মানী জনো ভবতি চন্দ্রসুতেঽক্ষিপাণৌ।
পুত্রালয়ে সুত কলত্র সুখেন হীনঃ
কন্যাপ্রজো নৃপতি গেহবুধো বরার্য্যঃ ॥ ৩ ॥

বুধ জন্মকালে নেত্রপাণি অবস্থায় থাকিলে মনুষ্য বিদ্যাবিহীন, বিবেক-বর্জ্জিত, লোকের অহিতকারী, অসন্তুষ্ট চিত্ত এবং গর্ব্বোদ্ধত হয়। বুধ, পুত্র-স্থানে শয়ান থাকিলে জাতক স্ত্রীপুত্র জনিত সুখ প্রাপ্ত হয় না। তাহার অনেক কন্যা জন্মে। সে ব্যক্তি নৃপতির সভাপণ্ডিত হয় এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ॥ ৩ ॥

দাতা দয়ালুঃ খলু পুণ্যকর্ত্তা বিকাশনে চন্দ্রসুতে মনুষ্যঃ।
অনেক বিদ্যার্ণব পারগন্তা বিবেক পূর্ণঃ খলগর্ব্ব হন্তা ॥ ৪ ॥

চন্দ্রজ জন্মকালে ভোজনাবস্থায় থাকিলে কলহাদি হেতু মনুষ্যের অর্থহানি হইয়া থাকে। রাজ ভয়ে সে ব্যক্তি কৃশ হয়, তাহার মতির স্থিরতা থাকে না এবং সে ব্যক্তি ধন-সুখ বা পত্নী-সুখ প্রাপ্ত হয় না ॥ ৯ ॥

নৃত্যলিপ্সা গতে চন্দ্রজে মানবো
মানযান প্রবালব্রজৈঃ সংযুতঃ ।
মিত্র পুত্র প্রতাপৈঃ সভাপণ্ডিতঃ
পাপভে বারবামারতে র্লম্পটঃ ॥ ১০ ॥

চন্দ্রজ জন্মকালে নৃত্য লিপ্সাগত হইলে মনুষ্য সম্মান, যান প্রবালাদি রত্ন সমূহ, পুত্র, মিত্র প্রভৃতিতে সংযুক্ত থাকে এবং সভাজেতা পণ্ডিত হয়। উক্ত বুধ পাপক্ষেত্র (এস্থলে নীচ ও শত্রু ক্ষেত্রও বুঝিতে হইবে) গত হইলে জাতক বারাঙ্গনা সহবাসে বিশেষ আসক্ত হইয়া পড়ে ॥ ১০ ॥

কৌতুকে চন্দ্রজে জন্মকালে নৃণা
মঙ্গভে গীতবিদ্যানবদ্যাভবেৎ ।
সপ্তমে নৈধনে বারবধ্বারতিঃ
পুণ্যভে পুণ্যযুক্তা মতিঃ সদ্‌গতিঃ ॥ ১১ ॥

চন্দ্রজ জন্মকালে কৌতুকাবস্থা গত হইয়া লগ্নস্থ হইলে জাতক গীতবিদ্যা-বিশারদ হইবে, সপ্তম কিম্বা অষ্টম ভাবস্থ হইলে বারবিলাসিনীতে আসক্ত হইবে এবং পুণ্য অর্থাৎ নবম ভাবস্থ হইলে, পুণ্য কার্য্যে অনুরক্ত হইয়া সদ্‌গতি লাভ করিবে ॥ ১১ ॥

নিদ্রাশ্রিতং চন্দ্রসুতেন মুদ্রাসুখংসদা ব্যাধি সমাধিযোগঃ ।
সহোত্থবৈকল্য মনল্পতাপো নিজেন বাদো ধনমাননাশঃ ॥ ১২ ॥

চন্দ্রসুত জন্মকালে নিদ্রাশ্রিত হইলে মনুষ্য ধন সমৃদ্ধিজনিত সুখলাভ করে বটে, কিন্তু সর্ব্বদা রোগ শোক ও দুঃখে কাতর থাকে। সহোদর হইতে সে ব্যক্তি মনের বিকলতা এবং সন্তাপ প্রাপ্ত হয়, আত্মীয়জনসহ বাদ-বিসম্বাদ ঘটে এবং ধনমান বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

সুরগুরু আগমাবস্থাগত হইলে মনুষ্য নানাবিধ বাহন, মান, ও যানসমূহ জনিত এবং ভৃত্য, অপত্য কলত্র ও মিত্রাদিজনিত সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা লাভ করে এবং ঐশ্বর্য্যে সর্ব্বদা ধরণীপতির সমকক্ষ থাকে। তাহার বুদ্ধি অতি রমণীয় হয় এবং কাব্যরসাস্বাদনে ও পরহিতে সর্ব্বদাই তাহার আনন্দ জন্মে। সর্ব্বত্রই তাহার সম্মানের উন্নতি হয় ॥ ৮ ॥

ভোজনে ভবতি দেবতাগুরৌ যস্যতস্য সততং সুভোজনং।
নৈবমুঞ্চতি রমালয়ংতদা বাজিবারণরথৈশ্চমণ্ডিতং ॥ ৯ ॥

দেবগুরু ভোজনাবস্থাগত হইলে মনুষ্য সতত সুভোজনে প্রীতিলাভ করে। লক্ষ্মী তাহার হস্তী অশ্ব রথাদি পরিশোভিত আবাস স্থান কখনই পরিত্যাগ করেন না ॥ ৯ ॥

নৃত্যলিপ্সাগতে রাজমানী ধনী
দেবতাধীশবন্দ্যে সদা ধর্ম্মবিৎ।
তন্ত্রবিজ্ঞো বুধৈর্মণ্ডিতঃ পণ্ডিতঃ
শব্দবিদ্যানবজ্ঞো হি সজ্ঞোজনঃ ॥ ১০ ॥

বৃহস্পতি জন্মকালে নৃত্যলিপ্সাগত হইলে জাতক নরপতির নিকট সম্মান প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি ধনশালী, তন্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত জন পরিবেষ্টিত, স্বয়ং সুপণ্ডিত, শব্দ শাস্ত্রে সুনিপুণ এবং প্রত্যুৎপন্নমতি (সজ্ঞ) হয় ॥ ১০ ॥

কুতূহলী সকৌতুকে মহাধনীজনঃ সদা
নিজান্বয়াব্জভাস্করঃ কৃপাকলাধরঃ সুখী।
নিলিম্পরাজ পূজিতে সুতেন ভু-নয়েন বা
যুতো মহাবলী ধরাধিপেন্দ্রসদ্মপণ্ডিতঃ ॥ ১১ ॥

দেব (নিলিম্প) রাজপূজিত বৃহস্পতি কৌতুকাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য কৌতুকপ্রিয়, মহাধনবান এবং সূর্য্য সদৃশ স্বীয় বংশপদ্ম প্রকাশক (স্ববংশোজ্জ্বলকারী) হইবে। সে ব্যক্তি কৃপাময়, সুখী, পুত্র ভূমি ও বিনয়যুক্ত, মহাবলশালী এবং নরপতি গৃহে সভাপণ্ডিত হইবে ॥ ১১ ॥

গুরৌ নিদ্রাগতে যস্য মূর্খতা সর্ব্বকর্ম্মণি।
দরিদ্রতা পরিক্রান্তং ভবনং পুণ্যবর্জ্জিতম্ ॥ ১২ ॥

যাহার জন্মকালে গুরু নিদ্রাগত থাকেন, তাহার সকল কর্ম্মেই মূর্খতা প্রকাশ পায়। তাহার গৃহ ধনহীনতায় পরিক্রান্ত এবং পুণ্যকর্ম্ম বিবর্জ্জিত হয় ॥ ১২ ॥

অথ শুক্রস্য

জনোবলীয়ানপি দন্তরোগী ভৃগৌ মহারোষসমন্বিতঃস্যাৎ।
ধনেনহীনঃ শয়নংপ্রয়াতে বারাঙ্গনাসঙ্গম লম্পটশ্চ ॥ ১ ॥

জন্মকালে শুক্র শয়নাবস্থাশ্রিত হইলে জাতক বলশালী, দন্তরোগগ্রস্ত, ক্রোধপরিপূর্ণ এবং নির্ধন হইবে। সে ব্যক্তি অত্যন্ত বারবিলাসিনীসহবাসাসক্ত হইবে ॥ ১ ॥

যদি ভবেদুশনা উপবেশনে নবমণিব্রজকাঞ্চন ভূষণৈঃ।
সুখমজস্রমরিক্ষয় আদরা দবনিপাদপি মান সমুন্নতিঃ ॥ ২ ॥

উশনা (শুক্র) উপবেশনাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য, নূতন মণিরাজিবিমণ্ডিত কাঞ্চনভূষণজনিত সুখলাভ করে। তাহার অজস্র শত্রুক্ষয় হইয়া থাকে। অবনিপতি হইতে প্রাপ্ত আদরে তাহার সম্মানের সবিশেষ উন্নতি হয় ॥ ২ ॥

নেত্রপাণিংগতে লগ্নগেহে কবৌ
সপ্তমে মানভে যস্য তস্য ধ্রুবং
নেত্রপাতো নিপাতো ধনানামলং
চান্যভে বাসশালা বিশালা ভবেৎ ॥ ৩ ॥

জন্মকালে শুক্র নেত্রপাণি অবস্থাগত হইয়া লগ্নস্থ, সপ্তমস্থ কিম্বা দশমস্থ হইলে মনুষ্যের নেত্রপাত (দুঃখ হেতু অশ্রুবর্ষণ) এবং অর্থ নাশ হয়। শুক্র উক্ত অবস্থায় অন্য ভাবস্থ হইলে জাতকের বাসগৃহ অতি বিস্তীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শুক্র জন্মকালে কৌতুক ভবনে গমন করিলে মনুষ্য ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতায় ইন্দ্রতুল্য হইবে। সভাস্থলে মহত্ত্ব লাভ করিবে। তাহার বিদ্যা অতি রমণীয় হইবে। পদ্মালয়া তাহার সদনে সর্ব্বদা অবস্থান করিবেন ॥ ১১ ॥

পরসেবারতো নিত্যং নিদ্রামুগতে কবৌ ।
পরনিন্দাপরো বীরো বাচালো ভ্রমতে মহীং ॥ ১২ ॥

জন্মকালে শুক্র নিদ্রিত থাকিলে মনুষ্য পর সেবায় রত এবং পরের নিন্দা করিতে তৎপর হয। সে ব্যক্তি বলবান্ ও বাচাল হয় এবং নানাদেশ (মহী) ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

অথ শনেঃ

ক্ষুৎ পিপাসা পরিক্রান্তো বিশ্রান্তঃ শয়নে শনৌ ।
বয়সি প্রথমে রোগী ততো ভাগ্যবতাং বরঃ ॥ ১ ॥

জন্মকালে শনি শয়নাবস্থাগত হইলে মনুষ্য ক্ষুৎপিপাসায় পরিক্রান্ত এবং বিশ্রান্ত হয অর্থাৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য কবিতে পারে না এবং অল্প পরিশ্রমেই কাতর হইয়া পড়ে। জাতক প্রথম বযসে বোগ ভোগ করে, কিন্তু শেষ বয়সে বিশেষ ভাগ্যবান্ হয় ॥ ১ ॥

ভানোঃ সুতে চেদুপবেশনস্থে
করালকারাতি জনানুতপ্তঃ ।
অপায় শালী কিল দদ্রুমালী
নরোঽভিমানী নৃপদণ্ডযুক্তঃ ॥ ২ ॥

ভানুপুত্র শনি উপবেশনাবস্থাস্থিত হইলে মনুষ্য প্রচণ্ড শত্রু হইতে সর্ব্বদা অনুতপ্ত থাকে। এবং (সকল কর্ম্মেই) নানাবিধ বিঘ্ন বাধা প্রাপ্ত হয়। তাহার সর্ব্বশরীর দদ্রুরোগে আচ্ছন্ন হয। সে ব্যক্তি অভিমানী হয় এবং বারম্বার রাজদণ্ড ভোগ করে ॥ ২ ॥

জন্মকালে রবি সুত কৌতুক ভাবগত থাকিলে জাতক ভূসম্পত্তি ও ধন রত্নে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত সুখী হইবে। সে ব্যক্তি সুমুখী স্ত্রীজন জনিত সুখ লাভ করিবে এবং নির্ম্মল কবিতা রসজ্ঞ ও কলাভজ্ঞ হইবে॥ ১১॥

নিদ্রাগতে বাসরনাথ পুত্রে ধনী সদা চারুগুণৈ রুপেতঃ।
পরাক্রমী চণ্ডবিপক্ষহন্তা সুবারকান্তারতিরীতিবিজ্ঞঃ॥ ১২॥

বাসরনাথ পুত্র শনি জন্মকালে নিদ্রাবস্থাগত থাকিলে মনুষ্য ধনবান্ এবং সদা সুচারুগুণ সমূহে সংযুক্ত থাকে। সে ব্যক্তি পরাক্রান্ত, দুর্দ্দান্ত শত্রু নিসূদন এবং সুরূপা বারনারীগণ সহ রতিক্রীড়ায় বিশেষ অভিজ্ঞ হয়॥ ১২॥

অথ রাহোঃ।

গদাগমো জন্মনি যস্য রাহৌ
ক্লেশাধিকত্বং শয়নং প্রয়াতে।
বৃষেঽথ যুগ্মেঽপি চ কন্যকায়া
মজে সমাজো ধন ধান্য রাশেঃ॥ ১॥

জন্মকালে রাহু শয়নাবস্থাগত হইলে নানাবিধ রোগের উপস্থিতি এবং ক্লেশের আধিক্য হয়। কিন্তু উক্ত শয়নাবস্থাগত রাহু বৃষ, মিথুন, কন্যা, কিম্বা মেষ রাশিগত হইলে জাতক ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়॥ ১॥

উপবেশন মিহ গতবতি রাহৌ দদ্রুগণেন জনঃ পরিতপ্তঃ।
রাজসমাজযুতো বহুমানী বিত্ত সুখেন সদা রহিতঃ স্যাৎ॥ ২॥

জন্মকালে রাহু উপবেশনাবস্থাগত হইলে মনুষ্য নানাবিধ দদ্রুরোগে সর্ব্বদা সন্তপ্ত থাকে। সে ব্যক্তি রাজসভায় উপবেশন করে, বহু সম্মান-ভাজন হয়, কিন্তু কোন কালেই ধনসুখে সুখী হয় না॥ ২॥

নেত্র পাণাবগৌ নেত্রে ভবতো রোগ পীড়িতে।
দুষ্ট ব্যালারি চৌরাণাং ভয়ং তস্য ধন ক্ষয়ঃ॥ ৩॥

জন্মকালে রাহু (অগু) নেত্রপাণি অবস্থায় থাকিলে নেত্রদ্বয় রোগ পীড়িত হয়। দুর্জ্জন, সর্প, শত্রু ও চৌর হইতে ভয়ের উপস্থিতি এবং ধনক্ষয় হয়॥ ৩॥

প্রকাশনে শুভাসনে স্থিতিঃ কৃতিঃ শুভা নৃণাং
ধনোন্নতি গুণোন্নতিঃ সদা বিদামগাবিহ।
ধরাধিপাধিকারিতা যশোলতা ততা ভবেন্
নবীন নীরদাকৃতির্বিদেশতো মহোন্নতিঃ ॥ ৪ ॥

রাহু জন্মকালে প্রকাশাবস্থাগত থাকিলে মনুষ্যের শুভাসনে উপবেশন, শুভকার্য্য সম্পাদন, এবং সর্ব্বদা ধন, গুণ ও জ্ঞানের উন্নতি হয়। তাহার রাজাধিকারলাভ হয়, যশোলতা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয এবং নবীন নীরদ তুল্য আকৃতি হয়। সে ব্যক্তি বিদেশ হইতে বিশেষ উন্নতিলাভ করে ॥ ৪ ॥

গমনে চ যদা রাহৌ বহু সন্তানবান্ নরঃ।
পণ্ডিতো ধনবান্ দাতা রাজ পূজ্যো নরো ভবেৎ ॥ ৫ ॥

জন্মকালে রাহু গমনাবস্থাগত হইলে মনুষ্যের বহু পুত্র হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি পণ্ডিত, ধনবান, দাতা এবং রাজপূজ্য হয় ॥ ৫ ॥

রাহাবাগমনে ক্রোধী সদা ধীধনবর্জ্জিতঃ।
কুটিলঃ কৃপণঃ কামী নরো ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৬ ॥

জন্মকালে রাহু আগমনাবস্থায় থাকিলে জাতক ক্রোধনস্বভাব, বিকলবুদ্ধি, এবং ধনহীন হইবে। সে ব্যক্তি অত্যন্ত কুটিল এবং সর্ব্বথা কামাসক্ত হইবে ॥ ৬ ॥

সভাগতে যদা রাহৌ পণ্ডিতঃ কৃপণো নরঃ।
নানাগুণ পরিক্রান্তো বিত্তসৌখ্যসমন্বিতঃ ॥ ৭ ॥

রাহু জন্মকালে সভাগত থাকিলে জাতক পণ্ডিত এবং কৃপণ হয়। সে ব্যক্তি নানাগুণে সুশোভিত, এবং বিত্তজনিত সুখসমন্বিত হয ॥ ৭ ॥

চেদগাবাগমং যস্য যাতে তদা,
ব্যাকুলত্বং সদারাতি ভীত্যা মহৎ।
বন্ধুবাদী জনানাং নিপাতো ভবেদ্,
বিত্তহানিঃ শঠত্বং কৃশত্বং তথা ॥ ৮ ॥

কেতাবাগমনে দুষ্টমতিঃ স্ত্রীরহিতঃ পুমান্।
কামী ধী-ধর্ম্মহীনশ্চ জায়তে ক্রোধনঃ শঠঃ ॥ ৬ ॥

কেতু জন্মকালে আগমনাবস্থাগত হইলে পুরুষ দুষ্টমতি এবং পত্নীবিরহিত হয়। সে ব্যক্তি কামুক, সদ্বুদ্ধিহীন ধর্ম্মবর্জ্জিত, ক্রোধনস্বভাব এবং প্রতারক হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

সভাবস্থাগতে কেতৌ বাচালো বহুগর্ব্বিতঃ।
কৃপণো লম্পটশ্চৈব ধূর্ত্তবিদ্যা বিশারদঃ ॥ ৭ ॥

কেতু জন্মকালে সভাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য অত্যন্ত বাচাল এবং গর্ব্বিত স্বভাব হয়। সে ব্যক্তি কৃপণ, লম্পট, এবং ধূর্ত্ততাবিদ্যায় পারদর্শী হয় ॥ ৭ ॥

যদাগমে ভবেৎকেতুঃ কেতুঃ স্যাৎপাপকর্ম্মণাং।
বন্ধুবাদরতো দুষ্টো রিপুরোগ নিপীড়িতঃ ॥ ৮ ॥

কেতু জন্মকালে আগমাবস্থাগত হইলে মনুষ্য পাপকর্ম্মা জনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। সে ব্যক্তি বন্ধুগণ সহ বিবাদশীল, দুর্জ্জন, শত্রু কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও রোগ সন্তপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

ভোজনে তু জনো নিত্যং ক্ষুধয়া পরিপীড়িতঃ।
দরিদ্রো রোগসন্তপ্তঃ কেতৌ ভ্রমতি মেদিনীং ॥ ৯ ॥

জন্মকালে কেতু ভোজনাবস্থাগত থাকিলে মনুষ্য, ক্ষুধায় পরিপীড়িত, দরিদ্র ও রোগ সন্তপ্ত হয় এবং নানা স্থান পরিভ্রমণ করে ॥ ৯ ॥

নৃত্যলিপ্সাগতে কেতৌ ব্যাধিনা বিকলো ভবেৎ।
বুদ্ব দাক্ষী দুরাধর্ষো ধূর্ত্তোঽনর্থ করো নরঃ ॥ ১০ ॥

কেতু নৃত্যলিপ্সা গত হইলে মনুষ্য রোগে সর্ব্বদা বিকল থাকে। সে ব্যক্তি বুদ্বুদ লোচন (মিট মিট করিয়া তাকায়), দুর্দ্দমনীয় ও ধূর্ত্ত হয় এবং নানা অনর্থ উপস্থিত করে ॥ ১০ ॥

কৌতুকী কৌতুকে কেতৌ নটবামারতিপ্রিয়ঃ।
স্থানভ্রষ্টো দুরাচারো দরিদ্রো ভ্রমতে মহীং ॥ ১১ ॥

কেতু কৌতুকাবস্থাগত হইলে মনুষ্য কৌতুকপ্রিয় এবং নটীদিগের সহ রতিক্রীড়ায় আসক্ত হয়। সে ব্যক্তি স্থানভ্রষ্ট, দুরাচার রত, ও দরিদ্র হয় এবং নানা দেশ পরিভ্রমণ করে ॥ ১১ ॥

নিদ্রাবস্থাগতে কেতৌ ধনধান্য সুখং মহৎ।
নানাগুণ বিনোদেন কালোগচ্ছতি জন্মিনাং ॥ ১২ ॥

কেতু জন্মকালে নিদ্রিত থাকিলে, মনুষ্য ধনসুখ ও ধান্যসুখ প্রাপ্ত হয়। সে ব্যক্তি নানবিধ গুণজনিত আনন্দে কাল অতিবাহিত করে ॥ ১২ ॥

ষোড়শাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

অথ গ্রহাণাং বালদীপ্তাদ্যবস্থাধ্যায়ঃ সপ্তদশঃ।

বালাদ্যবস্থা

বালো রসাংশৈ রসমে প্রদিষ্ট,
স্ততঃ কুমারোহি যুবাথ বৃদ্ধঃ।
মৃতঃ ক্রমাদুৎক্রমতঃ সমক্ষে,
বালাদ্যবস্থাঃ কথিতা গ্রহাণাং ॥ ১ ॥

ফলংতু কিঞ্চিদ্বিতনোতি বাল,
শ্চার্দ্ধং কুমারঃ প্রযতেন পুংসাং।
যুবা সমগ্রং খচরোহথ বৃদ্ধো,
ফলং চ দুষ্টং মরণং মৃতাখ্যঃ ॥ ২ ॥

এক্ষণে গ্রহগণের বালাদি অবস্থা কথিত হইতেছে। ১ বাল, ২ কুমার, ৩ যুবা, ৪ বৃদ্ধ, ৫ মৃত; গ্রহগণের এই পাঁচ অবস্থা আছে। রাশিকে সমান পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিলে ছয় অংশে এক এক ভাগ হয়। উক্ত পাঁচ ভাগের এক এক ভাগে এক এক অবস্থা হয়। তন্মধ্যে অসম রাশিতে ক্রমগণনা

বর্গকেই শোভন বর্গ কহা যায়। দীপ্ত দীধিতি, অর্থাৎ উদিতাবস্থায় থাকিলে গ্রহকে (৫) শস্ত কহে। অস্তগত গ্রহকে (৬) লুপ্ত; নীচস্থ গ্রহকে (৭) দীন এবং পাপ ও শত্রু গ্রহের ক্ষেত্রস্থ গ্রহকে (৮) পীড়িত কহে ॥ ৩।৪ ॥

দীপ্তে মদোন্মত্ত গজেন্দ্র গন্তা সদারিহন্তা বরতীর্থ গন্তা।
কান্তো মনস্বী নিতরাং যশস্বী প্রদীপ্তবেষো মনুজো মহীপঃ ॥ ৫ ॥

গ্রহ দীপ্তাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য মদোন্মত্ত গজেন্দ্রবাহনে গমন করে, সর্ব্বদা অরিকুল নির্ম্মূল করে, ও তীর্থ স্থানে পরিভ্রমণ করে। তদ্দশায় মনুষ্য সুরূপ, সুবুদ্ধি, অত্যন্ত যশস্বী এবং প্রদীপ্ত খ্যাতিবিশিষ্ট মহীপতি হয় ॥ ৫ ॥

স্বস্থে গুণাগার জবালয়ানা
মুপার্জ্জকো বৈরি বিনাশ কর্ত্তা।
নরোঽপ্যুদারো নৃপ পূজিতঃ স্যাদ্
বিশাল কীর্ত্তিঃ কমনীয় মূর্ত্তিঃ ॥ ৬ ॥

গ্রহ স্বস্থাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য নানাবিধ গুণে সুশোভিত হয় এবং গৃহ বাহনাদি (স্বয়ং) উপার্জ্জন করিয়া থাকে। সে ব্যক্তি বৈরিকুলের বিনাশক, উদার স্বভাব, রাজ-পূজিত, এবং বিশাল কীর্ত্তিবিশিষ্ট হয়। তাহার মূর্ত্তি বিশেষ কমনীয় হয় ॥ ৬ ॥

হর্ষিতে ভবতি হর্ষিতঃ সদা মিত্রপুত্র পরিপূরিতো মুদা।
ধর্ম্ম কৃন্মণিগণেন মণ্ডিতঃ পরম দৈববিপাক বিজ্জনঃ ॥ ৭ ॥

গ্রহ হর্ষিত থাকিলে মনুষ্য সর্ব্বদা হর্ষিত এবং মিত্র ও পুত্রগণে পরিবৃত থাকিয়া আনন্দে কালযাপন করে। সে ব্যক্তি ধর্ম্ম কার্য্য করে, মণিগণে বিভূষিত থাকে এবং দৈব-বিপাক বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ হয় ॥ ৭ ॥

শান্তেঽতি শান্তো যুবরাজরাজো জনো মহৌজা জনতা সমেতঃ।
অনেক বিদ্যামল গদ্যপদ্যাভ্যাসানুরক্তঃ খলুবিত্ত যুক্তঃ ॥ ৮ ॥

গ্রহ শান্তাবস্থায় থাকিলে মনুষ্য অতি শান্ত স্বভাব, যুবরাজের ন্যায় শোভমান এবং মহা তেজস্বী হইবে। বহু লোক তাহার অনুচর হইবে।

অথ গ্রহাণাং গর্ব্বিতাদ্যবস্থাধ্যায়োঽষ্টাদশঃ।

কোণে তুঙ্গ গৃহে গতো নিগদিতঃ খেটস্তদা গর্ব্বিতো
মিত্রর্ক্ষে গুরু সংযুক্তোঽপি মুদিতো মিত্রেণ যুক্তেক্ষিতঃ।
পুত্রস্থান গতোঽগু ভৌম রবিজার্কৈঃ সংযুতো লজ্জিতঃ
পাপারিগ্রহ বীক্ষিতো হি রবিণা সংক্ষোভিতঃ কীর্ত্তিতঃ॥ ১॥

যো মন্দারি যুতেক্ষিতোঽরিগতঃ খেটঃ ক্ষুধা পীড়িতো
যঃ পাপারি যুতেক্ষিতো ন চ শুভৈ র্দৃষ্ট স্তৃষার্ত্তোঽম্বুভে।
গর্ব্বাঢ্যো মুদিতোঽথ লজ্জিত ইতি প্রক্ষোভিতঃ কীর্ত্তিতে
বিদ্ভিঃ সংক্ষুধিত স্তৃষার্ত্ত ইহ ষড়্ভাবা গ্রহাণামমী॥ ২॥

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কীর্ত্তন করিয়াছেন যে, জন্মকুণ্ডলীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিতি এবং ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের দৃষ্টি ও সংযোগ বশতঃ গ্রহগণের ১ম গর্ব্বিত, ২য় মুদিত, ৩য় লজ্জিত, ৪র্থ ক্ষোভিত, ৫ম ক্ষুধিত, এবং ৬ষ্ঠ তৃষ্ণার্ত্ত এই ছয়টী ভাব বা অবস্থা হয়। অবস্থার ভিন্নতাহেতু গ্রহগণের ফলেরও ভিন্নতা হইয়া থাকে। এক্ষণে গ্রহগণের অবস্থা বিচার লিখিত হইতেছে॥

১ম। গর্ব্বিত—কোন গ্রহ তুঙ্গস্থান গত হইয়া জন্মলগ্ন হইতে ত্রিকোণস্থ হইলে তাহাকে গর্ব্বিত গ্রহ কহে। যথা—"তুঙ্গস্থান গতোবাপি ত্রিকোণেঽপি ভবেৎ পুনঃ। গর্ব্বিতঃ সোঽপি গদিতো নির্ব্বিশঙ্কং দ্বিজোত্তমঃ"॥ ইতি পরাশর। কোন গ্রহ মূল ত্রিকোণস্থ হইয়া জন্মলগ্ন হইতে কোণগত হইলেও তাহাকে গর্ব্বিত গ্রহমধ্যে গণ্য করা যায়।

২য়। মুদিত—বৃহস্পতিসহ সংযুক্ত কোন গ্রহ, মিত্র ক্ষেত্রস্থ হইয়া মিত্র-যুক্ত বা মিত্র দৃষ্ট হইলে তাহাকে মুদিত কহে।

৩য়। লজ্জিত—কোন গ্রহ লগ্নের পঞ্চমস্থ হইয়া রাহু (বা কেতু), মঙ্গল, রবি কিম্বা শনিসহ সংযুক্ত থাকিলে লজ্জিত হন্।

ক্ষোভিত গ্রহের দশাকালে মনুষ্যের দারিদ্র্য ঘটে এবং তজ্জনিত বুদ্ধিনাশ ও কষ্ট উপস্থিত হয। সে ব্যক্তির ধন ক্ষয় হয়, পায়ে পীড়া হয় এবং রাজকোপে ধনাগম হয় না॥ ৯॥

ক্ষুধিত গ্রহ দশায়াং শোক মোহাদি তাপঃ
পরিজন পরিতাপাদাধিভীত্যা কৃশত্বং।
কলিরপি রিপুলোকৈ রর্থ বাধা নরাণা
মখিল বল নিরোধো বুদ্ধি বোধো বিশেষাৎ॥ ১০॥

ক্ষুধিত গ্রহ-দশায় শোক মোহাদি জনিত সন্তাপ উপস্থিত হয। পরিজন-বর্গের কষ্টে এবং মানসিক দুঃখে শরীর কৃশ হয। পরিজন সহ কলহ হয়, অর্থাগম বন্ধ হয় এবং সর্ব্ব প্রকারে বলহীনতা ও বিশেষতঃ বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হয। ১০॥

তৃষিত খগ দশায়া মঙ্গিনামঙ্গ মধ্যে
ভবতি গদ বিকারো দুষ্টকার্য্যাধিকারঃ।
নিজ জন পরিবাদাদর্থ হানিঃ কৃশত্বং
খলকৃত পরিতাপো মানহানিঃ সদৈব॥ ১১॥

তৃষিত গ্রহের দশাকালে মনুষ্যের শরীর মধ্যে নানাবিধ রোগবিকার উপস্থিত হয়। দুষ্ট কার্য্যে অধিকার জন্মে, (কুকার্য্যে আসক্তি হয়) আত্মীয় জনের নিন্দা বশতঃ অর্থ ক্ষয় হয। শরীর কৃশ হয় এবং দুষ্টজন-কৃত কার্য্যে পরিতাপ ও সর্ব্বদা মানহানি ঘটে॥ ১২॥

আসীৎ শ্রী করুণাকরো বুধবরো বেদাঙ্গ বিদ্যাকর,
স্তৎসূনুঃ ক্ষিতিপালবন্দিতপদঃ শ্রীশম্ভুনাথঃ কৃতী।
বিজ্ঞব্রাত কৃতাদরো গণিত বিজ্জ্যোতির্ব্বিদাং প্রীতয়ে
চক্রে ভাব কুতূহলং লঘুতরং শ্রীজীবনাথঃ সুধী॥ ১২॥

Opinions on Astrology by the Westerns

—o—

Of all the superstitous beliefs, belief in Astrology is perhaps, the most, reasonable.—Proctor.

In the days of Kepler we know that astrology was more thought of than astronomy, for though on behalf of the world he worked at the latter, for his own daily bread he was in the employ of the former, making almanacks and drawing horoscopes that he might live.—' Astronomical Myths" based on Flammarion's "History of the Heavens" by John F. Blake. London. Macmillan & Co., 1877.

So great is the ignorance which confounds a science requiring the highest education, with that of the ordinary gypsy fortune-teller.—Max Muller.

"Astrology was received into Europe through Claudius Ptolemy, the learned geographer and mathematician of Alexandria, so much held in esteem by the Greeks for his great learning, and by them called "the most wise" Under Adrian he wrote his immortal "Tetrabiblos," or four books upon judicial astrology. Since then the subject has been amplified and illustrated by many writers, suah as Guido Bonatus, the author of the *Centiloquia*, Placidus de Titus, the writer of the *Primum Mobile*, and others

"But centuries before Ptolemy saw the light of day, astrology in the East had reached a degree of perfection which, if we may trust the records within our reach, is certainly not yet attained to in the Western world

"Guido Bonatus, the Italian astrologer already mentioned, predicted that the Earl of Monserrat would gain a victory on the field at a certain hour upon a fixed day, but that the nobleman would receive a wound in the knee The event came off, and Guido, who trusted his science, carried the bandages to dress the knee that was to be wounded. The victory was won as predicted, and the bandages were brought from the field on the Earl's wounded knee ' Valentine Naibod, an astrologer whose works are still in repute, among European students, predicted that at a certain time he would die by violence , to avoid which, during the period of evil, he shut himself up with sufficient food, and barricaded the gates, doors and windows of his house, and resolved so to

প্রকাশকের নিবেদন

আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণ জ্যোতিষ শাস্ত্রকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই অমূল্য জ্ঞান-ভক্ত সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ থাকায় সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি এই শাস্ত্রের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এই অভাব দূরীকরণের জন্য মদীয় পিতৃদেব ৺রামগোপাল রায় জ্যোতির্ব্বিনোদ তত্ত্বভূষণ বিখ্যাত জ্যোতিষ-গ্রন্থগুলি প্রাঞ্জল বাঙ্গলা ভাষায় সঙ্কলিত করেন। বাঙ্গলা ভাষায় 'উড়ুদায় প্রদীপম', 'ভাবকুতূহলম্', 'জাতকালঙ্কারঃ' এবং 'জৈমিনীয় সূত্রম্' তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন এবং এগুলি সঙ্কলনে তাঁহার যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্বজ্জন সমাজে এই সকল গ্রন্থ যথেষ্ট সমাদৃত।

শ্রীজীবনাথ বিরচিত 'ভাবকুতূহলম্' এই শাস্ত্রমধ্যে একখানি উত্তম গ্রন্থ। ভাব-বিচারের জন্য ইহার ন্যায় সংক্ষিপ্ত অথচ গভীরতাপূর্ণ পুস্তক আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ৺পিতৃদেব সঙ্কলিত এই পুস্তকখানি বহুদিন হইতেই দুষ্প্রাপ্য ছিল। যাহা হউক, জগদীশ্বরের কৃপায় ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল, এক্ষণে জ্যোতিষানুরাগী সমাজে ইহার উপযুক্ত সমাদর হইলেই কৃতার্থ হইব

এই গ্রন্থের প্রকাশকল্পে এবং মুদ্রণশুদ্ধি বিষয়ে জ্যোতিষানুরাগী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। ইতি—১লা ফাল্গুন সন ১৩৩২ সাল।

৭২ কালীঘাট রোড,
কলিকাতা।

শ্রীরামরঞ্জন রায়।

পাণ্ডত-প্রবর রাজ-জ্যোতিষী

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব সঙ্কলিত

(ইনি ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জের কোষ্ঠী বিচারে রাজ-সম্মানিত হন্)

জ্যোতিষ-প্রভাকর

বর্ত্তমানকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই জ্যোতিঃশাস্ত্রে অনুরাগী হইয়াছেন ; গৃহস্থ মাত্রেরই যে অল্পাধিক জ্যোতিষ শিক্ষা প্রয়োজন, ইহা এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন , সেইজন্য যাহাতে সকলে খুব সহজে, এমন কি এক মাসের মধ্যে জ্যোতিষ শিখিতে পারেন, এরূপ সরল ভাবে ইহা লিখিত হইল ; অর্থাৎ একবার বইখানি বুঝিয়া পড়িলেই হইল। ইহাতে জ্ঞাতব্য সমুদয় বিষয় ত আছেই, তা ছাড়া ইহাতে আর এক অভাবনীয়, অভিনব বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে।

ইহাতে বিশুদ্ধলগ্ননির্ণয়, লগ্নস্ফুটখণ্ড, আয়ুর্গণনা ভাব-বিচার, মারক, ও রিষ্ট্যাদি বিচার নারীজাতক ও নারীলক্ষণ, বিবাহের যৌটক বিচার, অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী দশা-ফল বিচার, অষ্টবর্গ, যোগফল-বিচার ত্রিতাপ ও ষন্নাড়ীচক্র, দ্বাদশ ভাব প্রভৃতি শত শত বিষয়, যাহা কিছু আবশ্যক, সকলই ইহাতে আছে এবং এই পুস্তকের সাহায্যে সকলেই নিজের কোষ্ঠী ও ফল বিচার করিতে পারিবেন।

জ্যোতিষের বিচার প্রণালী না জানা হেতু কেহ কেহ ঠিক ফল বলিতে না পারায় অপদস্থ ও ঋষিবাক্যে সন্দেহযুক্ত হন , সেইজন্য আমরা বহু অবতার, সাধক, মহাপুরুষ, রাজা, মহারাজা, বিচারপতি, কবি, শিল্পী, চিকিৎসক ও দেশমান্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের জন্মপত্রিকা সমূহ বহু চেষ্টায় ও বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। যথা ;—শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস, মহাত্মা গান্ধি, কেশব সেন,, কৃষ্ণানন্দ স্বামী, ভিক্টোরিয়া, নেপোলিয়ান, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মণীন্দ্রনাথ নন্দী, রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শশধর তর্কচূড়ামণি, বঙ্কিম চট্টো, নবীন সেন, রবীন্দ্র ঠাকুর, ঈশ্বর গুপ্ত, গিরিশ ঘোষ, মতি রায়, মহেন্দ্র সরকার, ভগবান্ রুদ্র, গঙ্গাধর রায়, চিত্তরঞ্জন দাস, জে, এন, সেনগুপ্ত, গঙ্গাপ্রসাদ সেন, শ্যামাদাস বাচস্পতি, দ্বারকানাথ সেন প্রভৃতি অসংখ্য ; কত নাম করিব ? স্থানাভাব। শুধু কি তাহাই ? সেই সঙ্গে তাঁহাদিগের জীবনী ও বিস্তৃত ফলবিচার লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে একসঙ্গে নানা কোষ্ঠীর সম্মিলন ও কোষ্ঠীর ফল কিরূপ অব্যর্থ, তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন—জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস বাড়িবে এবং বিচারে বহুবিধ যোগের অবতারণা দেখিয়া এতৎ শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইবেন। ছাপা কাগজ অতীব উৎকৃষ্ট, সুদৃঢ় বাঁধান, মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।